বিশ্ব সংকট
ও
শান্তির পথ

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম এবং
মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পঞ্চম খলিফা-
হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ)-এর
কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন

নাজারাত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান

বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ

প্রকাশক : নাজারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব, ভারত

ভাষান্তর : ডঃ আব্দুল্লাহ্ শাম্স বিন তারিক

প্রথম বাংলা সংস্করণ (বাংলাদেশ) : আগষ্ট ২০১৪

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ (ভারত) : আগষ্ট ২০১৭

সংখ্যা : ৫০০০ কপি

মুদ্রণে : ফযলে ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব, ভারত

Book : BISWA SANKAT O SHANTIR PATH

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE)

A Compilation of Speeches and Letters
of

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad [atba]

Imam and the Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Jama'at
Fifth Successor to the Promised Messiah May Allah the almighty be his help[as],

Translated into Bengali by :
Dr. Abdullah Shams Bin Tarique
First Bengali Edition : 2014 (Bangladesh)
Second Bengali Edition : 2017 (India)
Number of Copies : 5000

Published by :

Department Noor-ul-Islam, Qadian, Gurdaspur, Punjab, India
,Printed at : Fazle Umar Printing Press, Qadian,143516
Gurdaspur, Punjab, India

সূচীপত্র

বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা
লেখক পরিচিতি...	VII
বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা..............................	IX
বাংলা প্রথম সংস্করণের ভূমিকা...............................	XI
মূল ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা.................................	XIII
প্রথম সংস্করণের বক্তৃতাসমূহ	
বিশ্ব সংকট ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ............................	3
নিজ জাতির জন্য আনুগত্য ও ভালোবাসার ইসলামি শিক্ষা.....	23
পরমাণুযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি এবং নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা...	37
জাতিসমূহের মধ্যে সুবিচারপূর্ণ সুসম্পর্কই প্রকৃত শান্তির পথ..	59
শান্তির চাবি কাঠি-বিশ্ব ঐক্য..................................	85
মুসলমানদের পক্ষে কি পশ্চিমা সমাজে সমন্বিত হওয়া সম্ভব?...	105
দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত বক্তৃতা	
ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম................................	125
বিশ্ব শান্তি-বর্তমান সময়ের আশু প্রয়োজনীয়তা................	143
বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বর্তমান যুগের কঠিন অবস্থা............	159
বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যের মাঝে শান্তির বার্তা......................	177

সূচীপত্র

বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা
বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট পত্র	
হিজ হোলিনেস পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর নিকট পত্র.........	193
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র	203
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র................	211
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র	219
কানাডার প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র................................	227
সৌদি আরব রাজতন্ত্রের বাদশাহর নিকট পত্র	235
গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের স্টেট কাউন্সিলের নিকট পত্র...............	243
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র..............................	251
জার্মানির চ্যান্সেলরের নিকট পত্র...............................	259
ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র.........................	267
যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েল্থ অঞ্চলের মহামান্য রানীর নিকট পত্র.......................................	275
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বময় নেতার নিকট পত্র	287
রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র.......................	295

Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad
Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান। তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী মির্যা হযরত গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ) এর প্রপৌত্র এবং পঞ্চম খলিফা।

তিনি ১৯৫০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের রাবওয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মনসুর আহ্মদ এবং মাতা নাসিরা বেগম আহ্মদ। ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ক অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে তিনি ইসলামের সেবার জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা তাঁকে ১৯৭৭ সালে ঘানায় নিয়ে যায় যেখানে বহু বছর ধরে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুলের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আহ্মদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল সালাগা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন। সেখানে তিনি স্কুলটির প্রথম দুই বছর অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

২০03 সালের ২২শে এপ্রিল আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের খলিফা পদে আজীবনের জন্য নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে তিনি নিখিল-বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন। যেখানে ২02টি (বর্তমানে ২১0টি) দেশে এই সংগঠনের লক্ষ লক্ষ সদস্য রয়েছে।

খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি প্রিন্ট এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছানোর জন্য একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতে বিভিন্ন দেশীয় শাখাগুলো বিস্তারিত কর্মসূচী চালু করেছে

যেখানে ইসলামের প্রকৃত শান্তির বাণী প্রতিফলিত হয়।

বিশ্ব জুড়ে আহ্মদীয়া মুসলিমগণ অপরাপর মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় শান্তির প্রচার-পত্র বিতরণ, আন্তঃ ধর্মীয় এবং শান্তি-সম্প্রীতি সভা ও পবিত্র কোরআনের প্রকৃত ও মহৎ বাণী প্রচারের বিভিন্ন উপস্থাপনা আয়োজন সহ নানা চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। এসব কর্মসূচী বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে এবং প্রমাণ করতে পেরেছে যে, ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে নিজ দেশের প্রতি অনুগত এবং মানব সেবার উন্নয়নে সবচেয়ে অগ্রগামী।

২০০৪ সালে তিনি বার্ষিক ন্যাশনাল পিস সিম্পোজিয়াম চালু করেন। সেখানে সমাজের সর্বস্তর থেকে অতিথিবৃন্দ শান্তি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তাধারা বিনিময় করতে আসে। প্রতি বছর এই আলোচনা সভা অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তিনি মানব সেবা সমুন্নত এবং সহজতর করার জন্য বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত অনেক স্কুল এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে যেগুলো বিশ্বের দুর্গম অঞ্চলে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ (আইঃ) বর্তমানে ইংল্যান্ডের লণ্ডনে বসবাস করছেন। বিশ্ব ব্যাপী আহ্মদী মুসলিমদের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে তিনি ইসলামের শাশ্বত শান্তির বাণী প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন নৈরাজ্য এবং অন্যায়ের চরম সীমায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো এক প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্ষা করছে তখন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ) বিশ্বের তাবৎ পরাশক্তিগুলি ও তাদের রাষ্ট্রনায়কদের নিকট ইসলামের শাশ্বত বাণী **'শান্তি ও সম্প্রীতি'**-র ছায়াতলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছেন। সর্বোপরি বিশ্বকে অবক্ষয় মুক্ত এক সুশীল সমাজ গড়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এখানে, এ বইটিতে নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু এবং প্রশাসনিক প্রধান [হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ)] গত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ব জুড়ে শান্তির প্রচেষ্টায় তাঁর নিরলস প্রচেষ্টাকে একত্রিতকরণ করা হয়েছে, যা তিনি বিশ্বের সমস্ত বড় বড় রাষ্ট্রনায়ককে ইসলামের শান্তি ও ন্যায়-বিচারের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তুলে ধরেছেন এবং আসন্ন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে সতর্ক ও সাবধান বাণী এবং পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করেছেন, যাতে অবনত মস্তকে এ পৃথিবীবাসী তাদের প্রকৃত ত্রাণকর্তা আল্লাহ্‌কে শনাক্ত করে এ পৃথিবীকে একটি বাসযোগ্য শান্তির নিবাস স্থলে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

মূল ইংরাজি পুস্তক **'WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE'** এর অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'**। মূল ইংরাজি পুস্তক থেকে মূলত অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন ডঃ আব্দুল্লাহ্‌ শাম্‌স বিন তারিক। তার পূর্বেই জার্মানীতে প্রদত্ত বক্তৃতাটির অনুবাদ করেছিলেন মহিউদ্দিন অভি, যার পরিমার্জন ও তিনিই করেছেন এই পুস্তকে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিল ওয়াসিংটন

ডি. সি.-তে প্রদত্ত বক্তৃতাটির অনুবাদ করেছে 'বাংলাডেস্ক লন্ডন'। বর্তমান সংস্করণে ১১ই জুন ২০১৩ সনে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট লন্ডনে প্রদত্ত, ৪ঠা নভেম্বর ২০১৩ সনে নিউজিল্যান্ড ন্যাশনাল পার্লামেন্ট ওয়েলিংটনে প্রদত্ত, ৬ই অক্টোবর ২০১৫ সনে হল্যান্ডের পার্লামেন্ট হাউসে প্রদত্ত এবং ২৩ শে নভেম্বর ২০১৫ সনে জাপানের টোকিও শহরস্থ হিলটন হোটেল-এ এক সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত চারটি বক্তৃতাই সংযোজন করা হল। সংযোজিত বক্তৃতা চারটি অনুবাদের সাথে সাথে খাকসারের সঙ্গে পুস্তকটির প্রুফরিডিং এর দায়িত্বও পালন করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা এবং জনাব মির্যা সফিউল আলম সাহেব, নায়েব এডিটর সাপ্তাহিক **'বাংলা বদর'**, কাদিয়ান। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ (বাংলাদেশ)-কে অপরিবর্তিত রেখে নতুনভাবে কম্পিউটার কম্পোজিং এর দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব কাজী আয়াজ মহম্মদ সাহেব মোয়াল্লেম সিলসিলা।

হুজুর (আইঃ) এর অনুমতিক্রমে পুস্তকটি নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান এর পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হল। আশা করি পুস্তকটি বাংলা ভাষাভাষী শান্তিকামী বন্ধুদের নিকট সমাদৃত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বইটির অনুবাদ, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ্‌তালা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

সেখ মহম্মদ আলী

সদর এশায়াত কমিটি

পশ্চিম বঙ্গ

বাংলা প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ' শীর্ষক বইটি নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ)-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রাবলীর সংকলন। এটি ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লিঃ কর্তৃক ২০১৩ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের বাংলা অনুবাদ। মারকযের নির্দেশে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এটি প্রকাশ করছে। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর শতবর্ষ উদ্‌যাপনে এ প্রকাশনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

বইটির অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন ডঃ. আব্দুল্লাহ্‌ শামস বিন তারিক। তার পূর্বেই দ্বিতীয় বক্তৃতাটির (জার্মানীতে প্রদত্ত) একটি অনুবাদ করেছিলেন জনাব মহিউদ্দিন অভি, যার পরিমার্জন তিনি করেছেন। চতুর্থ বক্তৃতাটি (যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে প্রদত্ত) অনুবাদ করেছে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। পটভূমির বিষয়াবলী ও অতিথি তালিকা, অপর দু'টি বক্তৃতা ও পত্রসমূহ মূল অনুবাদক অনুবাদ করেছেন।

জামাতের প্রকাশনা সেক্রেটারী জনাব মাহবুব হোসেন সাহেব কয়েক বন্ধুর সহযোগিতায় এর প্রুফ দেখে মুদ্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা বইটি প্রকাশে অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের অবদানের জন্য উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

আলহাজ্ব মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
১৯ জুলাই, ২০১৪ খ্রি.

মূল ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্ব এখন অতি দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ও গভীরতর বিপদের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের সাথে এর তুলনা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে আর স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে যে, ঘটনাবলী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে এক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে যে, অবস্থা দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর মানুষ পথ চেয়ে আছে যে, কেউ ময়দানে অবতীর্ণ হবেন এবং নিরেট বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ ও শক্তিশালী (CONCRETE, SOLID) দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন যার উপর তারা ভরসা রাখতে পারে আর যা তাদের হৃদয়ের ও মনের কথা বলবে আর তাদের মনে এ আশার সঞ্চার করবে যে, এমন পথ রয়েছে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একটি পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণাম এতটাই প্রলয়ঙ্করী যে বিষয়ে চিন্তা করতেও কেউ সাহস করে না।

এখানে, এ বইটিতে, আমরা নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ)-এর পথনির্দেশনাসমূহ সংকলন করেছি। গত কয়েক বছর ধরে, ঘটনাক্রম উন্মোচিত হতে হতে, তিনি নির্ভীকভাবে বিশ্বের সামনে ঘোষণা দিয়ে এসেছেন কোন দিকে সব কিছু অগ্রসর হচ্ছে- আতঙ্ক সৃষ্টি করতে নয় বরং এ চিন্তার জন্য প্রস্তুত করতে যে, কেন বিশ্ব আজ এ অবস্থায় উপনীত আর কিভাবে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে এবং কিভাবে এ বিশ্ব পল্লীতে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার এক পথ রচনা করা যায়। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্বের জন্য শান্তি নিশ্চিত করার একটিই পথ আর তা হল বিশ্ব যেন বিনয় ও ন্যায়ের দিকে ঝোঁকে আর অবনত মস্তকে খোদাতা'লার দিকে মুখ ফেরায়; মানুষ যেন মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করে আর শক্তিশালীরা (স্ববলরা) যেন দুর্বলের সাথে মর্যাদাবোধ ও শ্রদ্ধা এবং ন্যায়ের সাথে আচরণ করে আর দুর্বল ও দরিদ্ররাও যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে আর সকলে যেন তাদের স্রষ্টার দিকে একান্ত বিনয় ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে প্রত্যাবর্তন করে।

বার বার তিনি আমাদের এক এক করে প্রত্যেককে স্মরণ করিয়েছেন যে, ধ্বংসের কিনারা থেকে ফিরে আসার পথ হল জাতিসমূহের পারস্পরিক সকল লেন-দেনে ন্যায়কে যেন এক অপরিত্যাজ্য শর্ত গণ্য করে। এমনকি যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতাও থাকে তবু তাদের জন্য ন্যায়ের অবলম্বন আবশ্যক, কেননা ইতিহাস আমাদেরকে শিখিয়েছে যে, ভবিষ্যতের সকল প্রকার বিদ্বেষের চিহ্নকে নির্মূল করে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এটিই একমাত্র পথ। এটি পবিত্র কোরআনের সেই শিক্ষা বিশ্ব নেতৃবর্গের কাছে লেখা পত্রসমূহে তিনি যার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

'মসজিদে-হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেওয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন সীমালঙ্ঘনে তোমাদের প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পুণ্য এবং তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।' (৫:৩)

ইসরায়েলের প্রধান মন্ত্রীর কাছে লেখা পত্রে তিনি লেখেন :

অতএব আপনার কাছে আমার আবেদন এই যে, বিশ্বকে একটি বিশ্বযুদ্ধের করালগ্রাসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব না দিয়ে, পৃথিবীকে একটি বিশ্বজনীন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষার জন্য আপনার সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করবেন। বিরোধসমূহ নিরসনে বলপ্রয়োগ না করে, আপনাদের প্রয়াস হওয়া উচিত যেন সংলাপের মাধ্যমে এগুলোর সুরাহা হয়, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতিবন্ধিতা ও জন্মগত ত্রুটিসমূহ 'উপহার' দেওয়ার পরিবর্তে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারি।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতিকে সতর্ক করে তিনি লেখেন :

বিশ্বে বর্তমানে খুব উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে, আর অন্যত্র পরাশক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক দেশ তার কর্মকাণ্ডে অন্য কোন দেশকে হয় সমর্থন করছে বা

বিরোধিতা করছে; তবে, ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ওবামাকে তিনি লেখেন :

যেমনটি আমরা সকলে অবহিত আছি, যে মূল বিষয়গুলো পৃথিবীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল তা হল লীগ অব নেশন্‌স এর ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক মন্দা, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৩২ সালে। আজ শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সাথে ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির কারণে আবারো ছোট ছোট দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করেছে, আর দেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে এমন শক্তিসমূহ সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে যারা আমাদেরকে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। যদি ছোট ছোট দেশগুলোতে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধসমূহের নিস্পত্তি সম্ভব না হয়, এর ফলস্বরূপ বিশ্বে নতুন মেরুকরণ ও গ্রুপিং-এর উদ্ভব হবে, এটিই হবে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। তাই আমার বিশ্বাস যে, আজ বিশ্বের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা এ ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করি। মানবজাতির জন্য আশু প্রয়োজন তার সেই একক খোদাকে চেনার, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা; কেননা একমাত্র সেটাই মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে পারে; নতুবা বিশ্ব ক্রমাগত দ্রুতগতিতে আত্মহননের পথে অগ্রসর হতে থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রিমিয়ার ওয়েন জিয়াবাও-কে তিনি লেখেন :

আমার দোয়া এই যে, বিশ্বের নেতৃবৃন্দ যেন প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করেন এবং বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যমান পারস্পরিক শত্রুতাসমূহকে বিস্ফোরিত হয়ে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে পরিণত হওয়ার সুযোগ না দেন।

আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি লেখেন :

এটা আমার অনুরোধ যে, প্রত্যেক স্তরে এবং প্রত্যেক আঙ্গিকে আমাদের ঘৃণার আগুন নির্বাপিত করার সর্বোচ্চ প্রয়াস নিতে হবে। কেবলমাত্র যদি আমরা এ চেষ্টায় সফল হতে পারি তবেই আমাদের অনাগত প্রজন্মসমূহের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে পারবো। কিন্তু, যদি এ কাজে আমরা ব্যর্থ হই, তবে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে, পারমাণবিক যুদ্ধের কারণে সর্বত্র আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে আমাদের কর্মের ভয়াবহ পরিণাম বহন করতে হবে, আর পৃথিবীকে এক বিশ্বজনীন বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কখনো তাদের অগ্রজদের ক্ষমা করবে না। আমি আবার স্মরণ করাচ্ছি যে, ব্রিটেন ঐ সকল দেশের অন্যতম যারা উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রভাব রাখতে পারে এবং রেখে থাকে। আপনারা চাইলে ন্যায় ও সমতার দাবি পূরণ করে বিশ্বকে পথ দেখাতে পারেন। তাই ব্রিটেন এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তির উচিত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। সর্বশক্তিমান খোদা আপনাকে ও অন্যান্য বিশ্ব নেতাকে এ বার্তা অনুধাবনের তৌফিক দিন।

এটি আমাদের আন্তরিক দোয়া যে, এখানে সংকলিত দিকনির্দেশনা যেন মানবজাতির এ ভয়াবহ বিপদের দিনে পথ প্রদর্শনের এক উৎস হয়, যেন ন্যায় ও বিনম্রতার নীতির উপর আমল করে আর খোদাতা'লার দিকে ঝুঁকে, মানবজাতি এক স্থায়ী শান্তির আশীষ লাভ করতে সক্ষম হয়। আমিন।

প্রকাশক

বক্তৃতাসমূহ

ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE GLOBAL CRISIS

THE BRITISH PARLIAMENT, THE HOUSE OF COMMONS
LONDON, UK, 2008

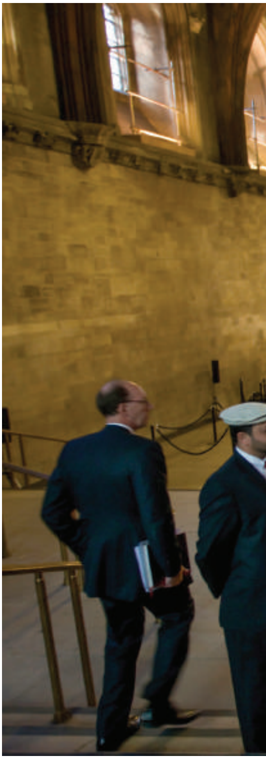

Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba] delivering the keynote address at the House of Commons

Official tour of the House of Commons, courtesy of Justine Greening MP

Seated: Lord Avebury (Liberal Democrats Spokesman for Foreign Affairs), Rt. Hon. Hazel Blears MP (Secretary of State for Communities and Local Government); Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba]; Justine Greening MP (Shadow Treasury Minister); Gillian Merron MP (Foreign Office Minister); Councillor Louise Hyams (the Lord Mayor of Westminster). Standing: Jeremy Hunt MP (Shadow Culture Minister); Rafiq Hayat (National Amir AMA UK); Virendra Sharma MP, Rt. Hon. Malcolm Wicks MP (Former Minister at Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform); Rob Marris MP, Simon Hughes MP (President of the Liberal Democrats Party); Martin Linton MP; Alan Keen MP.

পটভূমি

২২শে অক্টোবর, ২০০৮ যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্স (ব্রিটিশ সংসদ) এ নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ) এর প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ।

আহ্‌মদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তির সম্মানে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ফজল মসজিদ এর নির্বাচনী এলাকা পুটনির সংসদ সদস্য জাষ্টিন গ্রিনিং আয়োজিত সংবর্ধনায় এ বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

এ সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন গিলিয়ান মেরণ এমপি. রাইট অনারেবল হেজেল ব্লেয়ার্স এম.পি., এ্যালান কীন এম.পি., ডমিনিক গ্রীভ এম.পি., সাইমন হিউস এম.পি., লর্ড এরিক এভেবুরী এবং আরো বিশিষ্ট সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য পেশাজীবি।

বিশ্ব সংকট ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ

বিসমিল্লাহের রাহমানির রাহিম- আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

প্রথমতঃ আমি সকল সম্মানিত অতিথি, সংসদ সদস্য এবং রাইট অনারেবল গণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা একটি ধর্মীয় সংগঠনের প্রধানকে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য জাষ্টিন গ্রিনিং এর কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যিনি খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর সংসদীয় এলাকায় ছোট্ট একটি সম্প্রদায়ের জন্য এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে গিয়ে অনেক কিছু করেছেন। এটি তাঁর মহানুভবতা, ঔদার্য্য এবং তাঁর সংসদীয় এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের আবেগ- অনুভূতির প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতারই বহিঃপ্রকাশ।

যদিও আহ্মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় একটি ছোট সম্প্রদায়, এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পতাকা বহন করে এবং এর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। উপরন্তু, আমি এটিও বলতে চাই যে, যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী প্রত্যেক আহ্মদী এ দেশের অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাগরিক এবং এ দেশকে ভালোবাসে; আর এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষার কারণে, যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ।* ইসলামের শিক্ষার আরো বিশদ ব্যাখ্যা এবং এর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন আহ্মদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, যাকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) ও বর্তমান যুগের সংস্কারক হিসাবে বিশ্বাস করে থাকি।

তিনি বলেন যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁর এ দাবির ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর উপর দুটি দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। একটি হল খোদার অধিকার আর একটি খোদার সৃষ্টির অধিকার। তিনি আরো বলেন যে, খোদার সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার বিষয়টি এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন একটি চ্যালেঞ্জ।**

---

* তফসীরে হাক্কী, সূরা আল কাসাস : ৮৬, ফতহুল বারী ফী শরহে সহীহ আল বুখারী, বাব কওলুল্লাহি তা'লা ওয়া'তুল বুইউতা..... এবং তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী শরহে জামি আত্-তিরমিযি, বাব মা ইয়া'কুল।

** মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩২৬।

খিলাফত নিয়ে আপনাদের এ শঙ্কা থাকতে পারে যে, একটি সময় আসতে পারে যখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে এবং এ ধরণের নেতৃত্বের ফল স্বরূপ যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হবে। তথাপি আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আল্লাহ্ চাহেন তো আহ্মদীয়া খিলাফত সর্বদা এই পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্যের পতাকাবাহী হিসেবে পরিচিত থাকবে, এবং সদস্যগণ নিজ নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর উদ্দেশ্যকে বিস্তার দান করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আহ্মদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ খিলাফতকে নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এ খিলাফত, এ সম্প্রদায়ের সদস্যদের দৃষ্টি সেই দুটি অধিকার আদায়ের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে যার জন্য মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এসেছেন, আর এভাবে তারা বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

এখন সময়ের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে আমি মূল বিষয়ে ফিরে আসি। যদি আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিগত কয়েকটি শতাব্দীকে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা লক্ষ্য করি যে, এ সময়ে সংঘটিত যুদ্ধ গুলো প্রকৃত পক্ষে ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না বরং এগুলো মূলতঃ ভৌগলিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতির। এমনকি আজকাল জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল বিরোধ ও সহিংসতা দেখা যাচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করি যে, রাজনৈতিক, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকেই এদের উদ্ভব হচ্ছে।

আমাদের আশঙ্কা যে, আজ ঘটনাবলী যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতিধারা একে একটি বিশ্ব যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কেবল বিশ্বের দরিদ্রতর দেশগুলো নয়, বরং উন্নত দেশগুলোও আজ এ পরিস্থিতির মুখোমুখি। সুতরাং এটা পরাশক্তিগুলোর দায়িত্ব যে তারা যেন আলোচনায় বসে এবং মানবতাকে ধ্বংসযজ্ঞের কিনারা হতে উদ্ধার করে।

ব্রিটেনও ঐ সকল দেশের অন্তর্ভুক্ত যারা উন্নত বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশ গুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তা করেও থাকে। আপনারা যদি চান সমতা ও ন্যায়ের দাবি পূরণ করে বিশ্বকে পথ দেখাতে পারেন।

যদি আমরা নিকট অতীতের দিকে তাকাই, ব্রিটেন বহু দেশের উপর রাজত্ব করেছে বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে ন্যায় বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার এক উঁচু মান প্রতিষ্ঠা করেছে। আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ের সাক্ষী, এবং আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা (আঃ) ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতিসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যখন আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা (আঃ) মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তাঁর হীরক জয়ন্তীতে অভিনন্দন বার্তা পাঠান এবং তাঁকে ইসলামের বাণী পৌঁছান, তিনি বিশেষ দোয়া করেন যেন সর্বশক্তিমান খোদা ব্রিটিশ সরকার যেভাবে ন্যায়বিচার ও সমতার দাবী পূরণ করে থাকে, তা দৃষ্টিপটে রেখে খোদাতা'লা যেন তাদেরকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করেন।

অতএব, আমাদের ইতিহাস সাক্ষী যে, যখনই ব্রিটেন ন্যায়-বিচার করেছে, আমরা সব সময় তা স্বীকার করেছি, আর আমরা আশা করি যে, ভবিষ্যতেও সর্বদা ন্যায়-বিচার ব্রিটিশ সরকারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বজায় থাকবে, কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নয় বরং সকল ক্ষেত্রে, এবং কোনদিন যেন আপনাদের অতীত গুণাবলী আপনারা বিস্মৃত না হন।

আজ বিশ্বে বড় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। আমরা দেখি একদিকে ক্ষুদ্র পরিসরে যুদ্ধ সমূহের সূত্রপাত হচ্ছে, আর একদিকে পরাশক্তিগুলো দাবি করছে যে, তারা শান্তি প্রচেষ্টায় রত এবং তা প্রতিষ্ঠা করছে। যদি ন্যায়ের দাবি পূরণ করা না হয় তবে, এসকল স্থানীয় যুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডের শিখা বিস্তার লাভ করে সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করতে পারে। সুতরাং, আপনাদের কাছে আমার বিনম্র আবেদন যে, বিশ্বকে এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করুন।

এখন আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করব বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কি, বা কিভাবে এই শিক্ষা সমূহের আলোকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এটি আমার প্রার্থনা যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ বাণীর প্রথম সম্বোধিত যারা- অর্থাৎ মুসলমানেরা- যেন এর উপর কার্য সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু, এর পাশাপাশি এটি বিশ্বের সকল দেশ,

সকল পরাশক্তি ও সকল সরকারের দায়িত্ব যে, সে অনুসারে কার্য সম্পাদন করা।

আজকের এ যুগে যখন পৃথিবী আক্ষরিক অর্থেই এক বিশ্ব পল্লীতে রূপান্তরিত হয়েছে এমনভাবে যা অতীতে অকল্পনীয় ছিল, আমাদের জন্য আবশ্যক যে, আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্বকে অনুধাবন করি এবং মানবাধিকারের ঐ সকল সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করি যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। স্পষ্টতঃ এ প্রচেষ্টার ভিত্তি হতে হবে ন্যায়-নীতি এবং সু-বিচারের দাবিকে পূর্ণ করা।

আজকের সমস্যাগুলোর মধ্যে এটি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে ধর্মের কারণে উদ্ভূত হয়েছে। মুসলমানদের কতিপয় গোষ্ঠি অবৈধ উপায় ও আত্মঘাতী বোমা ব্যবহার করে, ধর্মের নামে সামরিক ও বেসামরিক অমুসলিমদের হত্যা ও ক্ষয়-ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি নিরীহ মুসলমান ও শিশুদের পর্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এ নিষ্ঠুর আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে একান্ত অগ্রহণযোগ্য।

কতিপয় মুসলমানের এ ঘৃণ্য আচরণের ফলে অমুসলিম দেশসমূহে সম্পূর্ণ এক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফল স্বরূপ সমাজের এক শ্রেণী প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছে, আর অন্যরা, যদিও প্রকাশ্যে কথা বলছে না, নিজ অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করছে না। এটি পশ্চিমা তথা অমুসলিম দেশসমূহের মানুষের হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে, আর গুটিকতক মুসলমানের এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে, অমুসলিমদের প্রতিক্রিয়া দিন দিন মন্দের দিকে যাচ্ছে।

(পশ্চিমা বিশ্বের) এ ভুল প্রতিক্রিয়ার একটি প্রাথমিক পর্যায়ের উদাহরণ হল ইসলামের মহানবী (সাঃ) এর চরিত্র এবং মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের উপর আক্রমণ। এ বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য কতিপয় দেশ থেকে ভিন্ন, আর এজন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এভাবে কারো অনুভূতিতে আঘাত করার ফলে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ বাড়ানো ছাড়া কি লাভ হতে পারে? এ ঘৃণাই কিছু চরমপন্থি মুসলমানকে ‘অনৈসলামিক’

কর্মে প্ররোচিত করে, যা পালাক্রমে আবার কিছু সংখ্যক অমুসলিমকে তাদের বিদ্বেষ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

কিন্তু, যারা চরমপন্থি নন আর গভীরভাবে ইসলামের মহানবী (সাঃ) ভালোবাসেন তারা এ আক্রমণ সমূহে গভীরভাবে মর্মাহত হন, আর শিরভাগে রয়েছে আহ্‌মদীয়া জামাত। আমাদের একমাত্র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিশ্বের সামনে মহানবী (সাঃ)-এর অনুপম চরিত্র ও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে তুলে ধরা। আমরা, যারা সকল নবী (আঃ)-এর সম্মান ও শ্রদ্ধা করি এবং তাদের সকলকে খোদাতা'লার প্রেরিত পুরুষ বলে বিশ্বাস করি, কখনও তাদের কারোও প্রতি অসৌজন্য মূলক কোন উক্তি উচ্চারণ করতে পারি না। কিন্তু, আমরা গভীরভাবে ব্যথিত হই যখন আমাদের নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন, অসত্য অভিযোগ আরোপ করা হয়।

আজকাল যখন বিশ্ব পুনরায় ব্লকে বিভক্ত হচ্ছে, চরমপন্থি মনোভাব তীব্রতর হচ্ছে, আর অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত মন্দের দিকে যাচ্ছে, তখন সকল প্রকার ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করে শান্তির ভিত্তি স্থাপন অত্যাবশ্যক। এটা কেবল একে অপরের সকল প্রকার আবেগ-অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখার মাধ্যমেই সম্ভব। যদি তা সঠিকভাবে, আন্তরিকতার সাথে এবং প্রকৃত সদুদ্দেশ্য নিয়ে না করা হয়, তবে তা (বিরাজমান অস্থিরতা) বাড়তে বাড়তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

আমি কৃতজ্ঞ যে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর পশ্চিমা দেশগুলো উদারতার সাথে দরিদ্র বা অনুন্নত দেশের মানুষকে তাদের দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছে, আর তাদের মধ্যে মুসলমানেরাও রয়েছে। প্রকৃত ন্যায়-বিচারের দাবি এই যে, এদের আবেগ-অনুভূতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতিও সম্মান দেখানো হয়। এটাই সেই পথ যেটিতে মানুষের মনের শান্তি বজায় থাকবে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন ব্যক্তি পর্যায়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত হয় তখন সামাজিক পর্যায়েও মনের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি আমি ব্রিটিশ সাংসদ ও রাজনীতিবিদদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তাঁরা ন্যায়ের দাবি পূরণ করেছেন এবং এ বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করেন নি। বস্তুতঃ এটিই ইসলামের শিক্ষা যা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে যে,

'ধর্মের বিষয়ে কোন জোর-জবরদস্তি নাই'.. (২ : ২৫৭)

এ আদেশ কেবল এ আপত্তিরই খন্ডন করে না যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচার করা হয়েছিল, পরন্তু, মুসলমানদের এ কথাও বলে দেয় যে কারো ঈমানের গ্রহণ যোগ্যতা সেই ব্যক্তি এবং তার খোদার মধ্যে একটি বিষয়, আর এ বিষয়ে কোনভাবে কারো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রত্যেকের জন্য অনুমতি আছে তার নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করার এবং নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার। তবে, যদি ধর্মের নামে এমন কোন রীতি পালন করা হয় যা অন্যের ক্ষতি করে আর দেশের আইনের বিরুদ্ধে যায়, তখন রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারীগণ ব্যবস্থা নিতে পারেন, কেননা যদি কোন ধর্মে কোন নিষ্ঠুর রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত থাকে তবে তা খোদাতা'লার কোন নবীর শিক্ষা হতে পারে না।

স্থানীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি স্থাপনে এটাই মৌলিক নীতি।

উপরন্তু, ইসলাম আমাদের শেখায় যে, যদি তোমার ধর্ম পরিবর্তনের কারণে কোন সমাজ, বা কোন গোত্র, বা কোন সরকার তোমার ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে, আর এর পরবর্তীতে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে তোমার অনুকূলে চলে আসে, তাহলে সর্বদা মনে রাখবে যে তাদের প্রতিও তুমি কোন প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ রাখবে না। তুমি তখন প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তাও করবে না, বরং ন্যায়-বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করবে। পবিত্র কোরআনে বলে,

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়-পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়-বিচার না কর। তোমরা সু-বিচার করো ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।' (৫:৯)

এটিই সমাজে শান্তির জন্য শিক্ষা। কখনও ন্যায়-বিচার পরিত্যাগ করবে না- নিজের শত্রুর ক্ষেত্রেও না। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এ শিক্ষার অনুসরণ করা হয়েছে আর ন্যায়-বিচারের সকল দাবি পূরণ করা হয়েছে। আমি (আজ) অনেকগুলো উদাহরণ দিতে পারব না, কিন্তু, ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, মক্কা বিজয়ের পরে মহানবী (সাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের কারোও প্রতি কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, যারা তাঁর উপর নিদারুন নির্যাতন করেছিল আর তাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস বজায় রাখার ও পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজ, শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন শত্রুর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে ন্যায়ের সকল দাবি পূরণ করা হয়, কেবল ধর্মীয় চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেই নয় বরং অন্য সকল ক্ষেত্রেও। আর কেবল এরূপ শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

গত শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এর পিছনে যে কারণই থাকুক না কেন, যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে দেখি, কেবল একটি কারণ সবার উপরে মাথা চাড়া দিয়ে থাকে আর তা এই যে প্রথম বার যথাযথ ভাবে ন্যায়-বিচারের দাবি পূরণ করা হয় নি। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, যাকে নির্বাপিত আগুন মনে করা হয়েছিল, তা কেবল ধামাচাপা দেওয়া আগুন সাব্যস্ত হল যা মৃদু মৃদু জ্বলছিল, আর পরিণামে লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হল এবং দ্বিতীয়বার পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে ফেলল।

আজ, অস্থিরতা বাড়ছে আর যুদ্ধসমূহ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ সমূহ আর একটি বিশ্বযুদ্ধের পথ রচনা করছে। সর্বোপরি বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী এ পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তোলার কারণ হবে।

পবিত্র কোরআন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সুবর্ণ নীতি বর্ণনা করেছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, লোভে শত্রুতা বৃদ্ধি পায় কখনও এটা নিজ ভৌগলিক সীমারেখার সম্প্রসারণে প্রকাশ পায়, আর কখনও বা প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ করায়ত্ব করার মধ্য দিয়ে, আর কখনও কেবলমাত্র অন্যের উপর নিজ আধিপত্তের নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এর ফল স্বরূপ

নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে-তা নির্দয় স্বৈরশাসকদের হাতে হোক, যারা নিজ জনগণের অধিকার হরণ করে এবং নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আধিপত্ত প্রতিষ্ঠা করে থাকে, বা কোন আগ্রাসী শক্তির হাতে যারা বাইরে থেকে দেশে প্রবেশ করে। কখনও নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত মানুষের কান্নার রোল বহির্বিশ্বের কানেও গিয়ে পৌঁছে।

এতে যাই হোক না কেন, আমাদের মহানবী (সাঃ) এ সোনালী শিক্ষা দিয়েছেন যে, অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী উভয়কে সাহায্য কর।

মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন যে, একদিকে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো তারা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, "তার হাতকে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে, কেননা অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন তাকে খোদার শাস্তির পাত্র বানিয়ে দেয়।" * সুতরাং তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতম পরিসর (ব্যক্তি সত্ত্বা)-কে ছাড়িয়ে এ নীতি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

> **'এবং যদি মোমেনদের দুই দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাদের উভয়ের মধ্য হতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি সে ফিরে আসে, তাহলে তোমরা উভয়ের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং সু-বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (৪৯:১০)**

যদিও এ শিক্ষা মুসলমানদের সম্পর্কে, তবে এ নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি রচনা করা সম্ভব।

শুরুতেই বলা হয়েছে, শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রথম শর্ত হল ন্যায়ের

---

* সহীহ্ বুখারী, কিতাবুর ইকরা, বাব ইয়ামীনির রাজুলি লি সাহিবিহী...হাদীস নং-৬৯৫২

প্রতিষ্ঠা। আর যদি ন্যায়বিচারের নীতি অবলম্বন সত্ত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে একতাবদ্ধ হও এবং সমবেতভাবে ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং লড়তে থাক যতক্ষণ না সেই সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষ শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়। একবার যখন তারা শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন ন্যায়-বিচারের দাবি হল : সেই অত্যাচারির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ, কিন্তু, এর পাশাপাশি তার অবস্থার উন্নয়নের দিকে চেষ্টা কর।

আজ বিশ্বের কোন কোন দেশে বিদ্যমান অস্থিরতার অবসান করতে হলে-আর দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলিম দেশ অগ্রগণ্য- বিশেষ করে ভেটো প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী দেশগুলোর বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করা উচিত যে, সেখানে সঠিকভাবে ন্যায়বিচার প্রয়োগ করা হয়েছে কি না। যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিই সাহায্যের আবেদন করা হয়।

যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, আমরা সাক্ষ্য দিই যে, ব্রিটিশ সরকারের ইতিহাস এই যে, তারা সর্বদা ন্যায়কে সমুন্নত রেখেছে আর এ কারণেই আমি এ বিষয়গুলোর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

আর একটি নীতি যা বিশ্বে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের শেখানো হয়েছে তা হল অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি না দেওয়া পবিত্র কোরআন বলে,

> **“আর আমরা তাদের মধ্য হতে কতক লোককে পার্থিব সৌন্দর্যের যা কিছু উপকরণ উপভোগ করতে দিয়েছি তার প্রতি তুমি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না। (কারণ এসব তাদের এজন্য দেওয়া হয়েছে) যেন আমরা তা দিয়ে তাদের পরিক্ষা করি।”...(২০:১৩২)**

অন্যের সম্পদের প্রতি ঈর্ষা ও লোলুপ দৃষ্টি পৃথিবীতে অস্থিরতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, যেভাবে বাগ ধারায় বলা হয় Keeping up with the Joneses (অমুক বাড়ির সঙ্গে তাল মিলানো)-এর ফলে [পার্থিব সম্পদের] সীমাহীন লালসার উদ্ভবে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। জাতিতে জাতিতে লালসার প্রতিযোগিতার সূচনা হয়েছে

এবং তা বিশ্ব-শান্তিকে বিনষ্ট করেছে। এটি ইতিহাস হতে প্রমাণিত আর যে কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এ বিষয়টি যাচাই করে অনুধাবন করতে পারেন যে অন্যের সম্পদ দখলের বা হরণের আকাঙ্খা, ঈর্ষা ও লালসাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে দেয় এবং পরিণামে ক্ষতির কারণ হয়।

এ জন্যই সর্ব শক্তিমান খোদা বলেন যে, কারো দৃষ্টি তার নিজ সম্পদের দিকে রাখা উচিত এবং এ থেকে কল্যাণ লাভ করা উচিত। অন্যের ভূ-খণ্ড দখলের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল সেই ভূ-খন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হওয়া। জাতি সমূহের গ্রুপিং এবং ক্ষমতার বিভিন্ন ব্লক তৈরী করার উদ্দেশ্য হল কিছু দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অংশ লাভ করা। এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন লেখক রয়েছেন, যারা ইতোপূর্বে বিভিন্ন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন, যারা এ সম্পর্কে তাদের বইয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে কোন কোন দেশ অন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ লাভের প্রয়াসী হয়। সেই লেখকগণ কতটা সত্যবাদী তা তারাই ভালো জানেন; আর খোদাতা'লা ভালো জানেন, কিন্তু এ সব বিবরণ পড়ে যে চিত্র সামনে আসে তা সেই সকল ব্যক্তি যারা নিজ দেশকে ভালোবাসেন, তাদের অন্তরে নিদারুণ মর্মপীড়ার জন্ম দেয়, আর এটি সন্ত্রাসবাদের প্রসার এবং গণবিদ্ধংসী অস্ত্রের প্রতিযোগিতার এক বড় কারণ।

আজকাল বিশ্ববাসী নিজেদেরকে অতীত অপেক্ষা অধিক সংযত ও শিক্ষিত বলে মনে করে। এমনকি গরীব দেশগুলিতেও এমন মেধাবী ব্যক্তিরা রয়েছেন যারা নিজ নিজ বিষয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাব্যস্ত করেছেন। বিশ্বের বড় বড় গবেষণা কেন্দ্রে অসাধারণ মেধাবী সব মানুষেরা সমবেতভাবে কাজ করে থাকেন। এ রকম পরিস্থিতিতে এটা মনে করাই স্বাভাবিক যে, মানুষ একতাবদ্ধ হবে আর সমবেতভাবে অতীতের ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে সরে আসবে এবং ভুল সমূহের পরিসমাপ্তি ঘটাবে যেগুলির ফলে পারস্পরিক বিদ্বেষের উদ্ভব হয়েছে আর পরিণামে প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ সমূহ সংঘটিত হয়েছে। খোদা প্রদত্ত আমাদের মেধাও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে মানবতার উন্নতি সাধনে ও একে অন্যের সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য উপায়ে কল্যাণ লাভের পথ নির্দ্ধারণ করার কাজে ব্যয় করা উচিত ছিল।

খোদাতা'লা প্রত্যেক দেশকে প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন, যার যথাযথ ব্যবহারে বিশ্বকে এক শান্তিধামে পরিণত করা উচিত ছিল। খোদাতা'লা অনেক দেশকে বিভিন্ন ধরণের ফসল ফলানোর উপযোগী জলবায়ু ও পরিবেশ দিয়েছেন। যদি যথাযথ পরিকল্পনার সাথে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি অবলম্বন করা হত, তবে অর্থনীতিও শক্তিশালী হত আর পৃথিবীর বুক থেকে ক্ষুধাকেও মিটিয়ে ফেলা যেত।

ঐ সকল দেশ, যাদেরকে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাদেরও নিজ উন্নয়ন সাধনে আর ন্যায্যমূল্যে মুক্তভাবে বানিজ্য করার সুযোগ দেওয়া উচিত। আর এক দেশের সম্পদ থেকে অন্য দেশের ও কল্যাণলাভ করা উচিত। আর এটিই হত আল্লাহ্‌তা'লার পছন্দকৃত সঠিক পথ।

সর্বশক্তিমান খোদা তার রসূলগণকে মানুষের কাছে এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়ে থাকেন যেন তাদেরকে সেই পথ প্রদর্শন করা হয়, যা তাদেরকে খোদার নৈকট্য দান করবে। একই সাথে খোদাতা'লা এও বলেন যে, বিশ্বাসের বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। আমাদের ধর্মমতে মৃত্যুর পরে পুরস্কার আর শাস্তির বিষয় তো আছেই; তবে খোদাতা'লা যে ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন তার অধীনে, যখন তাঁর সৃষ্টির উপর নিষ্ঠুরতার থাবা সম্প্রসারিত করা হয় আর ন্যায় ও নিরপেক্ষতাকে যখন জলাঞ্জলী দেওয়া হয়, তখন প্রকৃতির নিয়মেই এর ফলাফল এ ধরাপৃষ্টে ও প্রকাশ হতে থাকে। এরূপ অন্যায়ের প্রকট প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হতে থাকে, যে প্রতিক্রিয়া ন্যায্য বা অন্যায্য হবে কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

বিশ্বকে জয় করার প্রকৃত পথ এই যে, সকল প্রচেষ্টা অবলম্বন করা উচিত যেন দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করে।

আজকের দিনের একটি ইস্যু হল এই অর্থনৈতিক মন্দা যাকে ক্রেডিট ক্রাঞ্চ (ঋণ সুযোগের সংকোচন) হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। এটা শুনতে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু সকল প্রমাণাদি এই একটি সত্যের দিকেই ইশারা করে। পবিত্র কোরআন আমাদেরকে এ বলে পথ দেখায় যে, সুদ (বা সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) এড়িয়ে চল, কেননা সুদ এমন এক অভিশাপ যা আমাদের পারিবারিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য বিপজ্জনক। আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে সুদ

গ্রহণ করে, সে একদিন ঐরূপ একজনের ন্যায় হয়ে যাবে যাকে শয়তান তার প্রভাবে উন্মাদ করে দিয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে যে, এরূপ পরিস্থিতি এড়াতে সুদে লগ্নি করা বন্ধ কর, কেননা যে অর্থ তোমরা সুদে লাভ কর তা তোমাদের সম্পদকে বাড়ায় না, যদিও বাহ্যতঃ তা বাড়ছে বলে মনে হয়। সন্দেহাতীতভাবে একটা সময় আসে যখন এর প্রকৃত প্রভাব সমূহ উন্মোচিত হয়। উপরন্তু, আমাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে আমাদের জন্য সুদের ব্যবসা নিষিদ্ধ, আর এভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তুমি তা কর, তবে তা হবে খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

এ বিষয়টি আজকের ক্রেডিট ক্রাঞ্চ থেকে স্পষ্ট। শুরুতে এমন ব্যক্তিরা ছিলেন যারা অর্থ ঋণ করে সম্পদ ক্রয় করতেন; কিন্তু সেই সম্পত্তির মালিকানা লাভের পূর্বেই তারা ঋণভারে জর্জরিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতেন। কিন্তু আজ সরকারগুলো এরূপ ঋণের ভারে পিষ্ট আর মনে হয় এ পথে [অর্থাৎ ঋণ নেওয়ার বিষয়ে] তারা এক প্রকার উন্মাদনায় মত্ত। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে গেছে। কিছু ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে বা তাদেরকে [বাইরে থেকে] উদ্ধার করা হয়েছে। আর এ পরিস্থিতি প্রত্যেক দেশে বিদ্যমান-হোক ধনী বা দরিদ্র। আপনারা এ সংকট সম্পর্কে আমার চেয়ে ভালো জানেন। যারা নিজেদের সঞ্চয় জমা করে রেখেছিল তাদের অর্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন সরকারগুলোর উপর নির্ভর করছে কিভাবে এবং কতটুকু তাদেরকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু ইত্যবসরে অধিকাংশ দেশের পরিবারগুলোর, ব্যবসায়ীগণের আর রাষ্ট্র পরিচালকদের মনের শান্তি বিনষ্ট হতে তেমন কিছু বাকি নেই।

এ পরিস্থিতি কি আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে না যে বিশ্ব সেই যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসরমান যা সম্পর্কে অনেক পূর্বেই সতর্ক করা হয়েছে? খোদাতা'লা ভালো জানেন যে এ অবস্থার আর কি পরিণাম প্রকাশিত হবে।

সর্বশক্তিমান খোদা বলেন, শান্তির দিকে আসো, যা কেবল তখনই নিশ্চিত হবে যখন বাণিজ্য সুস্থ ও স্বচ্ছ হবে আর সম্পদ সমূহ যথাযথ এবং ন্যায়

সঙ্গতভাবে আহরণ ও ব্যবহার করা হবে।

এখন আমি আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানতে এ কথা স্মরণ করাতে চাই যে বিশ্বের প্রকৃত শান্তি খোদাতা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে নিহিত। খোদাতা'লা বিশ্ববাসীকে এ বিষয় অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। কেবল তখনই তারা অন্যের অধিকার আদায়ে সমর্থ হবে।

পরিশেষে আজ এখানে উপস্থিত হয়ে আমার দুটো কথা শোনার জন্য আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ।

ISLAM'S TEACHINGS OF LOYALTY AND LOVE FOR ONE'S NATION

MILITARY HEADQUARTERS
KOBLENZ, GERMANY, 2012

Brigadier General Alois Bach of
the German Federal Army
with Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

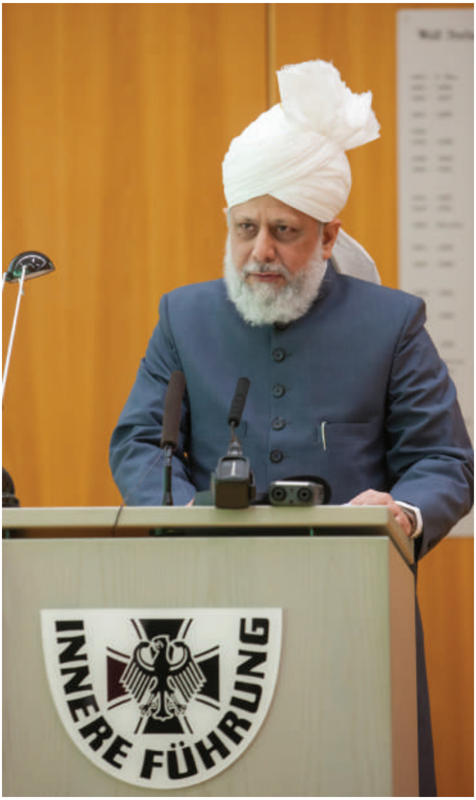

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] addressing
the German Federal Army

1.

2.

3.

4.

1. Colonel Ulrich, 2. Brigadier General Bach, 3. Colonel Trautvetter, and 4. Colonel I.G. Janke, meeting Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

নিজ জাতির জন্য আনুগত্য ও ভালোবাসার ইসলামি শিক্ষা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতাহু-আল্লাহ্‌তা'লার শান্তি ও রহমত আপনাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক।

আমি প্রথমেই আপনাদের সদর দপ্তরে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনাদের মাঝে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হিসাবে আমি আপনাদের নিকট ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে চাই। তবে, এটি এত ব্যাপক একটি বিষয় যে, কেবল একটি অনুষ্ঠানে বা সংক্ষিপ্ত সময়ে এর সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নয়। তাই এটা আবশ্যক যে, আমি ইসলামের একটি দিক নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকি এবং আপনাদেরকে সে সম্পর্কে বলি।

ইসলামের কোন দিকটি নিয়ে আমি বক্তব্য রাখবো এ নিয়ে যখন চিন্তা করছিলাম, তখন এখানে জার্মানীতে আমাদের সম্প্রদায়ের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ্‌ ওয়াগিস হাউজার সাহেবের কাছ থেকে আমার কাছে একটা অনুরোধ আসে, যাতে তিনি আমাকে নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কীয় ইসলামি শিক্ষার উপর আলোচনা করতে অনুরোধ জানান। এটি আমাকে আমার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। তাই, আমি এখন আপনাদের নিকট এ সম্পর্কিত ইসলামি শিক্ষার কিছু নির্দিষ্ট দিক সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

'নিজ দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা' - এই কথাগুলো বলতে বা শুনতে খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই কয়েকটি শব্দের মাঝে অনেক ব্যাপক, সুন্দর ও সুগভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। আসলেই, এই শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ কী এবং এর পূরণের জন্য কী দরকার তা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করা সত্যিই বড় কঠিন। যাহোক

আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার উপর ইসলামি ধারণা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যে, ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে একজন ব্যক্তির কথা ও কাজে কোন প্রকারের দ্বৈততা বা কপটতা থাকা উচিত নয়। প্রকৃত বিশ্বস্ততার জন্য অন্তরিকতা ও সাধুতার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এর জন্য দরকার একজন মানুষ বাইরে যা প্রকাশ করে অন্তরেও তার অবস্থা একই রকম যেন হয়। জাতীয়তার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য যে কোন দেশের একজন নাগরিকের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে, সে তার দেশের প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে এটা কোন বিবেচ্য বিষয় নয় যে, সে একজন জন্মগত নাগরিক কিম্বা তার জীবনে পরবর্তীতে অভিবাসন বা অন্য কোন উপায়ে নাগরিকত্ব অর্জন করেছে কিনা।

বিশ্বস্ততা একটি মহৎ গুণ, আর যারা এই গুণটি সর্বোচ্চ মাত্রায় এবং সর্বোত্তম মর্যাদায় প্রদর্শন করেছিলেন তারা হলেন আল্লাহ্‌র নবীগণ। খোদার সাথে তাদের ভালোবাসা এবং বন্ধন এত শক্তিশালী ছিল যে তারা সব ক্ষেত্রে যাই ঘটুক না কেন তার আদেশকে সামনে রেখেছেন এবং তা পুরোপুরিভাবে পালনের প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এটি তাঁর প্রতি তাদের অঙ্গিকার এবং তাদের বিশ্বস্ততার নিখুঁত মানের পরিচয় বহন করে। তাই, তাদের বিশ্বস্ততার এই মানকে আমাদের উদাহরণ এবং আদর্শ হিসাবে নেওয়া উচিত। যাহোক, সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে 'বিশ্বস্ততা'-র আসল অর্থ কী তা বোঝা প্রয়োজন।

ইসলামি শিক্ষা অনুসারে, 'বিশ্বস্ততা'-র সংজ্ঞা এবং প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সকল স্তরে এবং সর্বাবস্থায় যত কষ্টই হোক না কেন কারো অঙ্গিকার ও চুক্তিসমূহকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পূর্ণ করা। বিশ্বস্ততার এই সত্যিকারের মান ইসলাম দাবি করে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদেরকে তাদের অঙ্গিকার ও চুক্তিকে অবশ্যই পূরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা তাদের দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতির জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদেরকে তাদের সকল অঙ্গিকার পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নিজ নিজ গুরুত্ব অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত আছে

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারসমূহ এবং অন্যান্য সকল অঙ্গীকার যাতে তারা আবদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে, মানুষের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যেহেতু মুসলমানরা দাবি করে যে আল্লাহ্ এবং তাঁর ধর্ম তাদের নিকট সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার অঙ্গিকার প্রথমে অগ্রাধিকার পাবে, এবং খোদার প্রতি অঙ্গীকারকে তারা অন্য সকল কিছুর উপর মূল্য দেবে আর তা পূরণের জন্য তারা সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে। সেজন্য এই বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, একজন মুসলমানের তার দেশের প্রতি যে বিশ্বস্ততা এবং দেশের আইনের প্রতি তার আনুগত্যের যে অঙ্গীকার তা কেবল তার জন্য গৌণ গুরুত্ব রাখে। তাই সে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দেশের প্রতি তার অঙ্গীকারকে জলাঞ্জলী দিতে প্রস্তুত থাকতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রথমতঃ আপনাদের জানাতে চাই যে, হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। তাই আন্তরিক দেশপ্রেম ইসলামের একটি আবশ্যকীয়তা। আল্লাহ্ এবং ইসলামকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে চাইলে একজন ব্যক্তির নিজ দেশের প্রতিও ভালোবাসা রাখা দরকার। এটা তাই খুব সুস্পষ্ট যে কোন ব্যক্তির আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা এবং তার দেশের প্রতি ভালোবাসার মাঝে স্বার্থের কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। যেহেতু নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ইসলামের একটি অংশ করে নেওয়া হয়েছে, তাই এটা সুস্পষ্ট যে একজন মুসলমানের তার বেছে নেওয়া দেশের প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটা খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর এবং তাঁর নিকটতর হওয়ার একটি মাধ্যম। তাই এটা অসম্ভব যে একজন সত্যিকারের মুসলমান খোদার প্রতি যে ভালোবাসা রাখে তা তার দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সত্যিকারের ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কখনও বাঁধা বা প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কিছু দেশে দেখতে পাই যে সেখানে ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে এমন কি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হচ্ছে। তাই আর একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যে সকল লোক

তাদের রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতনের শিকার তারা কি তারপরও তাদের জাতি এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে? অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, পাকিস্তানে এ রকম অবস্থা বিরাজমান যেখানে সরকার প্রকৃতপক্ষে আমাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আইন পাস করেছে। এ সকল আহ্‌মদী-বিরোধী আইন সেখানে কার্যকারীভাবে আরোপিত। এভাবে পাকিস্তানে, সকল আহ্‌মদী মুসলমানকে সরকারীভাবে আইনের মাধ্যমে 'অমুসলমান' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই তাদের জন্য সেখানে তাদের নিজেদেরকে 'মুসলমান' বলে দাবি করা নিষিদ্ধ। এছাড়া পাকিস্তানে আহ্‌মদীদের জন্য মুসলমানের মত করে ইবাদত করা নিষিদ্ধ বা এমন কোন ইসলামি অনুষ্ঠান বা প্রথা পালন করা নিষিদ্ধ যা তাদেরকে মুসলমান হিসাবে শনাক্ত করতে পারে। এভাবে পাকিস্তানে রাষ্ট্র নিজে থেকেই আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে ইবাদত করার মৌলিক মানবাধিকার হতে বঞ্চিত রেখেছে।

এই পরিস্থিতি সামনে রেখে এ প্রশ্নের উদয় হওয়া খুব স্বাভাবিক যে কিভাবে আহ্‌মদী মুসলমানরা এই অবস্থাতে দেশের আইন অনুসরণ করে? তারা কিভাবে তাদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে যেতে পারে? এখানে আমার এটা স্পষ্ট করা উচিত যে, যেখানে এ ধরণের চরম পরিস্থিতি বিরাজমান সেখানে আইন এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা দুইটি ভিন্ন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আহ্‌মদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয় যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের জন্য নির্ধারণ করে এবং ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি থাকা উচিত না। তাই যখন রাষ্ট্রীয় আইন এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে আসে, নিঃসন্দেহে এটা কঠিন নিষ্ঠুরতা এবং নির্যাতনের কাজ। বাস্তবে, এ ধরনের রাষ্ট্র-অনুমোদিত নির্যাতন, যা বিভিন্ন যুগে ঘটেছে, বেশীরভাগ মানুষের দ্বারা নিন্দিত হয়ে আসছে।

আমরা যদি ইউরোপের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এই মহাদেশের লোকেরাও এ ধরনের ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছে, আর এর ফলে, বহু সহস্র লোককে এক দেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যেতে হয়েছে। সকল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক, সরকার ও সাধারণ

মানুষ একে নির্যাতন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর হিসাবে গণ্য করেছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে ইসলাম সমর্থন করে যে যেখানে নির্যাতন সকল সীমা অতিক্রম করে যায় এবং অসহনীয় হয়ে পড়ে তখন সে সময়ে একজন ব্যক্তির উচিত সেই শহর বা দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থানে চলে যাওয়া যেখানে সে শান্তিপূর্ণভাবে তার ধর্ম পালন করতে স্বাধীন। তবে, এ পথ নির্দেশনার পাশাপাশি ইসলাম এটিও শিক্ষা দেয় যে, কারো কোন অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত না এবং না তার উচিত তার দেশের বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়া। এটা ইসলাম প্রদত্ত একটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ।

চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদী পাকিস্তানে বাস করে চলেছে। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরূপ চলমান বৈষম্য এবং নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, তারা দেশের সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সত্যিকারের আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। যেখানেই তারা কর্মরত থাকুক না কেন বা যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, তারা জাতির উন্নয়ন এবং সাফল্যে সাহায্যের চেষ্টায় অবিরতভাবে নিয়োজিত। কয়েক দশক ধরে, আহমদীয়াতের বিরোধীরা এই অভিযোগের চেষ্টা করে আসছে যে, আহ্‌মদীরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত নয়, কিন্তু তারা কখনো এটা প্রমাণ করতে পারে নি বা তাদের দাবির সমর্থনে কোন দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে নি। বরং সত্য হচ্ছে যখনই পাকিস্তানের জন্য, তাদের দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়েছে, আহ্‌মদী মুসলমানরা সব সময় সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের জন্য সকল প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়েছে।

নিজেরা আইনের শিকার এবং লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও আহ্‌মদী মুসলমানরাই অন্য যে কারো চেয়ে ভালোভাবে দেশের আইন অনুসরণ করে এবং মেনে চলে। এর কারণ হচ্ছে তারা সত্যিকারের মুসলমান, সত্যিকারের ইসলাম তারা অনুসরণ করে। বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন প্রদত্ত আর একটি শিক্ষা হচ্ছে মানুষের সে সকল জিনিস থেকে দূরে থাকা উচিত যা অশোভন, অবাঞ্ছিত এবং যা যে কোন প্রকারের বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। ইসলামের একটি সুন্দর ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি পরিণতির চূড়ান্ত বিন্দু, যেখানে ফলাফল অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেবল তার প্রতি

আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না; বরং, এটা আমাদেরকে প্রতিটি ছোট বিষয় সম্পর্কেও সতর্ক করে, যা প্রাথমিক ধাপ হিসাবে কাজ করে মানব জাতিকে বিপদ-সঙ্কুল পথে চালিত করে। তাই ইসলামের নির্দেশনা যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায়, তাহলে যেকোন বিষয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে এর গোড়াতেই সমাধান করা সম্ভব।

উদাহরণ স্বরূপ, একটা বিষয় যা দেশের চরম ভাবে ক্ষতি করতে পারে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক লোভ-লালসা। প্রায়শঃই মানুষ পার্থিব আকাঙ্খার কবলে পড়ে যায় যা ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর এ রকম বাসনা তাদেরকে পরিণামে অবাধ্য আচরণের পথে পরিচালিত করে। এভাবে এই বিষয়গুলো চূড়ান্তভাবে নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কারণ হতে পারে। এর কিছুটা ব্যাখ্যা আমি করে নিই। আরবীতে মানুষের সে সকল কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়ার জন্য 'বাগা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা তাদের দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। এটা তাদেরকে বোঝায় যারা ভুল কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে বা যারা অন্যদের ক্ষতি করে। এতে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা জালিয়াতি করে এবং অবৈধ বা অন্যায় উপায়ে কিছু অর্জনের চেষ্টা করে। এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা সব সীমা অতিক্রম করে এবং ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হয়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যে সকল লোক এরূপ কাজ করে তাদের কাজ থেকে বিশ্বস্ততার আচরণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে না, কেননা বিশ্বস্ততা উঁচুমাপের নৈতিক গুণাবলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। উচ্চ নৈতিক মান ছাড়া বিশ্বস্ততা থাকতে পারে না আর বিশ্বস্ততা ছাড়া উচ্চ নৈতিক মান থাকতে পারে না। যদিও এটা সত্য যে, উঁচু নৈতিক মান সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কিন্তু, ইসলাম ধর্মে এটি আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকে ঘিরেই আবর্তন করে। তাই, মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব সময় এমন ভাবে কাজ করার যা তাঁর সন্তুষ্টির কারণ হয়। সংক্ষেপে, ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী সর্বশক্তিমান খোদা সকল প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহকে নিষেধ করেছে, তা নিজ দেশের বিরুদ্ধেই হোক বা নিজ সরকারের বিরুদ্ধেই হোক। এর কারণ হচ্ছে বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করা জাতির শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, যেখানে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বিরোধিতা চলে,

সেখানে সেটা আন্তর্জাতিক শত্রুতার আগুনকেও উস্‌কে দেয় এবং বহিরাগতদেরকে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুবিধা নিতে উৎসাহিত করে। তাই, নিজ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল বহুদূর প্রসারিত এবং মারাত্মক হতে পারে। এভাবে, যা কিছু জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে তা সেই 'বাগা' শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যার আলোচনা আমি করেছি। এ সমস্ত কিছু মনে রেখে, নিজ জাতির প্রতি আনুগত্যের জন্য একজনের ধৈর্য প্রদর্শনের, নৈতিকতা দেখানোর এবং দেশের আইন অনুসরণের প্রয়োজন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আধুনিক যুগে অধিকাংশ সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত হয়। তাই কোন ব্যক্তি বা দল যদি সরকার পরিবর্তনের ইচ্ছা রাখে, তাহলে তাদের উচিত যথাযথ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই তা করা। তাদের নিজেদের আওয়াজ ব্যালট বাক্সে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে শোনানো উচিত। ব্যক্তিগত পছন্দ বা ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে ভোট দেওয়া উচিত না, বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার এক প্রেরণা নিয়ে নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। জাতির উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে নিজ ভোট প্রদান করা উচিত। সেজন্য, কারো নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে বা কোন প্রার্থী বা দলের নিকট হতে ব্যক্তিগত লাভবান হওয়া যাবে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত না; বরং, একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণভাবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যেখানে সে মূল্যায়ণ করে কোন প্রার্থী বা দল সমগ্র জাতির উন্নয়নে সহায়ক হবে। সরকারের চাবি-কাঠি একটি বড় আমানত এবং তাই এর হস্তান্তর শুধু সেই দলের কাছেই করা উচিত যাকে ভোটার সত্য সত্যই সবচেয়ে বেশী উপযোগী এবং যোগ্য মনে করে। এটাই প্রকৃত ইসলাম এবং এটাই প্রকৃত বিশ্বস্ততা।

বাস্তবিকই আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কোরআনের সুরা ৪, আয়াত ৫৯ এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, কারো পক্ষে আমানতকে কেবল এর উপযুক্ত প্রাপকের নিকট অর্পণ করা উচিত এবং মানুষের মাঝে বিচার করার সময় ন্যায় এবং সততার সাথে ফয়সালা করা উচিত। তাই নিজ জাতির প্রতি বিশ্বস্ততার দাবি হচ্ছে যে, সরকারের ক্ষমতা তাদের নিকট অর্পণ করা উচিত যারা এর সত্যিকারের প্রাপ্য, যাতে করে জাতি উন্নতি করতে

পারে এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতির মাঝে সামনের সারিতে এসে দাঁড়াতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আমরা দেখতে পাই যে, সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণ ধর্মঘট ও প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করে। উপরন্তু, তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে, প্রতিবাদকারীরা রাষ্ট্রের বা বেসরকারী জনগণের সম্পত্তি ও সম্পদের লুট-পাট বা ক্ষতিসাধন করে। যদিও তারা দাবি করে যে এই ধরণের কর্মকাণ্ড তারা ভালোবাসার টানে করছে, কিন্তু সত্য হল যে এ ধরণের কাজের সাথে আনুগত্য বা দেশপ্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, এমনকি যদি প্রতিবাদ বা ধর্মঘট কোন প্রকার অপরাধমূলক ধ্বংসযজ্ঞ বা সহিংসতা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়, তারপরও এর একটা গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে। কেননা প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ হলেও, এর কারণে জাতির অর্থনীতিতে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কোন অবস্থাতেই এধরনের আচরণ জাতির প্রতি বিশ্বস্ততার উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে না। একটি সুবর্ণ নীতি যা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শিখিয়েছেন তা হল সবসময় আমাদের আল্লাহ্‌তা'লা, নবীগণ এবং আমাদের দেশের শাসকদের প্রতি অনুগত থাকা উচিত। এই একই শিক্ষা পবিত্র কোরআনে দেওয়া হয়েছে। তাই এমনকি যেখানে কোন দেশ ধর্মঘট বা প্রতিবাদ করার অনুমতি দেয়, সেখানে এই কর্মকাণ্ড শুধু সেই মাত্রা পর্যন্ত পরিচালনা করা উচিত যার কারণে জাতির বা অর্থনীতির কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়।

আরেকটি প্রশ্ন প্রায়ই উত্থিত হয় যে, মুসলমানরা পশ্চিমা দেশ সমূহের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারে কিনা, আর যদি যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তারা মুসলমান দেশের উপর সামরিক আক্রমণে অংশ গ্রহণ করতে পারে কিনা? ইসলামের একটি অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিষ্ঠুরতার কাজে সাহায্য করা উচিত না। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ যে কোন মুসলমানের চিন্তার সম্মুখে সব সময় থাকা উচিত। যখন একটি মুসলমান দেশ একারণে আক্রান্ত হয় যে দেশটি নিজে থেকে নিষ্ঠুর ও অন্যায় পথে পরিচালিত হচ্ছিল এবং সে প্রথমে আগ্রাসী হয়েছিল, তখন এ রকম পরিস্থিতিতে কোরআন মুসলমান সরকারদেরকে নির্দেশ দেয় যে, তার অত্যাচারী হাত তাদের থামানো

উচিত। এর অর্থ তাদের নিষ্ঠুরতা বন্ধ করা উচিত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। তাই, এরূপ পরিস্থিতিতে নিষ্ঠুরতার ইতি টানার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ অনুমতি দানের যোগ্য। তবে, সেই সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি যদি নিজেদের শুধরায় এবং শান্তির পথ বেছে নেয়, তাহলে প্রতারণা বা মিথ্যা অজুহাতে সেই দেশ বা জনগণের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করা উচিত নয় বা তাদেরকে অধীন করে রাখা উচিত নয়। বরং তাদেরকে পুনরায় তাদের স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তাই কোন কায়েমী স্বার্থ পূরণ না করে বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

একইভাবে, ইসলাম মুসলমান বা অমুসলমান সকল দেশকে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার বন্ধের অধিকার প্রদান করেছে। তাই, প্রয়োজন হলে, কোন অমুসলমান দেশ এ সকল খাঁটি লক্ষ্য অর্জনে মুসলমান দেশ আক্রমণ করতে পারে। সে সকল অমুসলমান দেশের মুসলমানরা তাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে পারে এবং অন্য দেশকে নিষ্ঠুরতা থেকে প্রতিহত করতে পারে। যেখানে এ রকম পরিস্থিতি সত্যিকার অর্থে বিদ্যমান তখন মুসলমান সৈন্যরা যেকোন পশ্চিমা সৈন্যবাহিনীর অংশই হোক না কেন, তাদের আদেশ পালন করা উচিত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয় তাহলে যুদ্ধ করা উচিত। তবে যদি কোন সৈন্যবাহিনী অন্যায়ভাবে অন্য কোন জাতিকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এভাবে অত্যাচারী হয়ে যায়, তখন একজন মুসলমানের সৈন্যবাহিনী ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে, কারণ অন্যথায় সে নিষ্ঠুরতার সাহায্যকারী হয়ে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ এ নয় যে সে তার দেশের অবাধ্য হচ্ছে। আসলে, এ রকম পরিস্থিতিতে দেশের প্রতি তার বিশ্বস্ততাই এ দাবি করে যে, সে এ রকম পদক্ষেপ নেয় এবং নিজের সরকারকে পরামর্শ দেয় যেন তারা সেই সকল অ-ন্যায্য সরকার ও জাতি যারা নিষ্ঠুরভাবে কাজ করে তাদের ন্যায় অধঃপতিত হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। তবে যদি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক হয় এবং ছেড়ে আসার কোন পথ না থাকে, কিন্তু তার বিবেকও সায় না দেয়, তাহলে সেই মুসলমানের দেশ ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু সেই দেশের আইনের

বিরুদ্ধে তার কোন আওয়াজ তোলার কোন অনুমতি নেই। তার দেশ ছাড়া উচিত কারণ একজন মুসলমান একটি দেশের নাগরিক হিসাবে বাস করতে পারে না যখন একই সময়ে সে সেই দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে বা প্রতিপক্ষের সাথে হাত মিলায়।

তাই এগুলো হচ্ছে ইসলামি শিক্ষার কেবল কিছু দিক, যা সকল খাঁটি মুসলমানকে নিজ দেশের জন্য আনুগত্য ও দেশপ্রেমের প্রকৃত দাবি পূরণের দিকে পরিচালিত করে। যেটুকু সময় ছিল তাতে আমি এই বিষয়ের উপর সংক্ষেপে কিছু বলতে পেরেছি মাত্র।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই সমগ্র পৃথিবী এক বিশ্ব পল্লীতে পরিণত হয়েছে। মানবজাতি একে অপরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। সকল দেশে সকল জাতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতির লোকদের পাওয়া যায়। এজন্য সকল দেশের নেতৃবৃন্দের উচিত সকল মানুষের অনুভূতি এবং ভাবাবেগকে বিবেচনায় রাখা এবং শ্রদ্ধা করা। নেতৃবর্গ এবং তাদের সরকারের উচিত মানুষের মাঝে মনোকষ্ট ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে এমন আইন তৈরী না করে এমন আইন প্রনয়নের চেষ্টা করা যা সত্য ও ন্যায়বিচারের এক পরিবেশ ও প্রেরণার লালন করে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে নির্মূল করা উচিত এবং এর স্থলে সত্যিকারের ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। এ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সারা বিশ্ব যদি এর সৃষ্টিকর্তাকে চিনে নেয়। সকল প্রকারের বিশ্বস্ততাকে খোদাতা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা উচিত। যদি এরূপ হয় তাহলে আমরা নিজের চোখে দেখতে পাবো যে সকল দেশের জনগণ দ্বারা অনেক উঁচু মানের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সারা বিশ্বে আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে পরিচালনাকারী নতুন পথের উন্মোচন হবে।

শেষ করার আগে, এ সুযোগে আপনাদের সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমার কথা শোনার জন্য। আল্লাহ্ আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন এবং জার্মানীর কল্যাণ করুন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

THE DEVASTATING CONSEQUENCES OF A NUCLEAR WAR AND THE CRITICAL NEED FOR ABSOLUTE JUSTICE

9TH ANNUAL PEACE SYMPOSIUM
LONDON, UNITED KINGDOM, 2012

Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba] addressing the 9th Annual Peace Symposium

Mayor of London Boris Johnson presenting His Holiness with a London bus souvenir

Dame Mary Richardson DBE, UK President of SOS Children's Villages, accepting the 'Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace' from His Holiness

Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba]
talking to the overseas Pakistani press regarding world affairs

পটভূমি

২৪ শে মার্চ, ২০১২ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের আয়োজনে পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদ মর্ডেনের বাইতুল ফুতূহ্ মসজিদে নবম **'বার্ষিক শান্তি সম্মেলন'** (পীস সিম্পোজিয়াম) অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য, লন্ডনের মেয়র, বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ, পেশাজীবী, প্রতিবেশী এবং সর্ব স্তরের অতিথিবৃন্দ সহ সহস্রাধিক দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এ বছরের সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল 'আন্তর্জাতিক শান্তি'। এ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বিশ্বজুড়ে এতীম ও পরিত্যক্ত শিশুদের দুর্ভোগ লাঘবে ও **'প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি স্নেহশীল নীড়'**-এর স্বপ্ন পূরণে তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান 'এস. ও. এস. শিশু পল্লী, যুক্তরাজ্য'-কে হজরত মির্জা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-এর হাতে ৩য় বার্ষিক **'আহ্‌মদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার'** প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন :

* রাইট অনারেবল জাস্টিন গ্রীনিং-এম. পি., পরিবহন প্রতিমন্ত্রী
* জেন এলিসন-এম. পি. (ব্যাটারসী)
* সীমা মালহোত্রা-এম. পি. (ফেল্টহাম ও হেস্টন)
* টম ব্রেক-এম. পি. (কার্লসহাল্টন ও ওয়ালিংটন)
* বীরেন্দ্র শর্মা-এম. পি. (ঈলিং ও সাউথহল)
* লর্ড তারিক আহ্মদ অব উইম্বলডন
* হিজ এক্সিলেন্সী ওয়েসলি মোমো জনসন-লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রদূত
* হিজ এক্সিলেন্সী আব্দুল্লাহ্ আল রাযী- ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত
* হিজ এক্সিলেন্সী মিগুয়েল সোলানো- লোপেজ- প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রদূত
* কমোডোর মার্টিন আথারটন- আঞ্চলিক কমান্ডার, ব্রিটিশ নৌবাহিনী
* কাউন্সিলর জেন কূপার- মেয়র ওয়ান্ডসওয়ার্থ
* কাউন্সিলর মিলটন ম্যাককেন্যী এম. বি. ই.-মেয়র, বার্কিং এ্যান্ড ডাগেনহাম
* কাউন্সিলর অমৃত মান- মেয়র, হাউন্সলো
* সিওবহান বেনিটা- স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী, লন্ডন
* ভারত, কানাডা,ইন্দোনেশিয়া, গিনি সহ বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিকবৃন্দ।

পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি
এবং নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

তাশাহুদ, তা'উয ও তাসমিয়া পাঠের পর খলিফাতুল মসীহ খামিস (আইঃ) বলেন :

সমবেত সকল অতিথিবৃন্দ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু - আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

আজ, এক বছরের ব্যবধানে, এ অনুষ্ঠানে আমাদের সকল বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানানোর সুযোগ হচ্ছে। আমি আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ যে, আপনারা সময় বের করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

বস্তুতঃ আপনাদের অধিকাংশই এ অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিত যা ধীরে ধীরে 'পীস সিম্পোজিয়াম' (শান্তি সম্মেলন) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রতি বছর আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে আর এটি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আমাদের আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের বিভিন্ন চেষ্টার একটি।

আজকের উপস্থিতির মধ্যে এমন কিছু নতুন বন্ধুও রয়েছেন যারা প্রথম বারের মত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, আর বাকিরা পুরনো বন্ধু যারা বহু বছর ধরে আমাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিয়ে আসছেন। নতুন হন বা পুরনো, আপনারা সকলেই শিক্ষিত সমাজের অংশ। এ বিশ্বে আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে আপনারা নিজেরাও ধারণ করেন, আর এ আকাঙ্খার কারণেই আজ আপনারা এ অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন।

আপনারা সকলেই আজ এ হৃদয়-নিংড়ানো বাসনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যে, পৃথিবী যেন ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যে ভরে যায়। এটি সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ যার প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের

ব্যাকুল দৃষ্টি এবং যা এ বিশ্বের জন্য আবশ্যক। অতএব, এ উদ্দেশ্যেই আপনারা সকলে যারা ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি, জাতি ও ধর্ম থেকে এসেছেন, আজ আমার সামনে উপস্থিত।

যেভাবে আমি বলেছি, আমরা প্রতি বছর এ সম্মেলনের আয়োজন করে থাকি আর প্রতি বার এ একই অনুভূতি ও প্রত্যাশা আমরা সবাই ব্যক্ত করি যে, আমাদের চোখের সামনে যেন বিশ্বে শান্তি আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি; আর এ জন্যই প্রতি বছর আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করি যেন যেখানেই আপনাদের সুযোগ আছে আর যার সাথেই যোগাযোগ আছে, সেখানে আপনারা যেন শান্তির পক্ষে কাজ করেন। তদুপরি আমি তাঁদের সকলকে অনুরোধ করি, যারা রাজনৈতিক দল বা সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখেন যে, তাদের নিজস্ব প্রভাবের গণ্ডীর মাঝে তারা যেন এ শান্তির বাণী পৌঁছে দেন। এটি আবশ্যক যে, সকলকে এ বিষয়ে সচেতন করা হয় যে, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের যে কোন সময় অপেক্ষা আজ উচ্চ ও পরিশীলিত নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজন অনেক বেশি।

যতদূর পর্যন্ত আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সম্পর্ক যেখানেই এবং যখনই সুযোগ পাওয়া যায়, আমরা আমাদের অভিমত স্পষ্টভাবে প্রকাশ ও ঘোষণা করি যে, বিশ্ব আজ যে ধ্বংসযজ্ঞ ও সর্বনাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে তা থেকে একে রক্ষা করার একটি উপায়, আর তা এই যে, আমাদের সকলকে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের অনুভূতির বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি, বিশ্বকে তার স্রষ্টাকে চিনতে হবে, যিনি এক-অদ্বিতীয় খোদা। কেননা স্রষ্টাকে চেনাই হল সেই বিষয় যা আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতির দিকে নিয়ে যায়; আর যখন এটি আমাদের স্বভাবের অংশ হয়ে যায়, তখনই আমরা খোদাতা'লার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হই।

আমরা সর্বদা এ আওয়াজ উঠাচ্ছি যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আমরা আমাদের অন্তরে যে বেদনা ও অস্থিরতা অনুভব করি তা আমাদেরকে মানব জাতির কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতে, আর আমাদের বসবাসের এ পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে প্রয়াসী হতে অনুপ্রাণিত করে। বস্তুতঃ আজকের এ অনুষ্ঠানটি এ উদ্দেশ্যে হাতে নেওয়া আমাদের

অনেক কর্মসূচীর অন্যতম।

যেভাবে আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আপনারা সকলেও এ মহৎ আকাঙ্খা রাখেন। উপরন্তু, আমি বারংবার রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদেরকে শান্তির জন্য সংগ্রাম করতে আহ্বান করেছি। কিন্তু এ সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আমরা দেখি যে আজ বিশ্বজুড়ে উৎকণ্ঠা ও গোলযোগ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে ও বেড়েই চলেছে। আজকের জীবনে আমরা বড় বেশি বিবাদ, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখে থাকি।

কোন দেশে জনগণই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে, বা এর বিপরীতে শাসকগোষ্ঠিই নিজ দেশের মানুষের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। সন্ত্রাসীচক্র নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন যোগাচ্ছে, আর তারা নির্বিচারে নিরীহ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করছে। কোন কোন দেশে রাজনৈতিক দলগুলো দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সমবেতভাবে কাজ করার পরিবর্তে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষায় একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত আছে। আমরা এও দেখি যে, কোন কোন সরকার ও দেশ ক্রমাগতভাবে অন্যদেশের সম্পদের দিকে ঈর্ষার সাথে দৃষ্টিপাত করে চলেছে। বিশ্বের শীর্ষ শক্তিগুলো নিজেদের আধিপত্ত ধরে রাখার প্রচেষ্টাতেই মগ্ন, আর এ পথে তাদের প্রচেষ্টায় তারা কোন প্রকারের ছাড় দিচ্ছে না।

এ সব কিছু মাথায় রেখে, আমরা অনুভব করি যে না আহমদীয়া সম্প্রদায়, আর না আপনাদের অধিকাংশ, যারা জনগণেরই অংশ-এর এ ক্ষমতা বা শক্তি আছে যে এমন নীতিসমূহ গড়ে তুলি যা ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কেননা আমরা কোন সরকারী ক্ষমতা বা পদে আসীন নই। বরং আমি এতদূর বলতে পারি যে, সেই সকল রাজনীতিবিদ, যাদের সঙ্গে আমাদের সু-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আর যারা যখন আমাদের সান্নিধ্যে থাকেন তখন সব সময় আমাদের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে থাকেন, তারাও উচ্চবাচ্য করতে অসমর্থ হন। বরং এর বিপরীতে তাদের কণ্ঠস্বর অন্যের ভীড়ে হারিয়ে যায় আর তাদেরকে নিজ অভিমত (যথাযথ গুরুত্বের সাথে) উপস্থাপন করতে দেওয়া হয় না। এটা কখনও এ কারণে যে তারা দলীয় নীতির অনুসরণ করতে বাধ্য, বা কখনও বিশ্বের অন্যান্য শক্তি বা রাজনৈতিক মিত্র শক্তির পক্ষ থেকে বৈদেশিক চাপে যা তাদেরকে দাবিয়ে রেখে চলেছে।

তথাপি, আমরা যারা প্রতি বছর এ 'পীস সিম্পোজিয়াম' এ অংশ নিয়ে থাকি, নিঃসন্দেহে এ আকাঙ্খাকে ধারণ করি যে শান্তি যেন প্রতিষ্ঠিত হয় আর আমরা নিশ্চিতভাবেই আমাদের এ মত এবং অনুভূতি প্রকাশ করি যে সকল ধর্ম, সকল জাতি, সকল গোত্র, বস্তুতঃ সকল মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও এ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার শক্তি আমরা রাখি না। সেই ফলাফল, যা আমাদের অভিষ্ট, তা অর্জন করার কর্তৃত্ব বা শক্তি আমাদের নেই।

আমার স্মরণ আছে, বছর দুয়েক আগে, এ হলঘরেই আমাদের **'পীস সিম্পোজিয়াম'**- এর সময়, আমি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ ও উপায় বিশদভাবে আলোচনা করে একটি বক্তৃতা করেছিলাম, আর আমি এও বর্ণনা করেছিলাম যে জাতিসংঘের কার্যধারা কিরূপ হওয়া উচিত। এর পর আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং সম্মানিত লর্ড এরিক এভবারী এ মন্তব্য করেছিলেন যে, এ বক্তৃতা খোদ জাতিসংঘে প্রদান করার প্রয়োজন ছিল। যাহোক, এটি তাঁর মহৎ চরিত্রের পরিচয় বহন করে যে তিনি তাঁর মন্তব্য করতে গিয়ে এতটা ঔদার্য্য ও বিনয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা এই যে, কেবল একটি বক্তৃতা করা বা শোনা যথেষ্ট না আর এর ফলে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে না। বস্তুতঃ এ মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের মূল চাহিদা হল পরিপূর্ণ ন্যায় ও সকল বিষয়ে পক্ষপাতহীনতা। পবিত্র কোরআনের সুরা ৪ : আয়াত ১৩৬-এ বিষয়ে আমাদের সামনে এক সোনালী নীতি ও শিক্ষা পেশ করেছে। এখানে বলা হয়েছে যে ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে গিয়ে, এমনকি যদি আপনাকে নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, বা নিজ পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়ের ও বন্ধুর, তবু আপনাকে অবশ্যই তাই করতে হবে। এটিই হল প্রকৃত ন্যায়। যেখানে সার্ব্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যক্তিস্বার্থকে পরিত্যাগ করা হয়।

যদি আমরা সমষ্টিগত পর্যায়ে এ নীতির বিষয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা উপলব্ধি করি যে, সম্পদ ও প্রভাবের বিচারে অন্যায়ভাবে কারো পক্ষে লবিং করার কূটকৌশল পরিত্যাগ করা উচিত। এর স্থলে আন্তরিকতার সাথে এবং ন্যায় ও সাম্যের নীতি সমর্থন করার প্রয়াসে সকল দেশের প্রতিনিধিবর্গ ও রাষ্ট্রদূতগণের এগিয়ে আসা উচিত। সর্বপ্রকার

পক্ষপাতদুষ্টতা ও বৈষম্য আমাদেরকে নির্মূল করতে হবে, কেননা এটি শান্তি বয়ে আনার একমাত্র মাধ্যম। যদি আমরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের দিকে তাকাই, আমরা দেখি যে অনেক সময় সেখানে প্রদত্ত বিবৃতি বা বক্তৃতা ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু, এ প্রশংসাসমূহ অর্থহীন, কেননা প্রকৃত সিদ্ধান্ত যা হওয়ার তা পূর্বনির্ধারিত হয়েই রয়েছে।

অতএব যখন সিদ্ধান্ত সমূহ ন্যায় ও সত্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বদলে, বড় বড় শক্তির চাপ বা লবির ভিত্তিতে হয় তখন এসব বক্তৃতা অর্থহীন, ফাঁকা বুলি সাব্যস্ত হয়, আর কেবল বাইরের জগতকে বিভ্রান্তকারী ছলনা হিসাবে কাজ করে। যাহোক, এ সবের অর্থ এ নয় যে, আমরা কেবল আশাহত হয়ে বসে থাকবো। আর আমাদের সকল চেষ্টাকে পরিত্যাগ করবো। বরং এর বিপরীতে, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, দেশের আইনের অধীনে থেকে, সব সময় সরকারকে যুগের চাহিদা সম্পর্কে স্মরণ করাতে থাকবো। আর সেই সকল গোষ্ঠি যাদের স্বার্থ এতে সংশ্লিষ্ট আছে তাদেরকেও যথাযথ পরামর্শ আমাদেরকে প্রদান করতে হবে, যেন বৈশ্বিক পর্যায়ে, ন্যায়- বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবল তখনই আমরা বিশ্বকে সেই শান্তি ও সম্প্রীতির নীড়ে পরিণত হতে দেখবো যার কামনা ও আকাঙ্খা আমাদের সবার।

সুতরাং, আমরা আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ পরিত্যাগ করবো না আর কখনো তা করা উচিত হবে না। যদি নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের আওয়াজ উত্তোলন বন্ধ করি তবে আমরা তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো যাদের একেবারেই কোন মূল্যবোধ বা নৈতিক মান নেই। আমাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাক বা না যাক, আর প্রভাব রাখুক বা না রাখুক, অন্যদেরকে শান্তির পথে আমাদেরকে আহ্বান করে যেতেই হবে। আমি সব সময় অত্যন্ত আনন্দিত হই যখন দেখি যে, ধর্ম জাতির ভিন্নতা সত্ত্বেও, মানবীয় মূল্যবোধকে উড্ডীন রাখার লক্ষ্যে এত মানুষ বিশ্বে শান্তি ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠার পথ সমূহ সম্পর্কে শোনার, শেখার ও আলোচনা করতে এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন। তাই আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান করছি যেন নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে যাই এবং আশার সেই স্ফুলিঙ্গকে জীবিত

রাখি যে, একদিন সেই সময় আসবে যখন সারা বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন মানবীয় প্রচেষ্টাসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন সর্বশক্তিমান খোদা মানব জাতির পরিণাম সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এর পূর্বে যে খোদাতা'লার সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে শুরু করে আর মানব জাতিকে তাঁর দিকে এবং মানব জাতির অধিকার আদায়ের দিকে যেতে বাধ্য করে, অনেক মঙ্গলজনক হয় বিশ্বের মানুষ নিজেই এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি সচেতন হয়, কেননা যখন সর্বশক্তিমান খোদা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন তখন তাঁর প্রতাপান্বিত রোষ মানব জাতির উপর ভয়াবহ প্রলয়ঙ্ককরী রূপে আপতিত হয়।

আজকের পৃথিবীতে, খোদাতা'লার ফয়সালার এক ভীতিপ্রদ বহিঃপ্রকাশ হতে পারে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরূপ এক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ কেবল বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বস্তুতঃ, এর ভয়াবহ পরিণামসমূহ আগত প্রজন্মান্তরে প্রকাশিত হবে। এ রকম এক যুদ্ধে বহুবিধ করুণ পরিণতির কেবল একটি হল, কেবল বর্তমান নয়, বরং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের উপর এর প্রভাব। আজ যেসব মারণাস্ত্র রয়েছে সেগুলো এত ধ্বংস্মাত্মক যে এর ফল স্বরূপ প্রজন্মান্তরে শিশুরা মারাত্মক জেনেটিক ও শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্মলাভের আশঙ্কা রয়েছে।

জাপান সেই একক দেশ যা পারমাণবিক যুদ্ধের বীভৎস পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একে নিউক্লিয়ার বোমা দ্বারা আক্রমণ করা হয়। এমনকি আজও যদি আপনি জাপান সফর করেন এবং এর জনগণের সাথে কথা বলেন, তবে তাদের চোখে-মুখে যুদ্ধের প্রতি তীব্র এক আতঙ্ক ও ঘৃণা আপনি দেখতে পাবেন। অথচ যে নিউক্লিয়ার বোমাগুলো সে সময় ব্যবহৃত হয়েছিল আর যা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়েছিল, আজকের দিনের ছোট ছোট রাষ্ট্রের হাতেও তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। বলা হয় যে জাপানে, যদিও ইতমধ্যে সাতটি দশক অতিবাহিত হয়েছে, আজও নবজাতক শিশুদের মধ্যে পারমাণবিক বোমাগুলোর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। যদি কাউকে গুলিও

করা হয়, তবু কখনো চিকিৎসার ফলে তাঁর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু, যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে যারা আক্রমণের মুখে পড়বে তাদের এমন কোন সুযোগ থাকবে না। বরং আমরা দেখবো যে মানুষ সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করবে আর মূর্তির মত স্থির হয়ে জমে যাবে, আর তাদের ত্বক আস্তে আস্তে গলে পড়বে। পানীয় জল, খাদ্য, ফসলাদী সব কিছু তেজষ্ক্রিয়তা দ্বারা আক্রান্ত হবে। এর বিষক্রিয়ায় কি ধরণের রোগের উদ্ভব হবে, আমরা কেবল তার কল্পনা করতে পারি। ঐ সকল স্থান যেখানে সরাসরি আঘাত হবে না আর যেখানে তেজষ্ক্রিয়তার পরিমাণ কিছু কম হবে, এমনকি সেখানেও অসুখ-বিসুখের ঝুঁকি বেড়ে যাবে আর পরবর্তী প্রজন্মগুলোও অনেক বাড়তি ঝুঁকি বহন করবে।

সুতরাং যেভাবে আমি বলেছি, এমন যুদ্ধের ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল সেই যুদ্ধ ও নিকট ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এটি প্রবহমান থাকবে। এই হল এমন এক যুদ্ধের পরিণাম; আর এতদ্‌সত্ত্বেও এমন স্বার্থপর ও নির্বোধ লোকেরা রয়েছে, যারা তাদের এ আবিষ্কার নিয়ে অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করে, আর তাদের সৃষ্টিকে বিশ্বের জন্য এক উপহার স্বরূপ বর্ণনা করে।

সত্য হল, নিউক্লিয়ার শক্তি ও প্রযুক্তির তথাকথিত কল্যাণকর দিকগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এবং অবহেলা বা দুর্ঘটনার দরুন ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হতে পারে। আমরা ইতমধ্যে এমন দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করেছি, যেমন আজকের ইউক্রেনের চেরনোবিল-এ ১৯৮৬ সালে সংঘটিত নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনায়, আর গত বছর ভূমিকম্প ও সুনামীর পর জাপানে, যেখানে তাদের অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিল, আর পুরো দেশটিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন এমন ঘটনা ঘটে, তখন আক্রান্ত এলাকায় পুনরায় জনবসতি স্থাপন করাও কঠিন হয়ে যায়। তাদের নিজ অনন্য মর্মবিদারক অভিজ্ঞতার কারণে জাপানিরা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গিয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে তাদের ভীতি ও আতঙ্ক একেবারেই যথাযথ।

এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধে মানুষ নিহত হয়ে থাকে আর তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জাপান যোগদান করেছিল তার সরকার এবং জনগণ পুরোপুরি

সতর্ক থেকে থাকবেন যে, তাদের কিছু মানুষ নিহত হবে। বলা হয়, জাপানে প্রায় ৩০লক্ষ মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয় যা তাদের মোট জনসংখ্যার চার শতাংশ। যদিও আরো কয়েকটি দেশে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে নিহতের হার আরো বেশি হয়ে থাকবে, তবু জাপানি জনগণের মাঝে যে ঘৃণা ও বিরাগ আমরা লক্ষ্য করি তা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। নিঃসন্দেহে এর সহজ কারণ দুটো নিউক্লিয়ার বোমা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে ফেলা হয়েছিল, আর যার ফলাফল তারা আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করছে ও বহন করে চলেছে। জাপান তার জনপদসমূহে তুলনা মূলক স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় জনবসতি গড়ে তুলে তাদের মহত্ব ও কঠিন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা প্রদান করেছে। কিন্তু, এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আজ যদি পুনরায় নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহলে খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোন কোন দেশের কিয়দংশ চিরতরে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। সেগুলোর আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা কম করে হলেও প্রায় ৬ কোটি ২০ লক্ষ, আর বলা হয় যে নিহতের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি মানুষ ছিলেন বেসামরিক। অন্য কথায়, সামরিক বাহিনীর তুলনায় বেসামরিক মানুষের মধ্যে নিহতের সংখ্যা বেশি ছিল। এত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছিল এ সত্ত্বেও যে জাপান ছাড়া অবশিষ্ট পৃথিবীতে সনাতন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে গতানুগতিক যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল।

যুক্তরাজ্যে প্রায় ৫লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল। অবশ্য তখনও এটি একটি ঔপনিবেশিক শক্তি হওয়াতে এর উপনিবেশগুলির মানুষও এর পক্ষে যুদ্ধ করেছে। তাদের ক্ষতি যোগ করলে নিহতের সংখ্যা কয়েক মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে। কেবলমাত্র ভারতেই প্রায় ১৬লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল।

তবে আজ পরিস্থিতি ভিন্ন, আর ঐ সব দেশ যারা যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ ছিল, আর যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ করেছে, আজ যুদ্ধ শুরু হলে তাদের কেউ কেউ যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধেও লড়তে পারে। উপরন্তু যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এমনকি কিছু কিছু ছোট দেশও আজ নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী।

যা আমাদের আতঙ্কিত করে তা এই জ্ঞান যে, এ সব নিউক্লিয়ার অস্ত্র তাদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে যারা তাদের কর্মের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার বিচার বোধ রাখে না, বা যারা এ নিয়ে চিন্তা না করারই সিদ্ধান্ত নেয়। প্রকৃতপক্ষে, এমন লোকেরা এর পরিণতির কোন পরোয়াও করে না, আর তারা রক্তের বন্যায় আনন্দ পেয়ে থাকে।

অতএব বড় বড় শক্তিগুলো যদি ন্যায়ের সাথে আচরণ না করে, ছোট ছোট দেশগুলোর অভাব অভিযোগ দুর না করে, আর উদার ও বিজ্ঞ নীতি গ্রহণ না করে, তাহলে পরিস্থিতি মোড় নিতে নিতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে আর এর পর যে ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবে তা আমাদের সকল ধারণা ও কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে। এমনকি বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা শান্তি কামনা করে তারা এ ধ্বংসের আওতায় চলে আসবে।

তাই এটা আমার আন্তরিক আকাঙ্খা আর প্রত্যাশা যে সকল বড় বড় দেশের নেতৃবর্গ এ ভয়াবহ বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারবে এবং ফলস্বরূপ, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভের জন্য আগ্রাসনমূলক নীতি ও বল প্রয়োগের নীতিসমূহ গ্রহণ করবে যা ন্যায়ের প্রসার করবে এবং এর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করবে।

সম্প্রতি একজন ঊর্দ্ধতন রুশ সামরিক কমান্ডার একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে এক গুরুতর হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এরূপ যুদ্ধ এশিয়া বা অন্য কোথাও সংঘটিত হবে না, বরং ইউরোপের সীমানায় সংঘটিত হবে, আর পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো হতে এর সূত্রপাত ও বিস্তার ঘটবে। যদিও কেউ কেউ বলবেন এটা একেবারেই তার ব্যক্তিগত অভিমত, আমি নিজে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে অসম্ভব মনে করি না। তদুপরি আমি আরো বিশ্বাস করি যে, যদি এমন যুদ্ধের সূচনা হয় তবে এ সম্ভবনা অত্যন্ত বেশি যে এতে এশিয়ার দেশগুলোও জড়িয়ে পড়বে।

আরেকটি সংবাদ যা সাম্প্রতিককালে মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে তা হল ইসরায়েলী গোয়েন্দা সংস্থা ‘মোসাদ’-এর সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধানের একটি সাক্ষাৎকার। আমেরিকার সুপরিচিত টেলিভিশন চ্যানেল সি. বি. এস এর সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে এটা ক্রমশঃই স্পষ্ট হচ্ছে যে ইস্রায়েলী সরকার ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত

হতে চায়। তিনি বলেন যে, যদি এরূপ আক্রমণ সংঘটিত হয় তাহলে এটা হিসাব করা অসম্ভব যে কতদিনে কোথায় এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। তাই তিনি জোরের সাথে এরূপ আক্রমণের বিপক্ষে পরামর্শ দেন।

এক্ষেত্রে আমার ধারণা এই যে, এরূপ যুদ্ধ নিউক্লিয়ার ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে শেষ হবে।

সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিতে এসেছে যেখানে লেখক বলেছেন যে আজকের বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৩২ সালের বিশ্বের পরিস্থিতির সাথে মিল রাখে। তিনি লেখেন যে বিশেষ কতকগুলো দেশের জনগণ তাদের রাজনীতিবিদদের বা তাদের তথাকথিত গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তিনি আরো বলেন যে, আরো অনেক মিল ও তুলনা একত্রিত হয়ে আজ সেই চিত্র গঠন করছে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের পূর্বক্ষণে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

কেউ এ বিশ্লেষণের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু, অপর পক্ষে আমি এর সাথে একমত এবং একারণেই আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বের সরকারগুলোর গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে কিছু মুসলমান দেশের অত্যাচারী নেতারা, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে কোন মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা, তাদের সম্বিত ফিরে পাওয়া প্রয়োজন। নতুবা তাদের কর্ম ও তাদের নির্বুদ্ধিতা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে, আর তারা নিজেদের দেশগুলোকে এক ভয়ানক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

আমরা যারা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য, বিশ্বকে ও মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাই। কেননা এযুগে, আমরা সেই যুগ ইমামকে মেনেছি যাকে আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসাবে পাঠিয়েছেন, এবং যিনি সেই সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাসরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষাকে আমরা অনুসরণ করি বলেই বিশ্বের এ পরিস্থিতিতেই আমরা হৃদয়ে চরম মর্মবেদনা ও কষ্ট অনুভব করি। মানবজাতিকে ধ্বংস ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষার প্রয়াসে এ মর্মবেদনাই

আমাদের চালিকা শক্তি রূপে কাজ করে। এ জন্যই আমি এবং আর সকল আহ্‌মদী মুসলমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি।

শান্তির বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি প্রয়াস যা আমি গ্রহণ করেছি তা হল বিশেষ কয়েকজন বিশ্ব নেতার কাছে আমি ধারাবাহিকভাবে পত্র পাঠিয়েছি। কয়েকমাস পূর্বে আমি পোপ বেনেডিক্ট-এর কাছে আমি একটি পত্র পাঠিয়েছি, যা আমার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে হাতে হাতে আমার এক আহ্‌মদী প্রতিনিধি তাঁর হাতে অর্পণ করেন। সেই পত্রে আমি লিখেছি যে যেহেতু তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গোষ্ঠির প্রধান, তাঁর দায়িত্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হওয়া।

একই ভাবে সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে ইরান ও ইস্রায়েলের মধ্যে উত্তেজনা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে এ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছানোর প্রেক্ষাপটে, আমি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানইয়াহু ও ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহ্‌মুদ আহ্‌মেদিনেজাদ উভয়কে পত্র লিখেছি, যেখানে তাদেরকে মানবজাতির স্বার্থে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তড়িঘড়ি ও বিবেচনাহীনতা পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি।

আমি সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার উভয়ের কাছে পত্র লিখে তাদেরকে বিশ্বে শান্তি ও সৌহার্দ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান করেছি।

আমি অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানদের কাছেও অতিশীঘ্রই লেখা এবং তাদেরকে সতর্ক করার পরিকল্পনা করেছি।

আমি জানি না, যে কয়েকজন নেতার কাছে আমি লিখেছি তারা আমার চিঠিকে কোন মূল্য দেবেন কিনা; কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া যাইহোক না কেন, খলিফা এবং বিশ্বজুড়ে বহু মিলিয়ন আহ্‌মদী মুসলমানের নেতা হিসাবে বিশ্বের সংকটময় পরিস্থিতি সসম্পর্কে তাদের আবেগ-অনুভূতি জানানোর একটি প্রয়াস আমার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে।

এখানে এটা স্পষ্ট করতে চাই যে ব্যক্তিগত কোন ভীতির কারণে আমি এ সব অনুভূতি প্রকাশ করিনি। বরং মানবজাতির জন্য আন্তরিক ভালোবাসার কারণে এরূপ করতে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সমগ্র মানবজাতির জন্য

রহমতস্বরূপ প্রেরিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার ফলে মানবজাতির জন্য এ ভালোবাসা প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে গড়ে উঠেছে এবং স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

আপনারা খুব সম্ভবতঃ এ কথায় বিস্মিত হবেন বা চমকে উঠবেন যে, মানবজাতির প্রতি আমাদের ভালোবাসা সরাসরি মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষার ফল। আপনাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কেন এমন মুসলিম সন্ত্রাসী দল থাকে যারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে থাকে, বা কেন এমন মুসলমান সরকার রয়েছে যারা নিজ ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য তাদের নিজেদের জনগণের গণহত্যার আদেশ দিচ্ছে?

এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে এসব আচরণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। পবিত্র কোরআন কোন অবস্থাতেই চরমপন্থিতা বা এর সন্ত্রাসের কোন সুযোগ দেয় না।

আজকের যুগে আমাদের বিশ্বাস অনুসারে, খোদাতা'লা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুবর্তীতায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীরূপে পাঠিয়েছেন। ইসলাম এবং পবিত্র কোরআনের প্রকৃত সত্য শিক্ষার প্রচারের জন্য মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে পাঠানো হয়েছে। তিনি মানুষ এবং সর্বশক্তিমান খোদার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি মানুষের পারস্পরিক অধিকার চিহ্নিত করে সেগুলোর স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সকল ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সর্বোচ্চ স্তরের নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং বিশ্বজুড়ে শান্তি, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।

যদি আপনি বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই যান, আপনি দেখবেন সকল প্রকৃত আহ্‌মদীর মধ্যে এ গুণগুলো দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে। আমাদের জন্য না সন্ত্রাসীরা উদাহরণ, আর না নিষ্ঠুর মুসলমান একনায়কেরা বা পশ্চিমা পরাশক্তিসমূহ আমাদের জন্য অনুকরণীয়। আমরা যে উদাহরণের অনুসরণ করি তা ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর

আর পবিত্র কোরআন হল আমাদের পথ নির্দেশিকা।

অতএব, 'এ পীস সিম্পোজিয়াম' থেকে সারা বিশ্বের কাছে একটি বার্তা আমি প্রেরণ করেছি যে, ইসলামের বাণী ও শিক্ষা ভালোবাসা, সহমর্মীতা, অনুগ্রহ ও শান্তির।

দুঃখজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে, মুসলমানদের একটি অত্যন্ত সংখ্যালঘু অংশ ইসলামের সম্পূর্ণ বিকৃত এক চিত্র তুলে ধরে তারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর চলে। আপনাদের সকলের কাছে আমার আহ্বান যে, একে প্রকৃত ইসলাম বলে বিশ্বাস করবেন না আর এ সব ভ্রান্ত কর্মকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তি প্রিয় মুসলমানের অনুভূতিতে পাল্টা আঘাত হানার বা তাদেরকে নিষ্ঠুরতার লক্ষ্যস্থল বানানোর লাইসেন্স হিসাবে গ্রহণ করবেন না।

পবিত্র কোরআন সকল মুসলমানের পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ। আর তাই এর বিষয়ে কটুক্তিমূলক ও নোংরা ভাষা ব্যবহার করলে বা এতে আগুন লাগিয়ে দিলে সেটা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করবে। আমরা দেখি যে যখন এ ধরণের কিছু ঘটে তখন প্রায়ই এর ফলে চরমপন্থি মুসলমানদের সম্পূর্ণ অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

অতি সম্প্রতি আমরা আফগানিস্থানের দুটো ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি যেখানে কিছু মার্কিন সৈন্য পবিত্র কোরআনের অবমাননা করে, আর নিরীহ নারী-শিশুদের তাদের নিজ বাসগৃহে হত্যা করে। অনুরূপভাবে এক নির্দয় ব্যক্তি ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে কোন কারণ ছাড়াই কয়েকজন ফরাসী সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করে। আর এর কয়েকদিন পরে একটি স্কুলে প্রবেশ করে তিনজন ইহুদী শিশু ও তাদের এক শিক্ষককে হত্যা করে।

আমাদের কাছে এরূপ আচরণ সম্পূর্ণ অন্যায় এবং এটা কখনো শান্তি বয়ে আনতে পারে না। আমরা পাকিস্তান এবং অন্যত্র ও নিয়মিত এ ধরনের ঘটনা দেখতে পাই, আর এ সব কর্মই ইসলামের শত্রুদেরকে তাদের ঘৃণা প্রকাশের এবং বৃহত্তর পরিসরে তাদের অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য একটি উপলক্ষ তৈরি করে দিচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা যখন ক্ষুদ্র বা ব্যক্তি পর্যায়ে ঘটে তখন সেগুলো কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা

ক্ষোভের কারণে ঘটানো হয় না, বরং এগুলো আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কতিপয় সরকারের অসম নীতিরই ফল।

তাই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি আবশ্যক যে, প্রত্যেক পর্যায়ে আর প্রত্যেক দেশে যেন ন্যায়ের যথাযথ মানদন্ড গড়ে তোলা হয়। পবিত্র কোরআনে একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য বলা হয়েছে।

সুতরাং পুনরায় একজন মুসলমান হিসাবে, আমি এটি একেবারে স্পষ্ট করতে চাই যে ইসলাম কোন মাধ্যমে, কোন আকারে বা কোন প্রকারে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের অনুমতি দেয় না। এটি এমন এক আদেশ যার কোন ব্যতিক্রম নেই।

পবিত্র কোরআন এমনকি এও বলে যে, যদি কোন দেশ বা জাতি তোমাদের সাথে শত্রুতা রাখে, তবুও তাদের সাথে আচরণের সময় সেই শত্রুতা যেন তোমাদেরকে নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতহীনতা থেকে বিচ্যুত না করে।

কোন শত্রুতা বা রেষারেষি যেন তোমাদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে না তোলে বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে প্ররোচিত না করে। পবিত্র কোরআনের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এই যে, অন্যের সম্পদের দিকে কখনো ঈর্ষা বা লালসার দৃষ্টি দেওয়া যাবে না।

আমি মাত্র কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছি, কিন্তু এগুলো এমন যে বিশেষ গুরুত্ব রাখে, কেননা আমাদের সমাজ তথা বৃহত্তর পরিসরে পুরো বিশ্বে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে এগুলো অবস্থান করে। আমার প্রার্থনা এই যে বিশ্ব যেন এ মূল ইস্যু গুলোর উপর দৃষ্টি দেয়, যেন অন্যায় ও অসত্যের পক্ষের লোকেরা আজ যে ধ্বংসের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে পৃথিবী রক্ষা পায়।

আমি এ সুযোগে দুঃখ প্রকাশ করতে চাই যে, বেশ খানিকটা সময় আমি নিয়ে এসেছি, কিন্তু এটা সত্য যে আজ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সত্য সত্যই বিশাল গুরুত্ব রাখে।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, আর কাল বিলম্ব না করে আমাদের যুগের চাহিদার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

আমার বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। যেমনটি আমরা অবহিত আছি, সম্প্রতি মহামান্য রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ১১৫বছর পিছনে ফিরে তাকালে দেখি ১৮৯৭সালে রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তীও উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। সে সময় আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য রাণী ভিক্টোরিয়াকে একটি অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেন।

তাঁর বাণীতে তিনি ইসলামের বাণী ও মহামান্য রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে পেশ করেন আর সেই সাথে ব্রিটিশ সরকারের জন্য ও রানীর দীর্ঘায়ুর জন্য তাঁর দোয়ার বার্তাও পৌঁছান। তাঁর বাণীতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছিলেন যে রানীর সরকারের সবচেয়ে বড় গুণ হল যে, তার শাসনাধীন সকল মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

আজকের পৃথিবীতে ভারতীয় মহাদেশের উপর ব্রিটিশ সরকারের শাসনের অবসান হয়েছে, কিন্তু, অদ্যাবধি ধর্মীয় স্বাধীনতার মূল নীতিসমূহ ব্রিটিশ সমাজ ও আইনে এমন গভীরভাবে প্রোথিত যে এতে প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে।

নিঃসন্দেহে এ স্বাধীনতার এক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ আমরা আজ এ সন্ধ্যায় দেখতে পাচ্ছি যখন বিভিন্ন ধর্ম, মত ও বিশ্বাসের অনুসারীগণ বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্মিলিত প্রত্যাশা নিয়ে এক স্থানে সমবেত হয়েছেন।

সুতরাং, আমি সেই শব্দ ও দোয়া পুনরাবৃত্তি করতে চাই যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ব্যবহার করেছিলেন এবং এ সুযোগে রানী এলিজাবেথের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন পেশ করতে চাই। যেমনটি তিনি বলেছিলেন :

“আমাদের করুণাময়ী রানীর প্রতি আমাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন পেশ করছি। মহামান্য রানী সদা সুখী ও সন্তুষ্ট থাকুন।”

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পর রানী ভিক্টোরিয়ার জন্য দোয়া করেন, আর তাই আমি তাঁরই ভাষায় রানী এলিজাবেথের জন্য দোয়া করি :

“হে সর্বশক্তিমান ও মহান খোদা! তোমার অনুগ্রহ ও আশীষে আমাদের

সম্মানিত রানীকে সদা সে রকম সুখী রেখো যেভাবে আমরা তাঁর উদারতা ও অনুগ্রহের অধীনে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছি; আর তাঁর প্রতি সেরূপ দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন কর যেরূপ শান্তি-সমৃদ্ধিতে আমরা তাঁর শাসনাধীন জীবন অতিবাহিত করছি।”

অতএব, এ হল সেই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি যা প্রত্যেক আহ্‌মদী মুসলমান ব্রিটিশ নাগরিক ধারণ করে থাকে।

পরিশেষে, আমি আপনাদের সকলের কাছে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আজ এখানে উপস্থিত হয়ে তাদের ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশ করেছেন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

THE PATH TO PEACE—
JUST RELATIONS BETWEEN NATIONS

CAPITOL HILL

WASHINGTON, D.C., USA, 2012

The first Muslim Congressman, Keith Ellison meeting Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

Brad Sherman (Democratic member of the United States House of Representatives) presenting American flag to Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba] delivers his keynote address at U.S. Capitol Hill

Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba] leading silent prayer at U.S. Capitol Hill

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] during his official tour of U.S. Capitol Hill

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] in U.S. Capitol Hill after his historic address to the US Statesmen and Bureaucrats

পটভূমি

২৭শে জুন, ২০১২ ওয়াসিংটন ডি. সি.-র ক্যাপিটল হিল (সংসদ ভবন)-এ মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পঞ্চম খলিফা ও আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, রাষ্ট্রদূত, হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর কর্মকর্তা, এন. জি. ও. নেতা, ধর্মীয় নেতা, অধ্যাপক, নীতির বিষয়ে পরামর্শক, আমলা, কুটনীতিবিদ, বিভিন্ন থিংক ট্যাংক ও পেন্টাগণ-এর প্রতিনিধি এবং মিডিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। অভূতপূর্ব এ সভাটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের কয়েকজন, যাদের মধ্যে রয়েছেন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স-এর ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতা অনারেবল ন্যান্সী পেলোসি, এর জন্য বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে ইসলামের বাণী সরাসরি শোনার সুযোগ করে দেয়। অনুষ্ঠানের পর হুজুর (আইঃ)-কে ক্যাপিটল হিল (সংসদ) ভবন ঘুরিয়ে দেখানো হয়, এরপর তাঁকে সম্মানের সাথে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স-এ নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁর এ যুক্তরাষ্ট্র সফরের সম্মানে একটি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

এ সিদ্ধান্তের ভূমিকায় বলা হয়েছে :

"আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ-কে ওয়াসিংটন ডি. সি. তে স্বাগত জানিয়ে এবং বিশ্ব শান্তি, ন্যায়, অহিংসতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি জানিয়ে..........."

ক্যাপিটল হিলের অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের তালিকা নিম্নরূপ :

* যুক্তরাষ্ট্র সিনেটর রবার্ট কেসী, সিনিয়র (ডেমোক্র্যাট পেনসিলভেনিয়া)
* যুক্তরাষ্ট্র সিনেটর জন কর্নিন (রিপাবলিকান টেক্সাস)
* ডেমোক্র্যাট নেতা কংগ্রেস উওম্যান ন্যান্সী পেলোসী (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান কীথ এলিসন (ডেমোক্র্যাট মিনেসোটা)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান ব্র্যাডলী শারম্যান (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান ফ্র্যাঙ্ক উল্‌ফ (রিপাবলিকান ভার্জিনিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান মাইকেল হোন্ডা (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান টিমোথি মারফি (রিপাবলিকান পেনসিলভেনিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেস উওম্যান জীনেট শ্মিট (রিপাবলিকান ওহাইও)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেস উওম্যান জ্যানিস হান (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেস উওম্যান জ্যানিস শাকোভস্কি (ডেমোক্র্যাট ইলিনয়)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেস উওম্যান জ্যাকী স্পীয়ার (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেস উওম্যান যোই লফগ্রেন (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেস উওম্যান শীলা জ্যাকসন লী (ডেমোক্র্যাট টেক্সাস)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান গ্যারী পিটার্স (ডেমোক্র্যাট মিশিগান)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান টমাস পেট্রি (রিপাবলিকান উইস্‌কন্‌সিন)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান এ্যাডাম শিফ (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান মাইকেল কাপুয়ানো (ডেমোক্র্যাট ম্যাসাচুসেট্‌স)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান হাওয়ার্ড বারম্যান (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেস উওম্যান জুডি চু (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)

* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান আন্দ্রে কারসন (ডেমোক্র্যাট ইন্ডিয়ানা)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেস উওম্যান লরা রিচার্ডসন (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান লয়েড পো (রিপাবলিকান টেক্সাস)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান বারনী ফ্রাঙ্ক (ডেমোক্র্যাট ম্যাসাচুসেট্‌স)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান ব্রুস ব্রেলী (ডেমোক্র্যাট আইওয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান ডেনিস কুচিনিচ (ডেমোক্র্যাট ওহাইও)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান ট্রেন্ট ফ্রাঙ্ক্‌স (রিপাবলিকান এ্যারিযোনা)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান ক্রিস মারফি (ডেমোক্র্যাট কানেটিকাট)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান হ্যাঙ্ক জনসন (ডেমোক্র্যাট জর্জিয়া)
* যুক্তরাষ্ট কংগ্রেসম্যান জেম্‌স ক্লাইবার্ন(ডেমোক্র্যাট সাউথ ক্যারোলাইনা)
* হিজ এক্সিলেন্সী বকারী কর্টু স্টিভেন্স, যুক্তরাষ্ট্রে সিয়েরালিওনের রাষ্ট্রদূত
* ডঃ ক্যাটরিনা ল্যান্টোস সোয়েট, চেয়ার উওম্যান, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
* অনারেবল টিম কেইন, সাবেক গভর্নর, ভার্জিনিয়া
* রাষ্ট্রদূত সুসান বার্ক, নিউক্লিয় অস্ত্রের প্রসার রোধে রাষ্ট্রপতি বারাাক ওবামার বিশেষ দূত
* রাষ্ট্রদূত সুজান জনসন কুক, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাম্বাসাডর এ্যাট লার্জ
* অনারেবল খালেদ আলজালাহ্‌মা, ডেপুটি চীফ অফ মিশন, যুক্তরাষ্ট্রে বাহারাইন রাজতন্ত্রের দূতাবাস
* রেভারেন্ড মনসাইনর জঁা-ফ্রাসোয়া ল্যান্থিউম, ফার্স্ট কাউন্সিলর (ডেপুটি চীফ অফ মিশন), যুক্তরাষ্ট্রে দি হলি সী (ভ্যাটিকান)-এর দূতাবাস (এপোস্টোলিক ন্যান্সিয়েচার)
* মিস. সারা আল-ওজাইল, জনসংযোগ/লিয়াজোঁ অফিসার, যুক্তরাষ্ট্রে ওমান সুলতানাতের দূতাবাস
* মি. সেলিম আল কিন্দী, ফার্স্ট সেক্রেটারী, যুক্তরাষ্ট্রে ওমান সুলতানাতের দূতাবাস
* মিস. ফওযিয়া ফাইয়ায, যুক্তরাষ্ট্রে ওমান পাকিস্তানের দূতাবাস
* অনারেবল সাইদা যায়েদ, কাউন্সেলর, যুক্তরাষ্ট্রে মরক্কোর দূতাবাস

* অনারেবল নাবীল মুনির, মিনিস্টার-ওঠ (নিরাপত্তা পরিষদ), জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী মিশন

* অনারেবল জোসেফ রেঙ্গলি, মিনিস্টার-কাউন্সেলর, যুক্তরাষ্ট্রে সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস

* অনারেবল এ্যালিসা আয়ার্স, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, যুক্তরাষ্ট্র স্টে ডিপার্টমেন্ট (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

* রাষ্ট্রদূত কার্ল ইন্ডারফুর্থ, সিনিয়র উপদেষ্টা এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত পলিসি স্টাডিজ বিষয়ক ওয়াধওয়ানি চেয়ার, সেন্টার ফর স্ট্র্যাটিজিক এ্যান্ড ইন্টার ন্যাশনাল স্টাডিজ

* অনারেবল ডনাল্ড এ. ক্যাম্প, সিনিয়র এ্যাসোসিয়েট, সেন্টার ফর স্ট্র্যাটিজিক এ্যান্ড ইন্টার ন্যাশনাল স্টাডিজ

* রাষ্ট্রদূত জ্যাকী উওলকট, নির্বাহী পরিচালক, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন

* ডঃ আযীযাহ্ আল-হিবরী, কমিশনার, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন

* মি. ইসাইয়াহ্ লেগেট, কাউন্টি এক্সিকিউটিভ, মন্টগমারী কাউন্টি, ম্যারিল্যান্ড

* মিস. ভিক্টোরিয়া আলভারাদো, পরিচালক আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক দপ্তর, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট

* ডঃ ইমাদ দীন আহমদ, পরিচালক, মিনারেট অফ ফ্রিডম ইন্সটিটিউট

* ডঃ যয়নব আলওয়ানী, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, স্কুল অফ ডিভিনিটি, হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

* মিস. ডেবোরা এল. বেনেডিক্ট, এ্যাসোসিয়েট কাউন্সেল, যুক্তরাষ্ট্র সিটিজেনশিপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস, ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি

* মিস. লরা বার্গ, মুসলিম সম্প্রদায় বিষয়ক সিনিয়র উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট

* ডঃ চার্লস বাটার ওয়ার্থ, প্রফেসর (ইমেরিটাস) গভর্নমেন্ট এ্যান্ড পলিটিক্স, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যারিল্যান্ড এ্যাট কলেজ পার্ক

* ফাদার জন ক্রসিন, নির্বাহী পরিচালক, সেক্রেটারিয়েট ফর একুমেনিকাল এ্যান্ড ইন্টার-রিলিজিয়াস এ্যাফেয়ার্স, যুক্তরাষ্ট্র ক্যাথলিক বিশপ কন্‌ফারেন্স

* মেযর (অব.) ফ্রান্য গেইল, সিনিয়র বিজ্ঞান উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্র মেরিনকোর

* ডঃ সু গুরু ওয়াদেনা-ভন, পরিচালক, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রোগ্রাম, ফ্রিডম হাউস

* মি. ফ্রাঙ্ক জানুযি, প্রধান, ওয়াশিংটন অফিস, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্র

* মি. টি. কুমার, আন্তর্জাতিক এ্যাডভোকেসি পরিচালক, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্র

* মি. জর্জ লেভেন্থাল, সদস্য, মন্টগোমারি কাউন্টি কাউন্সিল

* মি. আমের লতিফ, ভিজিটিং ফেলো, সেন্টার ফর স্ট্রাটিজিক এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ

* মি. টিম লেন্ডারকিং, পরিচালক, পাকিস্তান ডেস্ক অফিস, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট

* মি. জালাল মালিক, ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র আর্মি ন্যাশনাল গার্ড

* মি. নাভীদ মালিক, ফরেন সার্ভিস অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট

* মিস. ডালিয়া মোগাহেদ, সিনিয়র বিশ্লেষক ও নির্বাহী পরিচালক, গ্যালপ সেন্টার ফর মুসলিম স্টাডিজ

* মি. পল মন্টিরো, এ্যাসোশিয়েট ডিরেক্টর, হোয়াইট হাউজ অফিস অফ পাবলিক এনগেজমেন্ট

* মেজর জেনারেল ডেভিড কোয়ান্টক, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট আর্মি প্রভোষ্ট জেনারেল

* মিস টিনা রামিরেয, পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিলেশন্‌স, দি বেকেট ফান্ড

* র‌্যাবাই ডেভিড সেপার স্টাইন, ডিরেক্টর এ্যান্ড কাউন্সেল, রিলিজিয়াস এ্যাকশন, রিলিজিয়াস এ্যাকশন সেন্টার ফর রিফর্ম জুডাইজ্‌ম

* চ্যাপলেইন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ্যালফোন্স স্টিভেনসন, ডিরেক্টর অফ দ্য ন্যাশনাল গার্ড ব্যুরো অফিস অফ দ্য চ্যাপলেইন

* মি. নক্স টেম্স, পরিচালক, পলিসি এ্যান্ড রিসার্চ, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন

* মি. এরিক ট্রিন, ধর্মীয় বৈষম্য বিষয়ক স্পেশাল কাউন্সেল, সিভিল রাইট্স ডিভিশন, যুক্তরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস

* ডঃ হাসান আব্বাস, প্রফেসর, রিজিওনাল এ্যন্ড এ্যানালিটিকাল স্টাডিজ বিভাগ, ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি

* মি. মালিক সিরাজ আকবর, রেগ্যান-ফ্যাস্কেল ফেলো, ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি

* মি. ম্যাথিউ কে. আসাদা, কংগ্রেস (সংসদ) সদস্য গ্যারি পিটার্স এর কংগ্রেসনাল ফেলো

* মিস. স্টেসি বাডেট, সরকার ও জাতীয় বিষয়ক পরিচালক, এ্যান্টি ডিফেমেশন লীগ

* মিস. এলিজাবেথ ক্যাসিডি, উপ-পরিচালক, পলিসি এ্যান্ড রিসার্চ, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন

* মিস. এইমীচিউ, পরিচালক, মিডিয়া, যোগাযোগ ও জনসংযোগ, এ্যামেরিকান ইসলামিক কংগ্রেস

* মি. কর্নেলিয়াস ক্রেমিন, ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম ব্যুরো, ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক ও ফরেন এ্যাফেয়ার্স অফিসার ফর পাকিস্তান

* মি. সদানন্দ ধূম, রেসিডেন্ট ফেলো, এ্যামেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট

* ডঃ রিচার্ড গ্যাথরো, ডীন, নায়াক কলেজ, ওয়াশিংটন ডি. সি.

* মি. জো গ্রিবোস্কি, চেয়ারম্যান, দি ইনস্টিটিউট অন রিলিজিয়ন এ্যান্ড পাবলিক পলিসি

* মিস. সারাহ গ্রিবোস্কি, দ্য ইনস্টিটিউট অন রিলিজিয়ন এ্যান্ড পাবলিক পলিসি

* ডঃ ম্যাক্স গ্রস, এ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর, প্রিন্স আল-ওয়ালিদ বিন তালাল সেন্টার ফর মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান আন্ডার স্ট্যান্ডিং, জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়

* ডঃ রিয়াজ হায়দার, ক্লিনিকাল প্রফেসর অফ মেডিসিন, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়

* মিস. হুমা হক, সহকারী পরিচালক, সাউথ এশিয়া সেন্টার, আটলান্টিক কাউন্সিল

* মি. জয় কানসারা, এ্যাসোসিয়েট ডিরেক্ট, হিন্দু এ্যামেরিকান ফাউন্ডেশন

* মি. হামিদ খান, সিনিয়র প্রোথ অফিসার, রুল অফ ল সেন্টার, যুক্তরাষ্ট্র ইনস্টিটিউট অফ পীস

* মিস. ভ্যালেরী কার্কপ্যাট্রিক, এ্যাসোশিয়েট ফর রেফিউজিস এ্যান্ড ইউ. এস. এ্যাডভোকেসি, হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ

* মি. এ্যালেক্স ক্রনেমার, ইউনিটি প্রোডাক্শন্স

* মি. পল লিবেন, এক্সিকিউটিভ রাইটার, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন

* মিস. এ্যামি লিলিস, ফরেন এ্যাফেয়ার্স অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্ট অফস্টেট

* মি. গ্রাহাম মেসন, কংগ্রেস (সংসদ) সদস্য এ্যালিসন শোয়ার্জ এর লেজিসলেটিভ এ্যাসিস্টেন্ট

* মিস. লরেন মার্কো, রিলিজিয়ন নিউজ সার্ভিস

* মি. ড্যান মেরিকা, সিএনএন.কম

* মি. জোসেফ ভি. মন্টভিল, সিনিয়র এ্যাসোশিয়েট, মেরিম্যাক কলেজ সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য জিউইশ-ক্রিশ্চিয়ান-মুসলিম রিলেশন্স

* মি. এ্যারন মায়ার্স, প্রোগ্রাম অফিসার ফ্রিডম হাউস

* মিস. আতিয়া নসর, রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটিং অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট

* মিস. মেলানী নেযের, সিনিয়র ডিরেক্টর, যুক্তরাষ্ট্র পলিসি এ্যান্ড এ্যাডভোকেসি, এইচ. আই. এ. এস.

* ডঃ এলিয়ট প্যারিস, বাউই স্টেট ইউনিভার্সিটি

* মি. জন পিনা, পরিচালক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, এ্যামেরিকান ইসলামিক কংগ্রেস

* মি. আরিফ রফিক, এ্যাডজাঙ্কট স্কলার, মিড্ল ইস্ট ইনস্টিটিউট
* মিস. মায়া রাজারত্নম, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
* মিস. র‍্যাচেল সয়ার, ফরেন এ্যাফেয়ার্স অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
* ডঃ জেরোম শীল, ডীন, কলেজ অফ প্রফেসানাল স্টাডিজ, বাউই স্টেট ইউনিভার্সিটি
* মিস. সামান্থা শ্লিট্যার, স্টাফ, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
* ডঃ মেরি হোপ শোবেল, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, একাডেমি ফর ইন্টারন্যাশনাল কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড পীসবিল্ডিং, যুক্তরাষ্ট্র ইনস্টিটিউট ফর পীস
* মিস. সারাহ্ শ্লেসিঙ্গার, ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিলেশন্স এ্যাসোশিয়েট, দ্য বেকেট ফান্ড
* ডঃ ফ্রাঙ্ক সেলিন, কিরগিস্তান ডেস্ক অফিসার যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
* মিস. আনা-লী স্টাঙ্গল, ক্রিশ্চিয়ান সলিডারিটি ওয়ার্ল্ডওয়াইড
* মিস. কালিন্ডা স্টিফেনসন, প্রফেসনাল স্টাফ, টম লান্টোস হিউম্যান রাইট্স কমিশন
* মি. জর্ডান টামা,লীড ডেমোক্র্যাটিক স্টাফার, টম লান্টোস হিউম্যান রাইট্স কমিশন
* মি. শন ট্যান্ডন, এ.এফ.পি
* ডঃ উইলহেল্মাস ভল্কেনবার্গ, প্রফেসর, ধর্ম ও সংস্কৃতি, দি ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ এ্যামেরিকা
* মি. এ্যান্থনি ভান্স, পরিচালক বহিঃসম্পর্ক, বাহাইস অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেট্স
* মি. জেহাদ সালেহ উইলিয়াম্স, গভর্নমেন্ট এ্যাফেয়ার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইসলামিক রিলিফ, যুক্তরাষ্ট্র
* মিস. এ্যামিলিয়া ওয়াং, কংগ্রেস উওম্যান জুডি চু এর চীফ অফ স্টাফ
* মিস. মোহ শর্মা, কংগ্রেস উওম্যান জুডি চু এর লেজিস্লেটিভ ফেলো

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস- হাউজ রেজলিউশন ৭০৯

১১২তম কংগ্রেস
দ্বিতীয় অধিবেশন

হাউজ রেজলিউশন ৭০৯

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হিজ হোলিনেস হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ-কে ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্বাগত জানিয়ে এবং বিশ্ব শান্তি, অহিংসতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ চেষ্টার স্বীকৃতি জানিয়ে।

হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌স-এ
জুন ২৭, ২০১২

মিস.যোই লফগ্রেন অফ ক্যালিফোর্নিয়া (নিজের এবং মি. শারম্যান, মি. কনোলি অফ ভার্জিনিয়া, মি. হিঞ্চি, মিস. এশু, মি. স্পিয়ার, মিস. রিচার্ডসন, মি.শিফ, মিস. শাকোভস্কি, মি. হন্ডা, মি. উওল্ফ, মি. পিটার্‌স, মি. ডেন্ট, মিস. চু, মি. বারম্যান, মি. ফ্রাঙ্কস অফ এ্যারিযোনা, মিস. জ্যাকসন লী অফ টেক্সাস, মিস. শোয়ার্জ, মি. ব্রেলী অফ আইওয়া এবং মি. ম্যাকগভার্ন এর পক্ষ থেকে) নিম্লোক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পেশ করেন,যা ফরেন এ্যাফেয়ার্‌স কমিটিতে প্রেরিত হয়।

সিদ্ধান্ত

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হিজ হোলিনেস হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ-কে ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্বাগত জানিয়ে এবং বিশ্ব শান্তি, অহিংসতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ চেষ্টার স্বীকৃতি জানিয়ে।

যেহেতু, বিশ্ব জুড়ে বহু মিলিয়ন অনুসারীর সংগঠন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হিজ হোলিনেস হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ জুন ১৬, ২০১২ থেকে জুলাই ২, ২০১২ এক ঐতিহাসিক সফরে যুক্তরাষ্ট্র এসেছেন;

যেহেতু, হিজ হোলিনেস এপ্রিল ২২, ২০০৩ মির্যা গোলাম আহ্মদ এর পঞ্চম খলিফা নির্বাচিত হন, একটি পদ যাতে আমৃত্যু তিনি আসীন থাকবেন।

যেহেতু, হিজ হোলিনেস শান্তির স্বপক্ষে সক্রিয় একজন শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম নেতা যিনি তাঁর খোতবা, বক্তৃতা, বই ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মানব সেবা ও সর্বজনীন মানবাধিকার, এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ সংক্রান্ত আহমদীয়া মূল্যবোধসমূহের প্রসারে অবিরাম চেষ্টায় রত আছেন;

যেহেতু আহমদীয়া সম্প্রদায় বারবার বিভিন্ন প্রকারের বৈষম্য, নিপীড়ন ও সহিংসতাসহ বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের শিকার হয়েছে;

যেহেতু মে ২৮, ২০১০ পাকিস্তানের লাহোরে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের দুটি মসজিদে আহ্মদীয়া বিরোধি ন্ত্রাসের আক্রমণে ৮৬ জন আহ্মদী মুসলমান নিহত হন;

যেহেতু আহ্মদী মুসলমানরা বিরামহীন সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের শিকার হওয়া সত্ত্বেও হিজ হোলিনেস এখনো সহিংসতা অবলম্বনকে নিষেধ করে চলেছেন;

যেহেতু, হিজ হোলিনেস মানবতার সেবার পথকে প্রশস্ত করে বিশ্ব জুগে সফর করে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন।

যেহেতু, যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সফরকালে তিনি সম্পর্ক বন্ধন দৃঢ় করতে এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথের অনুসন্ধান করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উল্লেখযোগ্য নেতৃবর্গ ছাড়াও হাজার হাজার আহ্মদী মুসলমানের সাক্ষাত করবেন;

যেহেতু জুন ২৭, ২০১২ সকালে হিজ হোলিনেস ক্যাপিটল হিলের রেবার্ন হাউস অফিস বিল্ডিং এ এক বিশেষ দ্বিপাক্ষিক সম্বর্ধনায় জাতি-সমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায় ভিত্তিক সুসম্পর্কই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ, শীর্ষক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন : অতএব এখন নেওয়া হোক এ সিদ্ধান্ত, যে হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌স-

(১) হিজ হোলিনেস মির্যা মাসরূর আহ্‌মদকে ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্বাগত জানায়;

(২) ব্যক্তিগত ও বিশ্ব শান্তি এবং ব্যক্তি ও বিশ্ব পর্যায়ে ন্যায় এর প্রসারের জন হিজ হোলিনেসের প্রশংসা করে এবং

(৩) আহ্‌মদী মুসলমানদের সর্বদা, এমনকি নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সহিংসতা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দানে ধৈর্যের জন্য হিজ হোলিনেসের প্রশংসা করে।

জাতিসমূহের মধ্যে সুবিচারপূর্ণ সম্পর্কই প্রকৃত শান্তির পথ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম-আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ-আপনাদের সকলে উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

আপনারা সময় বের করে আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন-তাই প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাকে এমন একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যা অত্যন্ত ব্যাপক। এর বহুবিধ দিক রয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বিষয়টির খুঁটিনাটি তুলে ধরা সম্ভব নয়। আর যে বিষয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে **'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়'**। আজকের পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি বিষয়। সময়ের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি **"জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক রচনায় ইসলামি শিক্ষা"-** এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য তুলে ধরবো।

প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জিত হতে পারে না। আর এই নীতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর কিছু মানুষ ছাড়া কেউ এ কথা দাবি করে বলতে পারে না, অমুক সমাজে বা দেশে অথবা গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে। এতদ্সত্ত্বেও আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত্ব বিরাজ করতে দেখছি। বিভিন্ন দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমন নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তাদের

নীতি- নির্ধারণের দাবী থাকা সত্ত্বেও এই বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ বিদ্যমান। অথচ সবাই দাবি করে বলে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই হল তাদের মূল লক্ষ্য! কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে, বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে আর এর ফলে যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে-এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয়, এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। তাই যেখানে বা যখনই বৈষম্য চোখে পড়ে তা দূর করা এবং এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য। আর তাই নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হিসেবে, ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও শান্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় সংগঠন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল, যে মসীহ্ এবং সংস্কারকের এ যুগে আবির্ভাবের ও বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার কথা ছিল, তিনি সত্যই এসে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক। আর এ কারণে আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কোরআনের অনুশাসন মেনে চলি আর ইসলামের সেই প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষার প্রচার করি যার ভিত্তি হল পবিত্র কোরআন। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায় ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে আমি যা বলবো তা হবে কোরআনের শিক্ষার আলোকে।

বিশ্বে শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা সকলে নিয়মিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন এবং নিঃসন্দেহে অনেক উদ্যোগও নেন। আপনাদের সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত মন-মানসিকতা আপনাদেরকে মহৎ ধ্যান-ধারণা, পরিকল্পনা এবং শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন রূপরেখা উপস্থাপনে সহায়তা করে। তাই এ বিষয়ে জাগতিক বা রাজনৈতিক আঙ্গীকে আমার বলার প্রয়োজন নেই, বরং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাই হবে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। আর আগেই বলেছি, এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার আলোকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশিকা উপস্থাপন করবো।

একথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, মানবীয় জ্ঞান ও মেধা ত্রুটি মুক্ত নয়, বরং এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা নির্ধারণের সময়, প্রায়শই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মানব হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে বিচার ক্ষমতাকে কলুষিত করে দিতে পারে এবং এর পরিণতিতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্তও হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি অন্যায় ফলাফল নির্ধারণ ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন নিখুঁত; হীন স্বার্থ সিদ্ধি বা অ-ন্যায্য কোন উপকরণই এতে থাকে না। এর কারণ হল, আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টির জন্য কেবল মঙ্গলই কামনা করে থাকেন আর তাই তাঁর আইন হল সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য। পৃথিবীর মানুষ যেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেদিন প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির ভিত রচিত হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে, কয়েকটি দেশের নেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্খা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে ‘লীগ অব্ নেশনস্’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্ব জুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পর এক ‘লীগ’ থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এতে বিরাজমান সেই অসাম্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয়নি। ‘লীগের’ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এ পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা সবাই এই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতে বিশ্ব জুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক নিরীহ জনসাধারণ।

এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি নির্ধারণের উপলক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল যা বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারতো। তৎকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় আর এভাবে ‘জাতিসংঘ’

প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু অচিরেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তা আজও অর্জিত হয়নি। ইদানিং কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অকপট বিবৃতি নিঃসন্দেহে এর ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে।

প্রশ্ন হল, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলামের ভাষ্য কি ? পবিত্র কোরআনের ৪৯সূরার ১৪ নাম্বার আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মানুষে মানুষে জাতিগত ভিন্নতা বা কৃষ্টিগত পার্থক্য আমাদের পরিচিতির একটি মাধ্যম মাত্র, কিন্তু এটি কারও উপর অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব কোন ভাবেই সাব্যস্ত বা প্রদান করে না। কোরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। উপরন্তু, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর শেষ ভাষণে সকল মুসলমানকে চিরকাল এ কথা স্মরণ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, একজন আরববাসী একজন অনারবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়, আবার একজন অনারবও একজন আরবের উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। তিনি আরো বলেছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিও একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব সকল জাতি ও সকল বর্ণের মানুষ সমান-এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা। আর একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সকল মানুষকে বৈষম্য ও পক্ষপাতহীনভাবে সম অধিকার প্রদান করা উচিত। এটিই হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জাতির মাঝে সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল পন্থা ও অপরিহার্য সূত্র।

কিন্তু আজ আমরা শক্তিশালী এবং দুর্বল জাতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ ও বৈষম্য দেখতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ, জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের মাঝে আমরা বৈষম্য লক্ষ্য করি। অনুরূপভাবে, নিরাপত্তা পরিষদে কিছু 'স্থায়ী' সদস্য আছে আবার কিছু আছে 'অস্থায়ী'। এই বিভাজন উদ্বেগ ও হতাশার আভ্যন্তরীণ একটি কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয় আর এ জন্য আমরা প্রায়শই কয়েকটি দেশকে এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর দেখতে পাই।

ইসলাম ধর্ম সকল ক্ষেত্রে নিখাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সাম্যের শিক্ষা দেয়।

আমরা পবিত্র কোরআনের ৫নম্বর সূরার ৩ নম্বর আয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেখতে পাই। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ের দাবী সমুন্নত রাখতে হলে এমন লোকদের সাথেও ন্যায্য ও সাম্যের আচরণ করা আবশ্যক, যারা ঘৃণ্য ও শত্রুতা প্রদর্শনে সকল সীমা অতিক্রম করে। আর পবিত্র কোরআনের শিক্ষা হল, যেখানে যে-ই তোমাদের কল্যাণ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান করে তোমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। আর যে-ই যে ক্ষেত্রে পাপ ও অন্যায় করতে তোমাদের পরামর্শ দেয়, তোমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায় ইসলাম যে ন্যায় পরায়ণতার কথা বলে, এর মানদন্ড কী? পবিত্র কোরআনের ৪নম্বর সূরার ১৩৬নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কাউকে যদি তার নিজের বিরুদ্ধে বা তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে বা তার সবচেয়ে প্রিয় কারও বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, ন্যায়-নীতি এবং সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য তার এ কাজ করা উচিত।

নিজেদের অধিকারের নামে শক্তিশালী ও উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলির প্রাপ্য অধিকার খর্ব করা উচিত নয়, আর দরিদ্র জাতিগুলোর প্রতি অন্যায় আচরণ করা থেকেও তাদের বিরত থাকা উচিত। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর উচিত, তারা যেন শক্তিশালী বা উন্নত জাতিগুলোর ক্ষতিসাধনে সুযোগ সন্ধান না করে। বরং উভয় পক্ষেরই ন্যায়-নিষ্ঠার নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। সত্যিকার অর্থে, এটি আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি-সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আর একটি শর্তের কথা পবিত্র কোরআনের ১৫নম্বর সূরার ৮৯নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, কোন পক্ষই যেন অপরের সম্পদ ও বিত্তের প্রতি ঈর্ষা বা লোভাতুর দৃষ্টিতে না তাকায়। একইভাবে, এক দেশের পক্ষ থেকে আর এক দেশকে সহায়তা বা সমর্থন দানের মিথ্যে অজুহাতে তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস বা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে, অন্যের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্র সমূহকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের নামে তাদেরকে ভারসাম্যহীন ব্যবসায়ীক লেনদেন বা চুক্তিতে বাধ্য করা উচিত নয়। একইভাবে, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির বা সহায়তা প্রদানের নামে

উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার ফন্দি আঁটা উচিত নয়। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে যথাযথ ব্যবহার করতে হয় তা স্বল্প শিক্ষিত সমাজ বা সরকারকে শেখানো উচিত। জাতি এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, সমাজের বঞ্চিত শ্রেণী-কে সেবা ও সাহায্য প্রদান করা। তবে এই ধরনের সেবা জাতীয় বা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেন না হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত ছয় বা সাত দশক ধরে জাতিসংঘ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এই প্রচেষ্টায় তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্‌ঘাটন করেছে। এত সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন দরিদ্র দেশই উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি। এর অন্যতম একটি কারণ হল, এসব দরিদ্র দেশের শাসকদের ব্যাপক দুর্নীতি। যদিও দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, উন্নত দেশগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে এরপর ও এসব সরকারের সাথে লেনদেন অব্যাহত রেখেছে। এদের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন, আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং ব্যবসায়ীক চুক্তির ধারা অব্যাহত থেকেছে। এর ফলে, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে হতাশা এবং অস্থিরতা ক্রমাগতভাবে বেড়েছে যা এসব দেশে বিদ্রোহ ও আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগণ এত বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা কেবল নিজেদের নেতাদের বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ নয় বরং পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধেও তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ। এমতাবস্থায়, চরমপন্থী দলগুলোর হাত শক্তিশালী হচ্ছে-যারা এই হতাশার সুযোগ নিয়ে এসব হতাশাগ্রস্ত লোককে তাদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করছে এবং তাদের ঘৃণা সর্বস্ব মতবাদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হচ্ছে। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্ব শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসলাম আমাদের মনোযোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় উপকরণের প্রতি আকর্ষণ করে। এজন্য চাই অকৃত্রিম ন্যায়পরায়ণতা। এর জন্য সব সময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য। আমরা যেন অন্য কারও সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে না তাকাই, এটি হল এর দাবি। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থসিদ্ধির সেবার চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে অনুন্নত ও দরিদ্র

জাতিসমূহের সাহায্য ও সেবা করবে, এটিই এর দাবি। এসব দিক যদি মেনে চলা হয় কেবল তবেই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

স্মরণ রাখবেন, অন্যায়-অবিচার বিরাজমান থাকলে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। অতএব কোন দেশ যদি সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্য আরেক দেশকে আক্রমণ করে ও অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ করায়ত্ত করতে চায়, তাহলে এই নিষ্ঠুরতা থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু এ কাজে তাদেরকে সর্বদা ন্যায় নীতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামি শিক্ষানুসারে যে সব পরিস্থিতিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা সবিস্তারে কোরআনের ৪৯নম্বর সূরার ১০নম্বর আয়াতে উল্লিখিত আছে। পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেয়, যখন দুটি জাতি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় আর বিবাদ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়, তখন অন্যান্য সরকারের উচিত তাদেরকে সংলাপ এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনার প্রতি জোরালোভাবে আহ্বান জানানো, যেন তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তি করে একটি সন্ধি বা মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। তবে যদি কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত মেনে না নেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহলে আগ্রাসীকে থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা উচিত। আগ্রাসী জাতি যখন পরাজিত হয় এবং সে পারস্পরিক আলোচনায় বসতে সম্মত হয়, তখন সকল পক্ষের এমন একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য কাজ করা উচিত যা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি এবং মীমাংসার পথ সুগম করবে। কোন জাতিকে শিকলাবদ্ধ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কঠোর ও অন্যায় কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এ দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হল অস্থিরতা, যা আরো বিভৎস রূপধারণ করবে এবং বিস্তৃত হবে। পরিণামে ছড়িয়ে পড়বে আরও নৈরাজ্য।

তৃতীয় কোন সরকার যদি বিবাদমান দুইপক্ষের মাঝে মীমাংসার চেষ্টা করে, তার উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করা। আর এই নিরপেক্ষতা তখনও বিদ্যমান থাকতে হবে যখন কোন এক পক্ষ এর বিরুদ্ধাচরণ করে। এমন পরিস্থিতিতেও তৃতীয় পক্ষের কোন প্রকার ক্ষোভপ্রকাশ করা উচিত নয় বা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে অথবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। সকল পক্ষকে তাদের

যথাযথ অধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। শান্তি প্রক্রিয়ায় যে সব দেশ ন্যায় বিচারের দাবি পূরণের লক্ষ্যে মধ্যস্থতা করে, তাদের উচিত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা বা অন্যায়ভাবে উভয় দেশের কাছ থেকে অ-ন্যায্য সুযোগ সুবিধা আদায় বা এ লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা। অন্যায় হস্তক্ষেপ বা কোন পক্ষের উপর অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার সুযোগ নেওয়া উচিত নয়। দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনাবশ্যক এবং অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এটি একদিকে সঠিকও নয় আবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এটি সহায়ক ভূমিকাও পালন করে না।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি এ বিষয়গুলো অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। এক কথায়, আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত গড়তে হবে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার উপর। অন্যথায়, আপনারা অনেকেই এ বিষয়ে একমত হবেন, অদূর ভবিষ্যতে নতুন নতুন জোট ও ব্লক তৈরী হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এভাবে বলা উচিৎ, এ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে যার ফলশ্রুতিতে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে এটি এক বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের রূপ লাভ করতে পারে। এ রকম ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধের কুফল নিশ্চিতভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই বিশ্বের সর্ব বৃহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত, প্রকৃত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। সেসব মহৎ লক্ষ্যে কাজ করা উচিত যা আমি ইতোমধ্যে বর্ণনা করে এসেছি। এমনটি করলে জগৎবাসী সব সময় আপনাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। আমি দোয়া করি, আমার এই আশা যেন বাস্তব রূপ লাভ করে (আমীন)।

আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ।

আমাদের রীতি অনুসারে অনুষ্ঠানের শেষে আমরা সাধারণত সমবেতভাবে নিরবে দোয়া করে থাকি। তাই এখন আমি দোয়া পরিচালনা করবো আর আহমদীগণ আমাকে অনুসরণ করবেন। আপনারা সবাই, আমাদের অতিথিবৃন্দ, নিজ রীতি অনুসারে প্রার্থনা করতে পারেন।

THE KEY TO PEACE—GLOBAL UNITY

EUROPEAN PARLIAMENT

BRUSSELS, BELGIUM, 2012

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] being welcomed by Martin Schulz, President of European Parliament

His Holiness leading silent prayer at conclusion of the European Parliament event.
Seated to his right: Dr. Charles Tannock (MEP-UK), left: Rafiq Hayat (National Amir AMA UK)

Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba] delivers the keynote address at the European Parliament event

Press Conference with Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] at European Parliament. Seated with His Holiness is Dr. Charles Tannock (MEP-UK and Chair of European Parliament Friends of Ahmadiyya Muslims Group)

Tunne Kelam (MEP Estonia & Vice-Chair of European Parliament Friends of Ahmadiyya Muslims Group) meeting with His Holiness

Phil Bennion (MEP West Midlands and member of European Parliament's South Asia Delegation) meeting with His Holiness

পটভূমি

২০১২ সালের ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ৫ম খলিফা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ খামিস (আইঃ) ব্রাসেল্‌স-এ অবস্থিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টে প্রথমবারের মত সফর করেন, যেখানে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সাড়ে তিন শতাধিক অতিথির ভরা সমাবেশে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল ডঃ চার্লস ট্যানক (এম.ই.পি-যুক্তরাজ্য)-এর সভাপতিত্বে নব গঠিত সর্বদলীয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট গ্রুপ **"ফ্রেন্ডস্ অফ আহ্‌মদীয়া"**। এটি এম.ই.পি-দের একটি সর্বদলীয় এবং সর্ব-ইউরোপীয় গ্রুপ যা ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে তুলে ধরা এবং ইউরোপ ও বাকি বিশ্বে তাদের পক্ষে কাজ করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। সফরকালে হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ)-বেশ কয়েকবার পার্লামেন্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন :

ডঃ চার্লস্ ট্যানক (এম.ই.পি-যুক্তরাজ্য)-সদস্য, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি; সদস্য, মানবাধিকার সাব-কমিটি, সহ-সভাপতি, ন্যাটো পার্লামেন্টারী এ্যাসেম্বলীর সাথে সম্পর্ক বিষয়ক পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল এবং সভাপতি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস্ অফ আহ্‌মদীয়া মুসলিম গ্রুপ।

টুনে কেলাম (এম.ই.পি-এস্টোনিয়া)-সদস্য, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি; সদস্য, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সাবকমিটি এবং সহ-সভাপতি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস্ অফ আহ্‌মদীয়া মুসলিম গ্রুপ।

ক্লদ মোরায়েস (এম.ই.পি-যুক্তরাজ্য)-সহ-সভাপতি, আরব উপদ্বীপের সাথে সম্পর্ক বিষয়ক প্রতিনিধি দল; সদস্য, নাগরিক অধিকার, বিচার ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি; উপ-নেতা, ইউরোপীয় পার্লামেন্টারী লেবার পার্টি এবং সহ-সভাপতি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট 'ফ্রেন্ডস্ অফ আহ্‌মদীয়া মুসলিম গ্রুপ'।

বারবারা লখবিহলার (এম.ই.পি-জার্মানী)-সভাপতি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট মানবাধিকার সাব-কমিটি।

জীন ল্যাম্বার্ট (এম.ই.পি-যুক্তরাজ্য)-সভাপতি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট দক্ষিণ

এশিয়া প্রতিনিধি দল।

ফিল বেনিয়ন (এম.ই.পি-যুক্তরাজ্য)-সদস্য, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধি দল এবং সভাপতি, লিবারাল ডেমোক্র্যাট ইউরোপীয় গ্রুপ।

৪ঠা ডিসেম্বর মূল অনুষ্ঠান তথা হুজুর (আইঃ)-এর মূল বক্তৃতার পূর্বে প্রেস রুমে একটি আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম , পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের সাংবাদিক ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিতে ৪০মিনিট দীর্ঘ এ সাংবাদিক সম্মেলনে হুজুর (আইঃ)-সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। বিশ্বে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে বি.বি.সি-র এক প্রশ্নের উত্তরে হুজুর (আইঃ) বলেন, "ইসলামের শান্তির বাণী একটি সার্ব-জনীন বাণী, যার কারণে আমাদের মূলমন্ত্র "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো' পরে" "(Love For All Hatred For None)" এক স্প্যানিশ মিডিয়া প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে হুজুর (আইঃ) বলেন যে, সকল বড় বড় ধর্মই তাদের আদি রূপে শান্তির বাণী শিক্ষা দিয়েছে আর তাই প্রকৃত মুসলমানগণ সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখে। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক নবী এ বার্তা নিয়ে এসেছেন যে, খোদা এক। মাল্টার এক মিডিয়া প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে হুজুর (আইঃ) বলেন, "আহ্মদীয়া মুসলমানদের দায়িত্ব হল মানব জাতিকে খোদাতা'লার নিকটবর্তী করা এবং পৃথিবীর মানুষকে একে অন্যের অধিকার রক্ষার দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন করা।

মূল অনুষ্ঠানের সময় সভাস্থল দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস অফ আহমদীয়া মুসলিমস্ গ্রুপের সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ মঞ্চে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-কে স্বাগত জানান। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্টিন শূল্য এম.ই.পি. হুজুর (আইঃ)-এর মূল বক্তৃতার পূর্বে কয়েকজন এম.ই.পি. দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখেন এবং আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রচারিত শান্তিপূর্ণ ইসলামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধের কথা ব্যক্ত করেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস্ অফ আহমদীয়া মুসলিম গ্রুপের সভাপতি ডঃ চার্লস্ ট্যানক এম.ই.পি. বলেন "আহ্মদী মুসলমানগণ বিশ্বে সহিষ্ণুতার এক স্বাগত উদাহরণ"। আমরা এখানে নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ খামিস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক মূল বক্তৃতাটি পেশ করছি।

শান্তির চাবিকাঠি-বিশ্ব ঐক্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবর্গ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু- আপনাদের সকলের উপর শান্তি এবং আল্লাহ্র আশীষ অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি এ অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আমাকে এখানে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আপনাদের সকলকে সম্বোধন করে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আরো ধন্যবাদ দিতে চাই সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে যারা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত রয়েছেন এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে যারা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেক বড় কষ্ট স্বীকার করেছেন।

যারা আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত বা সম্প্রদায়-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এমনকি তারা যারা তুলনামূলকভাবে কম ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কিন্তু একক আহ্মদীদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রয়েছে, তারা এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে থাকবেন যে, একটি সম্প্রদায় হিসেবে আমরা সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। আর নিশ্চিতভাবে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করে থাকি।

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হিসেবে যখনই সুযোগ আসে আমি নিয়মিত এ বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করে থাকি। আমি যে শান্তি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বিষয়ে কথা বলে থাকি, তা এ জন্য নয় যে,

আহ্মদীয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কোন নতুন শিক্ষার আগমন ঘটেছে। যদিও এটি নিশ্চিতভাবে সত্য যে, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকল কাজের মূল সেই শিক্ষার মধ্যে নিহিত যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট আবির্ভূত হয়েছিল।

মহানবী (সাঃ)-এর যুগের পরবর্তী ১৪শত বছরে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আনীত পবিত্র শিক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দীর্ঘদিন ভূলে বসেছিল। তাই প্রকৃত ইসলামের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মহানবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। আমি যখন বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষার বিষয়ে কথা বলি, তখন আমার অনুরোধ যে, এ বিষয়টি আপনারা আপনাদের দৃষ্টিপটে রাখবেন।

আমার আরো উল্লেখ করার প্রয়োজন যে 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা'-র একাধিক দিক। যেভাবে এর প্রতিটি আঙ্গিক নিজ সত্ত্বায় গুরুত্ব বহন করে, একই সাথে যেভাবে এ আঙ্গিকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ স্বরূপ সমাজের শান্তির মূল ভিত্তি পরিবার বা ঘরের শান্তি ও সৌহার্দ্য। ঘরের পরিবেশের প্রভাব ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর প্রভাব স্থানীয় এলাকার শান্তির উপর পড়ে, যা আবার পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর শহর বা নগরীর শান্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি ঘরে অশান্তি থাকে, তবে তা স্থানীয় এলাকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং তা আবার শহর বা নগরের উপর প্রভাব ফেলবে। একইভাবে শহর বা নগরীর অবস্থা পুরো দেশের শান্তির উপর প্রভাব ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত জাতির অবস্থা পুরো অঞ্চল বা পুরো বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতিকে প্রভাবিত করবে। অতএব এটি স্পষ্ট যে যদি আপনি শান্তির কোন একটি আঙ্গিক নিয়েও আলোচনা করতে চান তবে তার পরিধি সীমিত থাকবে না, বরং তা ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে, আমরা দেখে থাকি যে,

যেখানে শান্তির অভাব রয়েছে, সেখানে বিদ্যমান সমস্যা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার যে আঙ্গিকটি লংঘিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিষয়টি সুরাহা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন। এ বিষয় মাথায় রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে এদের বিস্তারিত সমাধান প্রদান করার জন্য আমাদের হাতে যা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন। তথাপি আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অন্ততঃ কিছু দিক উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

আধুনিক পৃথিবীতে আমরা লক্ষ্য করি যে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং বিশ্বে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার জন্য এ ধর্মকে দায়ী করা হয়। যদিও ইসলাম শব্দটির অর্থই 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' তবু এরূপ অভিযোগ করা হয়ে থাকে। উপরন্তু, ইসলাম সেই ধর্ম যা শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং এটি অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলো বিধি-বিধান প্রদান করেছে। ইসলামে প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার একটি চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপনের বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমি বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। আমি নিশ্চিত যে, আপনারা ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সম্যক অবহিত আছেন। তারপর ও আমি এর অবতারণা করবো, যেন আমি যখন ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষার আলোচনা করবো তখন আপনাদের দৃষ্টিপটে এ বিষয়গুলো থাকে। আমরা সকলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ও স্বীকার করি যে, আজকের পৃথিবী এক বিশ্ব পল্লীতে পরিণত হয়েছে, আমরা সকলে নানাভাবে সংযুক্ত, তা আজকের দিনের আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক অথবা মিডিয়া বা ইন্টারনেট বা অন্যান্য বিবিধ মাধ্যমেই হোক। এ সমস্ত কারনে পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে বিশ্বের দেশগুলো একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আমরা দেখি যে, গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে সকল গোত্র, ধর্ম ও জাতি সত্ত্বার মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে এবং একত্রে বসবাস করছে। সত্যই আজ অনেক দেশে ভিন্ন দেশ হতে এসে অভিবাসন গ্রহণকারী জনসংখ্যা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অভিবাসন গ্রহণকারীরা এমনভাবে সমাজের মধ্যে গ্রথিত হয়ে গেছে যে, সরকার বা স্থানীয় জনগণের পক্ষে তাদেরকে সরানো এখন অতীব দুষ্কর এমনকি অসম্ভব।

যদিও অভিবাসনের সুযোগকে সংকীর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপও করা হয়েছে। তথাপি এমন অনেক উপায় রয়ে গেছে যার মাধ্যমে এক দেশের নাগরিক অন্যদেশে প্রবেশ করতে পারে। বস্তুতঃ অবৈধ অভিবাসনকে যদি বাদও দেওয়া হয়, আমরা দেখি যে কতকগুলো আন্তর্জাতিক আইন বিদ্যমান যা যথার্থ কারণে যারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয় তাদের স্বপক্ষে কাজ করে।

আমরা আরো লক্ষ্য করি যে, গণ-অভিবাসনের ফলে কোন কোন দেশে অস্থিরতা ও টানাপোড়েন ছড়িয়ে পড়ছে। এর জন্য উভয় পক্ষই দায়ী- অভিবাসী এবং স্থানীয় জনগণ। একদিকে অভিবাসীগণের একাংশ তাদের নতুন দেশের সমাজের সাথে একাত্ম হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্থানীয়দের উস্কে দেয়; আর অপর দিকে স্থানীয়দের একাংশের মাঝে সহিষ্ণুতা ও উন্মুক্ত হৃদয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সময়ে সময়ে এ ঘৃণা বাড়তে বাড়তে খুবই মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়। বিশেষ করে, পাশ্চাত্য জগতে কতক মুসলমানের বিশেষতঃ অভিবাসীগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে স্থানীয়দের ঘৃণা ও শত্রুতা অনেক সময় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। এ ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া কেবল ক্ষুদ্র মাত্রায় সীমিত নয়, বরং চরম পর্যায়ে উপনীত হতে পারে এবং হয়েও থাকে, আর এ কারণেই পাশ্চাত্য নেতৃবর্গ নিয়মিতভাবে এ সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রেখে থাকেন। সুতরাং আমরা দেখি যে, কখনো জার্মান চ্যান্সেলর মুসলমানদের জার্মানীর সাথে একাত্ম হওয়ার বিষয়ে কথা বলছেন; কখনো বা আমরা দেখি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের সমাজে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন; আর কোন কোন দেশের নেতৃবৃন্দ তো মুসলমানদের হুঁশিয়ারী পর্যন্ত দিয়েছে। বিদ্যমান সংঘাতসমূহের ভিতরের অবস্থার গুরুতর অবনতি যদি না হয়ে থাকে, অন্ততঃ উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ বিষয়গুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং শান্তিকে বিনষ্ট করার পথে নিয়ে যেতে পারে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এমন সংঘাতের প্রভাব পশ্চিমা জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পুরো পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের উপর এর ফলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জগতের মধ্যে সম্পর্কের গুরুতর অবনতি হবে। অতএব এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ও শান্তির বিস্তারের জন্য সকল

দলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সরকারগুলোকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করে, যেগুলোর মাধ্যমে অন্যের অনুভূতিতে কোন প্রকার আঘাত বা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা উচিত।

অভিবাসীগণের বিষয়ে বলবো যে, স্থানীয় লোকদের সাথে একাত্ম হওয়ার সদিচ্ছা নিয়েই তাদের দেশে প্রবেশ করতে হবে, আর অপর পক্ষে স্থানীয়দের হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। উপরন্ত মুসলমানদের উপর কেবল কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করলেই তা শান্তির পথে নিয়ে যাবে না, কেননা কেবল এর দ্বারা মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারার পরিবর্তন করা যায় না। এটি কেবল মুসলমানদের বিষয় না, বরং যখনই কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম বা বিশ্বাসের জন্য জোরপূর্বক অবদমিত করা হয়, তখন এর এক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় যার ফলে শান্তি গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হবে। যেমনটি আমি ইতোমধ্যে বলেছি, আমরা লক্ষ্য করি যে, কোন কোন দেশে সংঘাতসমূহ বাড়ছে, বিশেষ করে স্থানীয় মানুষ এবং মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে। এটা স্পষ্ট যে উভয় পক্ষ ক্রমে ক্রমে পূর্বাপেক্ষা কম সহনশীল হয়ে উঠছে এবং একে অপরকে জানার বিষয়ে একরূপ অনীহা রয়েছে। ইউরোপীয় নেতৃবর্গকে এটা মেনে নিতে হবে যে এটিই বাস্তবতা এবং উপলব্ধি করতে হবে যে পারস্পরিক ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠায় তাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে। এটি অত্যাবশ্যকীয়, যেন প্রত্যেক ইউরোপীয় দেশের অভ্যন্তরে এবং ইউরোপীয় ও মুসলমান দেশসমূহের মাঝে সৌহার্দ্যের এক পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং বিশ্বের শান্তি যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ না হয়।

আমি বিশ্বাস করি যে এসব সংঘাত ও বিভক্তির কারণ কেবল ধর্ম বা বিশ্বাস নয় এবং এটি কেবল পাশ্চাত্য ও মুসলমান দেশসমূহের পার্থক্যের প্রশ্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধের গোড়ার কারণের মধ্যে বড় একটি হল বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সংকট। যখন কোন মন্দা বা ঋণ সংকট (ক্রেডিট ক্রাঞ্চ) ছিল না তখন কোনদিন কেউ অভিবাসীদের আগমন নিয়ে পরোয়া করে নি; মুসলিম হোক বা অমুসলিম বা আফ্রিকান। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন আর সে কারণেই এসব হচ্ছে, এটি এমনকি ইউরোপীয়

দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছে এবং এর ফলে কতক ইউরোপীয় জাতির মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও তিক্ততা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সর্বত্র নৈরাশ্যের অবস্থা দৃশ্যমান হচ্ছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর একটি মহান অর্জন হল ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গঠন করা, কেননা এর মাধ্যমে মহাদেশটি একতাবদ্ধ হয়েছে অতএব, আপনাদের উচিত হবে এ একতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে একে অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সাধারণ জনগণের মনে বিদ্যমান উৎকণ্ঠা ও ভীতিসমূহকে অবশ্যই দূর করতে হবে। একে অপরের সমাজকে রক্ষার খাতিরে আপনাদের উচিত হবে একে অপরের যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ মেনে নেওয়া, আর অবশ্যই প্রতিটি দেশের জনগণের কেবল যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত দাবিই উত্থাপন করা উচিত।

স্মরণ রাখবেন যে ইউরোপের শক্তি এর একতাবদ্ধ ও একত্রে এক হয়ে থাকার মধ্যে নিহিত। এরূপ একতা কেবল এখানে ইউরোপে আপনাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না, বরং বৈশ্বিক পর্যায়ে এ মহাদেশের শক্তি ও প্রভাব বজায় রাখার কারণ হবে। বস্তুতঃ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে গেলে, আমাদের প্রচেষ্টা এই হওয়া উচিত যে পুরো পৃথিবী যেন একতাবদ্ধ হয়। মুদ্রার দিক থেকে বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। মুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত আরও অভিবাসনের বিষয়ে সুসংহত ও বাস্তবমুখী নীতিসসমূহ গড়ে তোলা উচিত, যেন বিশ্ব একতাবদ্ধ হতে পারে। সারকথা হল এই যে, সকল দেশের একে অপরের সাথে সহযোগিতা করা উচিত যেন বিভক্তির স্থলে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয় তবে শীঘ্রই দেখা যাবে যে বিদ্যমান সংঘাতসমূহের অবসান হবে এবং এর স্থলে শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হবে, এ শর্তসাপেক্ষে যে, প্রকৃত ন্যায়ের চর্চা করা হয় এবং প্রত্যেক দেশ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে। আমাকে গভীর অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, যদিও এটি একটি ইসলামি শিক্ষা, ইসলামি দেশগুলো নিজেদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি।যদি তারা একে অপরের সহযোগিতা করতো এবং একতাবদ্ধ হত, তবে তাদেরকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ ও চাহিদা পূরণে সর্বদা

পশ্চিমা সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হত না।

এ কথাগুলোর সাথে আমি এখন বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রথমতঃ ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও প্রাথমিক একটি শিক্ষা এই যে একজন প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কথা ও কাজ থেকে অপর সকল শান্তিকামী মানুষ নিরাপদ থাকে। এটি একজন মুসলমানের সেই সংজ্ঞা যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদান করেছেন। এ মৌলিক ও অনুপম সুন্দর নীতি শোনার পরে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপনের আর কোন আবশ্যক থাকে কি? নিশ্চয় না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র যারা নিজ কথা ও কাজে অন্যায় ও বিদ্বেষ ছড়ায় তারাই শাস্তি প্রদানের যোগ্য। এভাবে, স্থানীয় পর্যায় থেকে বৈশ্বিক পর্যায় যদি সকল পক্ষ এ স্বর্ণালী নীতির গন্ডির মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা দেখবো যে, কখনো ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হবে না। কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতার উদ্ভব হবে না আর লালসা ও ক্ষমতালিপ্সা থেকে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হবে না। যদি এ প্রকৃত ইসলামি নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়, তাহলে দেশগুলোর অভ্যন্তরে জনসাধারণ একে অপরের অধিকার ও অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান হবে এবং সরকারগুলো সকল নাগরিককে রক্ষায় তাদের দায়িত্ব পালন করবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রত্যেক রাষ্ট্র একে অপরের সাথে প্রকৃত সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির স্পৃহা নিয়ে সমবেতভাবে কাজ করবে।

আর একটি মূল নীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে, এটা আবশ্যক যে সকল পক্ষ সর্বদা কোন প্রকারের দম্ভ বা অহমিকা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। মহানবী (সাঃ) তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তিতে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কোন কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপরও শ্বেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি অন্য কোন জাতির উপর কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির কোন মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আফ্রিকান বা এশীয় বা বিশ্বের অন্য কোন অংশের মানুষের। জাতি, বর্ণ ও গোত্রের এ বৈচিত্র্য কেবল আমাদের পরিচিত ও শনাক্তকরণের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সত্য এই যে, আধুনিক বিশ্বে আমরা সকলে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আজ এমনকি ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ শক্তিগুলো অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে টিকে থাকতে পারবে না। আফ্রিকান দেশগুলো বিচ্ছিন্ন থেকে সমৃদ্ধি লাভের আশা করতে পারে না, আর এশীয় দেশগুলোর পক্ষেও বিশ্বের কোন অংশের দেশ বা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আপনার সাদরে স্বাগত জানাতে হবে। গত কয়েক বছরের ইউরোপের তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে কম-বেশি বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে তা থেকে বিশ্ব আজ কিভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তদুপরি বিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্য বা অন্য কোন দক্ষতায় উন্নতি করার জন্য দেশগুলোর একে অপরের সাহায্য সহযোগিতার আবশ্যকতা রয়েছে।

আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এ পৃথিবীর মানুষকে, তারা আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া বা অন্য কোন স্থান থেকে আসুন না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অসাধারণ মেধাগত যোগ্যতা সমূহ প্রদান করেছেন। যদি সকল পক্ষ তাদের নিজ নিজ খোদা-প্রদত্ত যোগ্যতাসমূহ যথাসাধ্য বিশ্ব মানবতার উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করে, তাহলে আমরা দেখবো যে, বিশ্ব এক শান্তি নীড়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু, যদি উন্নত দেশগুলো স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নতি-অগ্রগতিকে দমন করতে চায় আর সে সব দেশের উর্বর ও মেধাবী মস্তিষ্কের ব্যক্তিদের সুযোগ না দেয়, তাহলে সন্দেহ নাই যে, অস্থিরতা বিস্তার লাভ করবে এবং এর ফলে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করবে।

শান্তির প্রসারে ইসলামের আর একটি নীতি হল অন্যের প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার বা তাদের কোন অধিকার হরণ হলে আমাদের তা সহ্য করা উচিত না। ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের নিজেদের অধিকারের হরণ মেনে নিই না, অন্যদের ক্ষেত্রেও এটি আমাদের মেনে নিতে প্রস্তুত থাকা উচিত না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যখন প্রতিশোধ গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তখন তা প্রথম সীমালংঘনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু, যদি ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে সংশোধনের অবকাশ থাকে তবে ক্ষমার পথটি বেছে নেওয়া উচিত। প্রকৃত এবং সবচেয়ে অগ্রগণ্য উদ্দেশ্য সব

সময় হওয়া উচিত সংশোধন, সমঝোতা ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা। অথচ, বাস্তবে আজ কি ঘটছে? যদি কেউ কোন ভুল বা অন্যায় করে থাকে, তাহলে আক্রান্ত পক্ষ এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে চায় যা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যের ঊর্ধে এবং যা মূল সংঘটিত অন্যায়ের চাইতে অনেক গুরুতর।

আজ ঠিক এ বিষয়টিই ইস্রায়েল ও ফিলিস্তিন এর মধ্যে ঘনায়মান সংঘাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বড় শক্তিগুলো সিরিয়া, লিবিয়া বা মিশরের পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলিভাবে তাদের ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে; যদিও এ বিতর্ক করা যায় যে এগুলো মূলত ছিলো তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা অথচ তাদেরকে (বৃহৎ শক্তিগুলোকে) ফিলিস্তিনী জনগণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন বা অন্তত তেমন ভাবে উদ্বিগ্ন মনে হয় না। এই ডবল স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বৈত আচরণের উপলব্ধি মুসলমান দেশগুলোর জনগণের অন্তরে বৃহৎ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের কারণ হচ্ছে। এ ক্রোধ এবং বিদ্বেষ অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে কোন মুহূর্তে এটি উপচে পড়ে বিস্ফারিত হতে পারে। তার ফলাফল কি হবে? উন্নয়নশীল বিশ্বে কতটুকু ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে? তারা কি এমনকি নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে? উন্নত দেশগুলো কতটা প্রভাবিত হবে? কেবলমাত্র খোদাই এরূপ প্রশ্নের উত্তর জানেন। আমি এর উত্তর দিতে পারি না। আর কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। যেটুকু আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি তা এই যে বিশ্বের শান্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, আমি কোন নির্দিষ্ট একক দেশের অনুকূলে বা পক্ষে কথা বলছি না। আমি যা বলতে চাই তা হল সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা, তার অস্তিত্ব যেখানেই হোক না কেন, নির্মূল করতে হবে তা ফিলিস্তিনীদের দ্বারা সংঘটিত হোক না কেন বা ইস্রায়েলীদের বা অপর কোন দেশের মানুষের দ্বারা, নিষ্ঠুরতা সমূহকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, কেননা যদি এগুলোকে ছড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে ঘৃণার আগুন এভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে যে মানুষ অচিরেই বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটজনিত সমস্যাবলীকে ভুলে যাবে। এর চাইতে বহুগুণ ভীতিপ্রদ এক পরিস্থিতির তারা মুখোমুখি হবে। এত বড় সংখ্যায় প্রাণহানি হবে যে, আমরা তা চিন্তা বা কল্পনাও করতে পারি

না।

সুতরাং ইউরোপীয় দেশগুলো যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হয়েছে, তাদের দায়িত্ব যে, তারা তাদের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে হবে এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আন্তরিক হতে হবে। ইসলাম সবসময় ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতহীন আচরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এটি শিক্ষা দেয় যে কোন পক্ষকেই বৈষম্য মূলক সুবিধা বা অন্যায় সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। এমন হওয়া উচিত যে, অন্যায়কারী জানবে যে, যদি কোন দেশের প্রতি সে অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যত হয়, সেই দেশের আকার বা মর্যাদা নির্বিশেষে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাকে তা করতে দেবে না। যদি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা ভোগকারী রাষ্ট্রসমূহ এবং ঐ সকল দেশ যা বৃহৎ শক্তিগুলোর, এমনকি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর প্রভাবাধীন রয়েছে সকলে যদি এ নীতি অবলম্বন করে তবে এবং কেবল তখনই, শান্তির উদ্ভব হতে পারে।

উপরন্ত কেবল যদি ঐ সকল রাষ্ট্র, যারা জাতিসংঘে ভেটো প্রদানের অধিকার রাখে, যদি অনুধাবন করে যে তাদের আচরণের দায়ভার তাদেরকে নিতে হবে, তবেই প্রকৃত অর্থে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বরং আমি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলবো যে, ভেটো প্রদানের অধিকার কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে বা এর পথকে সুগম করতে পারে না। কেননা স্পষ্টতই সকল দেশের মর্যাদা সমান নয়। ইতিপূর্বে এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও নীতি নির্দ্ধারকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান কালেও আমি এ বিষয়টি চিহ্নিত করেছি। যদি আমরা জাতিসংঘের ভোট প্রদানের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে আমরা দেখি যে ভেটো ক্ষমতা যে সবসময় অত্যাচারিতকে বা যারা ন্যায়সংগত আচরণ করছে তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এমনটি নয়। বস্তুতঃ আমরা দেখেছি যে, কতক সময়ে ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিষ্ঠুরতাকে প্রতিহত করার বদলে সাহায্য সমর্থন করা হয়েছে। এটি কোন গোপন বা অজানা বিষয় নয়; অনেক বিশেষক এ বিষয়ে খোলাখুলি লেখে বা বলে থাকেন।

আর একটি সুন্দর নীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, সমাজে শান্তির জন্য সততা ও ন্যায় বিচারের নীতির উপর ক্রোধকে প্রাধান্য লাভের সুযোগ না দিয়ে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক একে দমন করা। ইসলামের সূচনা লগ্নের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রকৃত মুসলমানগণ সদা এ নীতির উপর চলেছেন; আর যে কেউ তা করেন নি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছেন। তথাপি আজ দুর্ভাগ্যক্রমে সব সময় এ চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। এমন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সেনা বাহিনীসমূহ বা সৈন্যরা, যাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মোতায়েন করা হয়, এমন আচরণ করে থাকেন যা তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। উদাহরণ স্বরূপ কোন কোন দেশে বিদেশী সৈন্যরা তাদের হাতে নিহতদের মরদেহের সাথে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও বীভৎস আচরণ করেছে। এভাবে কি শান্তি স্থাপিত হতে পারে? এরূপ আচরণের প্রতিক্রিয়া কেবল আক্রান্ত দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না বরং বিশ্বজুড়ে প্রকাশিত হয়। মুসলিম চরমপন্থীরা এর সুযোগ নেয় এবং বিশ্বের শান্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। যদিও এ (প্রতিক্রিয়া) ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

ইসলাম শেখায় যে, শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা সম্ভব যখন অত্যাচারিত এবং অত্যাচারি উভয়কে এমনভাবে সহায়তা করা হয় যা সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত, গোপন স্বার্থ বর্জিত এবং সকল প্রকার শত্রুভাবাপন্নতা থেকে মুক্ত। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সকল পক্ষকে সমান অবস্থান এবং সুষম ক্ষেত্র (Peace is made by giving all parties an equal platform and playing field) তৈরী করে দেওয়ার মাধ্যমে।

যেহেতু সময় সীমিত, আমি আর মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই আর তা এই যে, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, অন্যের ধন-সম্পদের দিকে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখা উচিত না। যা অন্যের তার প্রতি তোমাদের লোভাতুর অনুভূতি থাকা উচিত নয়। কেননা এটিও শান্তি পদদলিত হওয়ার অন্যতম কারণ। যদি সম্পদশালী দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ধন-সম্পদ তাদের (ধনী দেশগুলোর) নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আহরণ ও ব্যবহার করতে চায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই, অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে যথাযথ উন্নত দেশগুলো তাদের সেবার বিনিময়ে একটি ছোট ও ন্যায়সঙ্গত অংশ তাদের নিজ চাহিদা পূরণের জন্য নিতে

পারে। কিন্তু সম্পদের সিংহভাগ এ সকল অনুন্নত দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের সহায়তাকল্পে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তাদেরকে সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং উন্নত বিশ্বের সমমানের উন্নীত হওয়ার প্রয়াসে তাদের সহযোগিতা করা উচিত, কেননা তখনই, এবং কেবল তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যদি সে সব দেশের শাসকগণ সৎ না হয়ে থাকে, তবে পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশগুলোর উচিত সাহায্য প্রদান করে স্বয়ং সেই দেশের উন্নয়নের তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা।

আরো অসংখ্য বিষয় আছে যেগুলো আমি আলোচনা করতে পারতাম, কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি রেখে যেটুকু উল্লেখ করেছি তার মধ্যেই আমি নিজেকে সীমিত রাখবো। নিশ্চিতভাবে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে।

একটি প্রশ্ন আপনাদের হৃদয়ে উত্থিত হতে পারে আর তাই আমি আগেই তার উত্তর দিয়ে দিই। আপনারা বলতে পারেন যে, যদি এগুলোই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম বিশ্বে আমরা কেন এত বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা দেখে থাকি? এর উত্তর আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি একজন সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, যাকে আমরা আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিশ্বাস করি। আমরা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বদা যতদূর সম্ভব বিস্তৃত পরিসরে এ প্রকৃত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছি। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করতে চাই যে, আপনারা আপনাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলেও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়াসী হবেন, যেন বিশ্বের সকল অংশে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যদি আমরা এ কাজে ব্যর্থ হই, তবে পৃথিবীর কোন অংশ যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশা প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে না। আমরা দোয়া করি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পৃথিবীর মানুষকে, বিশ্বকে অনাগত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার প্রয়াসে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আকাঙ্খার উর্ধ্বে উঠার সৌভাগ্য দান করেন। আজকের বিশ্বে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, আর তাই আজ অন্যান্যদের পূর্বে এটি আপনাদের

দায়িত্ব যে, সংকটাপন্ন গুরুত্ববাহী এ বিষয়গুলোর প্রতি আপনাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন।

পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ দিতে চাই আমার বক্তব্য শুনতে সময় বের করে আসার জন্য। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

CAN MUSLIMS INTEGRATE INTO WESTERN SOCIETIES?

BAITUR-RASHEED MOSQUE
HAMBURG, GERMANY, 2012

Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmad, Khalīfatul-Masīḥ V[aba]
delivers the keynote address at Baitur-Rasheed Mosque

FRIEDEN
FREIHEIT
LOYALITÄT
15

মুসলমানদের পক্ষে কি পশ্চিমা সমাজে সমন্বিত হওয়া সম্ভব?

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবর্গ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু- আপনাদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি ও আশীষ বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি সেই সকল অতিথিবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের অনেকেই আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত বা আপনাদের সঙ্গে আহমদী মুসলমানদের পুরনো বন্ধুত্ব রয়েছে; আর আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের মধ্যে যারা সম্প্রতি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তারা ইতোমধ্যেই এ জামা'ত সম্পর্কে আরো জানতে আপনাদের অন্তরে এক গভীর আগ্রহ অনুভব করছেন। আপনাদের সকলের অংশ গ্রহণ প্রমাণ করে যে, আপনাদের এ বিশ্বাস আছে যে, আহ্‌মদী মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের মসজিদগুলোতে যাওয়ার মধ্যে কোন বিপদ বা ঝুঁকি নেই।

সত্যি এই যে, আজকের পরিমণ্ডলে, যেখানে ইসলাম সম্পর্কে প্রচারিত সংবাদ ও রিপোর্টসমূহের অধিকাংশই অত্যন্ত নেতিবাচক, আপনারা যারা অমুসলিম খুব সহজেই উদ্বিগ্ন হতে পারতেন যে, একটি আহ্‌মদী মসজিদে গেলে নানা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বা আপনার বড় কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, যেভাবে আমি বলেছি, আপনারা যে আজ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এটিই প্রমাণ করে যে, আহ্‌মদী মুসলামানদের আপনারা ভয় করেন না, আর তাদেরকে হুমকি হিসেবেও জ্ঞান করেন না। এটি প্রদর্শন করে যে, আপনারা আহ্‌মদীদের উত্তমরূপে মূল্যায়ন করেন এবং তাদেরকে আপনাদের তথা সংখ্যাগুরু জনগণের মতই আন্তরিক ও

শিষ্টাচারী বলে বিশ্বাস রাখেন।

এরূপ বলার সময় আমি এ সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করছি না যে, আপনাদের মাঝে অল্প সংখ্যক এমন মানুষ থাকতে পারেন যারা, আজ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, এখনও মনে এমন সংকোচ বা উদ্বেগ লালন করেন যে, এখানে উপস্থিত হওয়ার কিছু নেতিবাচক পরিণতি থাকতে পারে। এটা সম্ভব যে, আপনাদের মনে এ উৎকণ্ঠা রয়েছে যে, চরমপন্থী প্রবণতা বা মনোভাবের মানুষের পাশে হয়তো আপনাদের বসতে হবে। যদি আপনাদের কারোও মনে এরূপ ভীতি থেকে থাকে তবে আপনাদের অন্তর থেকে এ মুহূর্তে সেগুলো মুছে ফেলুন। আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক, আর তাই যদি ঘটনাক্রমে এমন কোন চরমপন্থী ব্যক্তি এ মসজিদে বা আমাদের এলাকায় প্রবেশের চেষ্টাও করে, তবে তাকে এ ভবন থেকে সরিয়ে নিতে দৃঢ় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করবো। সুতরাং আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আপনারা নিরাপদ হাতে রয়েছেন।

বস্তুতঃ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত এমন একটি সম্প্রদায় যেখানে যদি কোন সদস্য কোন সসময় কোথাও চরমপন্থী প্রবণতাসমূহ প্রকাশ করে থাকে, আইন ভঙ্গ করে বা শান্তি বিনষ্ট করে, তবে তাদেরকে জামা'ত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরূপ দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে আমরা আমাদের কর্তব্য মনে করি, কারণ 'ইসলাম' শব্দটি যার শাব্দিক অর্থ 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' এর প্রতি আমরা পরম শ্রদ্ধাশীল। 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত চিত্র আমদের সম্প্রদায়ের মাঝে প্রদর্শিত হয়। বস্তুতঃ ইসলামের এই সঠিক চিত্র উপস্থাপনকারীর আবির্ভাবের মহান ভবিষ্যদ্বাণী আজ থেকে ১৪শতাধিক বৎসর পূর্বে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) করে গিয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন যে, একটি সময় আসবে যখন মুসলমানদের বিশাল সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ ইসলামের প্রকৃত বিশুদ্ধ শিক্ষা ভুলে যাবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এমন সময়ে আল্লাহ্ এক ব্যক্তিকে সংস্কারকরূপে প্রেরণ করবেন এক মসীহ্ ও এক মাহ্‌দীরূপে যেন পৃথিবীর বুকে প্রকৃত ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বাস করি যে, আমাদের সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এ মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এ সম্প্রদায় উন্নতি করেছে এবং আজ বিশ্বের ২০২টি* দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সব দেশগুলোর প্রত্যেকটিতে সকল পটভূমি ও জাতিসত্ত্বার স্থানীয় মানুষ আহ্‌মদীয়াতকে গ্রহণ করেছে। আহ্‌মদী মুসলমান হওয়ার পাশাপাশি তাদের নিজ নিজ দেশের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবেও তারা নিজ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইসলামের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ দুই বিশ্বস্ততা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। আহ্‌মদী মুসলমানগণ, তারা যেখানেই বসবাস করুন না কেন, পুরো জাতির মধ্যে তারাই আইনের প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক। নিশ্চিতভাবে, আমি সন্দেহের লেশমাত্র ছাড়াই বলতে পারি যে, আমাদের জামা'তের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মাঝে এ গুণগুলো বিদ্যমান।

আর এ গুণগুলোর কারণেই যখনই কোন আহ্‌মদী মুসলমান এক দেশ থেকে আর এক দেশে অভিবাসন গ্রহণ করেন, অথবা যখন স্থানীয় মানুষ আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেন, তখন আহমদীদের নতুন সমাজে একাত্ম হতে কখনো কোন সমস্যা হয় না; বা তারা এ নিয়ে বিচলিতবোধ করেন না যে, তাদের পরিগ্রহণকৃত দেশটির জাতীয় স্বার্থের বিস্তারে তারা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন। আহ্‌মদীরা যেখানেই যাক, তারা যেভাবে সকল প্রকৃত নাগরিকের নিকট কাম্য সেভাবে তাদের দেশকে ভালোবাসবেন এবং তাদের দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করবেন। এটি ইসলাম যা আমাদেরকে এভাবে আমাদের জীবন-যাপন করার শিক্ষা দেয়, আর বস্তুতঃ এটি কেবল একে মৃদুভাবে উৎসাহিত করে তা নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে আমাদেরকে আদেশ দেয় যেন আমরা আমাদের বসবাসের দেশের প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত ও নিবেদিত থাকি। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ)-এ বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে, কোন প্রকৃত মুসলমানদের জন্য তার দেশের প্রতি ভালোবাসা তার ঈমান বা বিশ্বাসের অঙ্গ। যখন দেশপ্রেম ইসলামের একটি মৌলিক

* বর্তমানে ২১০টি দেশে

উপাদান, একজন প্রকৃত মুসলমান কিভাবে অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে পারে বা তার দেশের সাথে বিশ্বসঘাতকতা করে নিজ ঈমানকে বিসর্জন দিতে পারে? আহ্মদী মুসলমানদের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে জামা'তের আবালবৃদ্ধবনিতা দাঁড়িয়ে খোদাকে সাক্ষী রেখে শপথ করে থাকে যে, কেবল নিজ ধর্মের জন্যই নয় বরং নিজ নিজ দেশ ও জাতির জন্য তাদের জীবন, সম্পদ, সময় ও মান-মর্যাদাকে কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকবে। সুতরাং তাদের চাইতে বেশি বিশ্বস্ত নাগরিক আর কে সাব্যস্ত হতে পারে, যাদেরকে সর্বক্ষণ তাদের দেশের সেবার কথা স্মরণ করানো হচ্ছে এবং যাদের কাছে তাদের ধর্ম, দেশ ও জাতির খাতিরে সকল প্রকার কুরবানীর জন্য সদা প্রস্তুত থাকার শপথ বারবার নেওয়া হয়ে থাকে।

কারো মনে প্রশ্ন উদয় হতে পারে, এখানে জার্মানীতে মুসলমানদের সংখ্যগরিষ্ঠ আসেন পাকিস্তান, তুরস্ক ও অন্যান্য এশীয় দেশ থেকে, আর তাই যখন নিজ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার সময় আসে তখন তারা জার্মানির বদলে তাদের পিতৃভূমিকে প্রাধান্য দেবে। অতএব আমার বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা উচিত যে, যখন কোন ব্যক্তি জার্মান নাগরিকত্ব বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তখন তিনি সেই দেশের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হয়ে যান। আমি এ বছর কোব্লেনয-এ অবস্থিত জার্মান সামরিক সদর দপ্তরে একটি বক্তৃতা প্রদান কালেও এ বিষয়টির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমি ব্যাখ্যা করেছি যে, ইসলামের শিক্ষানুসারে, কি হওয়া উচিত যদি এমন পরিস্থিতির উদয় হয় যে, জার্মানের সাথে এমন একটি দেশের যুদ্ধের সূত্রপাত হল যেটি জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণকারী একজন অভিবাসীর পিতৃভূমি। যদি সেই অভিবাসীর অন্তরে নিজ পিতৃভূমির প্রতি সমবেদনা সৃষ্টি হয় এবং তার মনে হয় যে, জার্মানীর কোন ক্ষতির আশঙ্কা বা তার দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তবে এরূপ ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ নিজ নাগরিকত্ব বা অভি বাসম মর্যাদা বিসর্জনকরে নিজ পিতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু, যদি তিনি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে দেশটির প্রতি কোন প্রকারে বিশ্বাস ভঙ্গের কোনরূপ অনুমতি ইসলাম একেবারেই দেয় না। এটি একটি নিশ্চিত এবং দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা। ইসলাম কোন প্রকারের বিদ্রোহাত্মক

আচরণে, বা কোন নাগরিকের পক্ষে নিজ দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তের বা এর কোনরূপ ক্ষতি করার কোন অনুমতি দেয় না- তা অভিবাসনের মাধ্যমে অবলম্বনকৃত দেশ হোক বা অন্যরূপে। যদি কোন ব্যক্তি নিজ অবলম্বনকৃত দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে বা এর কোন ক্ষতি করে তবে তাকে রাষ্ট্রের এক শত্রু, এক বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য করে দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা উচিত। এতে একজন মুসলমান অভিবাসীর ক্ষেত্রে অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। আর সেই ক্ষেত্রে, যেখানে একজন স্থানীয় জার্মান বা যে কোন দেশের কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, এটি তার জন্য একেবারে স্পষ্ট যে, তার নিজ মহান দেশের প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা ছাড়া তার জন্য অন্য কোন পথ থাকতে পারে না। আর একটি প্রশ্ন মাঝে মধ্যে উত্থাপিত হয়, আর তা এই যে, যখন পাশ্চাত্যের কোন দেশ কোন মুসলমান দেশের সাথে যুদ্ধে রত হয় তখন পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের করণীয় কি? এ প্রসঙ্গে আমার প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যে, আমাদের জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, আমরা এখন এমন যুগে রয়েছি যেখানে ধর্মযুদ্ধ পুরোপুরি রহিত হয়েছে। ইতিহাসের পরিক্রমায় এমন সময় এসেছে যখন মুসলমান এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়েছে। সে সকল যুদ্ধে অমুসলিমদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের হত্যা করে ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

প্রাথমিক যুদ্ধগুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রে, অমুসলিমরা প্রথম আগ্রাসী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এর ফলে মুসলমানদের পক্ষে নিজেদেরকে এবং নিজ ধর্মকে রক্ষা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু, মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, সেরূপ পরিস্থিতি আর বিদ্যমান নয়। কেননা আধুনিক যুগের এমন কোন সরকার নেই যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা বা পরিকল্পনা করছে। বরং এর বিপরীতে আজ পাশ্চাত্য এবং অমুসলিম দেশগুলোর বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান। আমাদের জামা'ত এরূপ স্বাধীনতাসমূহের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যা আহ্মদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম দেশগুলিতে ইসলামের বাণী প্রচারের অনুমতি দেয়। এর ফলে আমরা ইসলামের প্রকৃত ও সুন্দর শিক্ষাসমূহ, যেগুলো শান্তি ও সৌহার্দ্যের, পাশ্চাত্য জগতে

উপস্থাপনের সুযোগ পায়। নিশ্চিতভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার কারণে আজ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য ইসলামের চিত্র উপস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছি। অতএব স্পষ্টতই আজ কোন ধর্মীয় যুদ্ধের প্রশ্নই নেই। এর বাইরে কেবল যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা এই যে, যেখানে একটি মুসলমান সংখ্যগরিষ্ঠ দেশের সাথে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের, বা অপর যে কোন দেশের ধর্মযুদ্ধ নয় এমন যুদ্ধের সূচনা হয়। তখন সেই খ্রীষ্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী দেশে বসবাসকারী মুসলমানের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম একটি স্বর্ণালী নীতি প্রদান করেছে আর তা এই যে, কারো কখনো কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা বা নির্যাতনে সহযোগিতা করা উচিত না। সুতরাং যদি নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার মুসলমান দেশের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে সেটি বন্ধ করা উচিত। আর যদি কোন খ্রীষ্টান দেশের পক্ষ থেকে নির্যাতন-নিপীড়ণ পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে সেটিও বন্ধ করা উচিত।

একজন একক নাগরিক কিভাবে তার নিজ দেশকে অন্যায় অবিচার করা থেকে বিরত রাখতে পারে? এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। আজ পাশ্চাত্য জগত জুড়ে গণতন্ত্র বিদ্যমান। যদি কোন বিবেকবান নাগরিকের দৃষ্টিতে তার সরকারের আচরণ নিপীড়ণমূলক হয়ে থাকে, তাহলে এর বিরুদ্ধে তার আওয়াজ ওঠানো উচিত এবং নিজ দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা উচিত। অথবা এমনকি একদল মানুষ ও দন্ডায়মান হয়ে এ বিষয়ে প্রয়াসী হতে পারে। যদি কোন নাগরিক দেখে যে, তার দেশ অপর কোন দেশের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করছে তখন তার নিজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজ উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত। দন্ডায়মান হয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজ উদ্বেগসমূহ ব্যক্ত করা কোনরূপ বিদ্রোহ বা দেশদ্রোহীতার কাজ নয় বরং এটি আপনার দেশের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসারই এক অভিব্যক্তি। একজন ন্যায়বান নাগরিক নিজ দেশের সুনামকে কলঙ্কিত হতে বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে পদদলিত হতে দেখা সহ্য করতে পারেন না আর তাই এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার মাধ্যমে দেশের প্রতি তার ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততাই তিনি প্রকাশ করছেন।

যত দূর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও এর প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক,

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যেখানে কোন দেশের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হয়, তখন অন্যান্য দেশের একতাবদ্ধ হয়ে আগ্রাসীকে বিরত করার চেষ্টা নেওয়া উচিত। যদি আগ্রাসী দেশের শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং তারা পশ্চাদপসারণ করে তবে তাদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এর উপর নিষ্ঠুর শাস্তি আর অন্যায় সিদ্ধান্তসমূহ চাপিয়ে দেওয়া উচিত না। সুতরাং সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতির জন্য ইসলাম সমাধান ও সুরাহার পথ প্রদান করে। ইসলামের শিক্ষার সারকথা হল আপনাকে অবশ্যই শান্তির বিস্তার করতে হবে, এমনকি মহানবী (সাঃ) একজন মুসলমানের সংজ্ঞা এই দিয়েছেন যে, সেই ব্যক্তির যার হাত ও জিহ্বা (কাজ ও কথা) থেকে অপর সকল শান্তিপূর্ণ মানুষ নিরাপদ। যেভাবে আমি ইতি মধ্যেই বলেছি, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, কখনো নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচারে সহযোগিতা করবে না। এটি এই সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা যা একজন প্রকৃত মুসলমানকে, তিনি যে দেশেই বাস করুন না কেন এক সম্মান ও মর্যাদার অবস্থান দান করে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, সকল আন্তরিক ও ভদ্র মানুষ তাদের সমাজে এমন শান্তিপূর্ণ ও সুবিবেচক মানুষের প্রত্যাশা করবে।

মহানবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাদের জীবন যাপনের জন্য আর একটি সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন যে, সব সময় যা কিছু উত্তম এবং পবিত্র একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর সেটি অনুসন্ধানে থাকা উচিত। তিনি শিখিয়েছেন যে, যখনই কোন মুসলমান কোন জ্ঞানের কথা বা মহৎ কিছুর সন্ধান পান, তার উচিত সেটিকে নিজ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ন্যায় গণ্য করা। অর্থাৎ যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে মানুষ নিজ ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার অর্জনের জন্য চেষ্টা করে, মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, বিজ্ঞ পরামর্শ এবং উত্তম যা কিছু আছে তা যেখানেই পাওয়া যাক না তা গ্রহণ করে তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য যেন তারা চেষ্টা করে। এমন এক সময়ে যখন সমাজে অভিবাসীদের একাত্ম হওয়ার বিষয়ে এত বেশি উদ্বেগ ও টানাপোড়েন, তার জন্য এটি কতই না সুন্দর ও পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শনকারী নীতি। মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজ স্থানীয় সমাজে একাত্ম হওয়া এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য তাদের উচিত প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক অঞ্চল, প্রত্যেক

শহর আর প্রত্যেক দেশের ভালো দিকগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। এ সব মূল্যবোধ সম্পর্কে কেবল জানাটাই যথেষ্ট না, বরং মুসলমানদের নিজ ব্যক্তিগত জীবনে এগুলো অবলম্বন করার জন্য জোর প্রয়াস গ্রহণ করা উচিত। এটি এমন এক দিক নির্দেশনা যা প্রকৃত পক্ষে একাত্মবোধ এবং পারস্পরিক আস্থা ও ভালোবাসার চেতানাকে গড়ে তোলে। বস্তুতঃ তার চেয়ে অধিক শান্তিকামী আর কে হতে পারে, যে একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে, নিজ ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সকল দায়িত্ব পূরণের পাশাপাশি, নিজের বা অন্য যে কোন সমাজের সকল উত্তম বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের চেষ্টা করে? তার চেয়ে বেশি শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তারকারী আর কে হতে পারে?

আজ যোগাযোগ মাধ্যমের সহজপ্রাপ্যতার কারণে পুরো পৃথিবীকে এক বিশ্ব পল্লী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক বিষয় যার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় ১৪শত বছর পূর্বে মহানবী (সাঃ) করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, এক সময় আসবে যখন পুরো পৃথিবীকে একত্রিত করা হবে আর দূরত্বসমূহ সংকুচিত হয়েছে বলে মনে হবে। বস্তুতঃ এটি পবিত্র কোরআনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যার তিনি বিস্তারিত ব্যাখা প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) শিখিয়েছেন যে, যখন এমন সময় আসবে, মানুষের উচিত হবে একে অপরের ভালো দিকগুলো জানার চেষ্টা করা এবং সেগুলোকে সাদরে গ্রহণ করা, ঠিক সেভাবে যেভাবে মানুষ তার হারানো সম্পদ খোঁজার চেষ্টা করে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, সকল ইতিবাচক বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে এবং সকল নেতিবাচক বিষয়কে বর্জন করতে হবে। পবিত্র কোরআন এ আদেশটিকে ব্যাখ্যা করে এ কথার মাধ্যমে যে, প্রকৃত মুসলমান সেই যে ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। এসব কিছুকে মাথায় রেখে কোন দেশ বা সমাজ কি এ কথা বলতে পারে যে, তাদের মাঝে এমন শান্তি প্রিয় মুসলমানদের বা ইসলামের অবস্থানকে তারা গ্রহণ বা সহ্য করতে পারে না? গত বছর আমার সুযোগ হয়েছিল বার্লিনের মেয়রের সাথে কথা বলার এবং আমি তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, যে কোন জাতির প্রত্যেকটি ভালো গুণকে এমনভাবে নেওয়া উচিত যেন তা নিজস্ব সম্পত্তি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন

যে, যদি আপনারা এ শিক্ষার উপরে আমল করেন, তবে কোন সন্দেহ নাই যে পুরো বিশ্ব আপনাদের সাথে হাত মেলাবে এবং আপনাদেরকে সমর্থন করবে।

আমি অত্যন্ত হতভম্ব ও দুঃখিত হই যখন শুনি যে, জার্মানির কোন অংশে এমন মানুষ রয়েছেন যারা দাবি করেন যে, না মুসলমানগণের আর না ইসলামের সাধ্য রয়েছে যে, জার্মান সমাজের সাথে একাত্ম হয়। নিশ্চয় এটা সত্য যে, চরমপন্থী প্রদর্শিত ইসলামের চিত্র জার্মানী কেন, কোন দেশ বা সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারবে না, বরং একটি সময় নিশ্চয় আসবে যখন এমন চরমপন্থী মতাদর্শের বিরুদ্ধে এমনকি মুসলমান দেশসমূহের উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ উত্থিত হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) এর আনীত প্রকৃত ইসলাম সবসময় আন্তরিক ও শালীনতাবোধ সম্পন্ন মানুষদের আকৃষ্ট করতে থাকবে। এ যুগে মহানবী (সাঃ) এর দাস রূপে আল্লাহ্‌তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন ইসলামের সেই আদি শিক্ষাসমূহের পুনর্জীবনের জন্য আর তাই তাঁর সম্প্রদায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল এবং সেই বাণী প্রচার করে থাকে।

এটা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক কেউ যুক্তি সঙ্গতভাবে এ দাবি করতে পারবে না যে, প্রকৃত ইসলাম কোন সমাজের সাথে একাত্ম হতে পারে না। প্রকৃত ইসলাম সেটি যা পূর্ণ কর্ম ও সৎ গুণাবলীর বিস্তার ঘটায় এবং সকল প্রকারের পাপ ও অপকর্মকে বর্জন করে। প্রকৃত ইসলাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় যে, পাপ কাজ ও নিষ্ঠুরতা যেখানেই থাকুক না কেন তা বন্ধ করতে। তাই এর একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, বরং প্রকৃত ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই একটি চুম্বকের ন্যায় সমাজকে এর দিকে আকৃষ্ট করে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কোন ব্যক্তির কেবল নিজের জন্য শান্তি কামনা বা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং নিজেদের ন্যায় সেই একই আবেগের সাথে অপরাপর মানুষের মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। এরূপ নিঃস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ। এমন কি কোন সমাজ রয়েছে যা এরূপ শিক্ষার সমাদর করবে না এবং এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির অনুমোদন করবে না? নিশ্চিতভাবে একটি ভালো সমাজ কখনো তার মাঝে অনৈতিকতা ও পাপ কর্মের বিস্তারের আকাঙ্খী হতে পারে না,

আর কখনো সৎ গুণাবলী ও শান্তির বিস্তারের বিরোধীতা ও করবে না।

যখন আমরা 'সদ্‌গুণ' এর সংজ্ঞা দিতে যাব, তখন এমন হতে পারে যে একজন ধর্ম পালনকারী ব্যক্তি এবং একজন অধার্মিক ব্যক্তি একে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন। ইসলাম 'ভালত্ব' এবং 'সদ্‌গুণ' এর যে সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করে তার মধ্যে দুটি বিষয় সার্বজনীন গুরুত্ব রাখে এবং এগুলো থেকে অপর সকল সদ্‌গুণ উৎসারিত। একটি হল সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র অধিকার এবং অপরটি হল মানব জাতির অধিকার। এর একটির বিষয়ে একজন ধার্মিক এবং একজন অধার্মিক ব্যক্তির মানব জাতির অধিকার বা মানব জাতির প্রতি দায়িত্বের বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ব উপাসনার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সকল ধর্ম তাদের অনুসারীদের এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। মানুষের অধিকারে বিষয়টি এমন যে, ধর্মসমূহ ও সমাজ এ বিষয়ে মানব জাতিকে শিক্ষা দান করেছে। ইসলাম আমাদের মানুষের অধিকারের বিষয়টি সুগভীর ও বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা দিয়েছে আর তাই এ সময়ে এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা অসম্ভব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আমি ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের উল্লেখ করবো। যেগুলো সমাজ ও শান্তির প্রসারের জন্য আবশ্যক।

ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, অন্যের আবেগ অনুভূতিকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে এবং এ বিষয়ে যত্নবান থাকতে হবে। এর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও সাধারণভাবে সমাজিক বিভিন্ন বিষয়ে অন্যের অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত। একবার, এক ইহুদি ব্যক্তি ধর্মীয় অনুভূতি সংরক্ষণের খাতিরে মহানবী (সাঃ) সেই ইহুদির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন যখন তিনি তাঁর (সাঃ) কাছে তার এবং এক মুসলমানের মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল সে বিষয়ে অভিযোগ করেন। সেই ইহুদি ব্যক্তির অনুভূতি বিবেচনা করে, মহানবী (সাঃ) সেই মুসলমানকে শাসন করেছিলেন এ কথা বলে যে, তার উচিত না মুসা (আঃ) এর উপর মহানবী (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা; যদিও তিনি জানতেন যে, তাঁর (সাঃ) নিকটই সর্বশেষ ধর্ম-বিধান আবির্ভূত হয়েছিল। এটি হল সেই দৃষ্টিভঙ্গি যার সাথে মহানবী (সাঃ) অন্যের অনুভূতির প্রতি যত্নবান থাকতেন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেন।

ইসলামের আরেকটি মহান শিক্ষা দাবি করে যে, গরীব এবং বঞ্চিতদের

অধিকার যেন পূর্ণ হয়। এতদুদ্দেশ্যে এটি শিক্ষা দেয় যে, মানুষের এমন সুযোগসমূহ অনুসন্ধান করা উচিত যার মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। আমাদের উচিত বঞ্চিতদের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে সহায়তার চেষ্টা করা এবং কখনো কোনভাবে তাদের দুরাবস্থার সুযোগ নেওয়া উচিত না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকের সমাজে আপাতঃ দৃষ্টিতে বঞ্চিতদের 'সাহায্য' করার উদ্দেশ্যে যখন বিভিন্ন প্রকল্প বা সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলা হয়, সেগুলো প্রায়শই এমন ঋণ পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় যেখানে সুদ সহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায়ই তাদের পড়াশোনা সম্পন্ন করার সহায়তা করার জন্য ঋণ দেওয়া বা মানুষ কোন ব্যবসা শুরু করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে এটা পরিশোধ করতে তাদের কয়েক বছর এমনকি কয়েক দশক লেগে যায়। যদি কয়েক বছর কঠোর সংগ্রামের পর এক অর্থনৈতিক মন্দা এসে আঘাত করে তবে তাদের ঋণের মাত্রা আবার বেড়ে (ঋণ পরিশোধ) শুরু করার সময় যা ছিল তার অনুরূপ হয়ে যেতে পারে, এমনকি তার চেয়েও গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হতে পারে। আমরা গত কয়েক বছরে যখন বহুলাংশে অর্থনৈতিক সংকটে আক্রান্ত হয় তখন এমন অগণিত উদাহরণ দেখেছি বা শুনেছি।

একটি অভিযোগ যা প্রায়শই ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় তা এই যে, এতে মহিলাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সমতাপূর্ণ আচরণ করা হয় না। কিন্তু এ অভিযোগটির কোন ভিত্তি নেই। ইসলাম মহিলাদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান সুনিশ্চিত করেছে। আমি দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি। স্বামীর অসদাচরণের কারণে মহিলাদেরকে সেই যুগে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে যে সময় মহিলাদেরকে কেবল নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ঘরের আসবাব পত্রের ন্যায় গণ্য করা হত। এটি তো কেবল গত শতাব্দির কথা যে উন্নত বিশ্বে মহিলাদের জন্য যথাযথভাবে এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্ত, ইসলাম সেই যুগে মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেছে যখন তাদের কোন মান-মর্যাদা ছিল না। এ অধিকারও ইউরোপের মহিলাদেরকে তুলনামূলক সাম্প্রতিককালেই প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম প্রতিবেশীদেরকেও এক অধিকার প্রদান করে।

আপনার প্রতিবেশী এবং তাদের অধিকার কি এ বিষয়ে কোরআন বিস্তারিত

দিক নির্দেশনা প্রদান করে। প্রতিবেশীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তারা যারা আপনার পাশে বসেন, যাদের বাড়ি আপনার নিকটে, এর মধ্যে তারাও পড়েন যারা আপনার পরিচিত, আর তারাও যারা আপনার অপরিচিত বরং প্রকৃতপক্ষে, আপনার চতুর্দিকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত আপনার প্রতিবেশীর মধ্যে গণ্য। প্রতিবেশীদের মধ্যে তারাও গণ্য যারা আপনার সাথে ভ্রমণ করে, আর তাই আমাদেরকে তাদের বিষয়ে যত্নবান হতে বলা হয়েছে। এ অধিকারের উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেন যে, তার মনে হল হয়তো প্রতিবেশীদের নির্ধারিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ) এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, এমন ব্যক্তি যার প্রতিবেশী তার থেকে নিরাপদ নয় তাকে বিশ্বাসী বা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায় না।

অন্যের কল্যাণের জন্য ইসলামের আর একটি আদেশ এ দাবি করে যে, দুর্বল এবং অসহায় যেন উঠে দাঁড়াতে পারে এবং নিজেদের অবস্থানকে উন্নত করতে পারে তার সহায়তাকল্পে সকল পক্ষ একে অপরকে সাহায্য ও সমর্থন করবে। তাই, এ শিক্ষার বাস্তবায়নকল্পে, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বের দরিদ্র ও বঞ্চিত অংশে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার সেবা প্রদান করছে। আমরা বিদ্যালয় সমূহ নির্মাণ ও পরিচালনা করছি, বৃত্তি প্রদান করছি যেন তারা, যারা বঞ্চিত, এমন এক অবস্থানে পৌঁছাতে পারে যেখানে তারা নিজ দুই পায়ের উপর দন্ডায়মান হতে পারে।

ইসলামের আর একটি আদেশ এই যে, আপনাকে আপনার সকল প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকার পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে একে আপরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত আর এটি এ দাবিও করে যে, একজন মুসলমানকে তার দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্বস্ততার যে শপথ তিনি গ্রহণ করেন তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এটি এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

এগুলো কেবল কয়েকটি বিষয় যার উল্লেখ আমি করলাম এটি প্রদর্শন করার জন্য যে, ইসলাম কতদূর পর্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ও প্রেমময় একটি ধর্ম। এটি গভীর দুঃখের বিষয় যে, যে দৃঢ়তার সাথে ইসলাম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা ও উপদেশ দেয়, সমান দৃঢ়তার সাথে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা বা তারা যারা এর প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ, এর বিরুদ্ধে

ভিত্তিহীন আপত্তি উত্থাপন করা যাচ্ছে। যেভাবে আমি বলেছি, এই যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের প্রকৃত বাণী প্রচার ও প্রদর্শন করে যাচ্ছে। এর আলোকে আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো যারা সংখ্যালঘু কিছু মুসলমানের আচরণের ভিত্তিতে ইসলামের উপর আপত্তি উত্থাপন করে যে, ঐ সকলকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবশ্যই প্রশ্ন করুন এবং তাদের দায়ী করুন, কিন্তু, এরূপ অন্যায় উদাহরণ ব্যবহার করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে অপমান ও অবমূল্যায়ন তাদের করা উচিত নয়।

ইসলামের শিক্ষাকে জার্মানী বা বিশ্বের অন্য দেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বা হুমকি স্বরূপ বলে আপনাদের গণ্য করা উচিত নয়। এ নিয়ে আপনাদের উদ্বিগ্নও হওয়া উচিত নয় যে, একজন মুসলমান জার্মান সমাজে একাত্ম হতে পারবে কি না। যেভাবে আমি ইতোমধ্যে বলেছি, ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি মুসলমানদের সকল ভালো বিষয়কে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয় আর তাই এতে কোন সন্দেহ নাই যে, মুসলমানেরা যেকোন সমাজে বসবাস করতে পারে। যদি কেউ এর বিপরীত কিছু করে তবে সে নামে মুসলমান, কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী নয়। নিশ্চয়, যদি কোন মুসলমানকে এমন কিছু করতে বলা হয় যা সঠিক নয় বা শালীনতা বা ধর্মের পবিত্রতা সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আদেশাবলী উপেক্ষা করতে বলা হয় বা পুণ্যকর্মের বিপরীত আচরণ করতে বলা হয়, তবে তারা তা করতে পারেন না। তবে, এ বিষয়গুলো সমাজে একান্ত তার বিষয় নয় বরং প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন এমন একটি প্রশ্ন নয় যার বিরুদ্ধে মুসলমানগণ একাই দণ্ডায়মান হবেন, সকল আন্তরিকতাপূর্ণ ও শিষ্টাচারী ব্যক্তির খোলাখুলি ঘোষণা করা উচিত যে কোন সরকার বা সমাজের কারো ব্যক্তিগত ধর্মীয় অধিকারের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এটি আমার দোয়া যে, জার্মানী, আর প্রত্যেক এমন দেশ যা বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা ও সংস্কৃতির মানুষের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে, যেমন একে অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সর্বোচ্চ মানের সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করতে পারে, এভাবে তারা যেন পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রদর্শনকারীদের পতাকাবাহীতে পরিণত হয়। এটি বিশ্বের স্থায়ী

শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের কারণ হবে, যার ফলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার চরম অনুপস্থিতিতে যে ধ্বংসের দিকে বিশ্ব ধেয়ে চলেছে তা থেকে একে রক্ষা করা যাবে।

ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের হুমকি আমাদের উপর ছেয়ে রয়েছে, আর তাই এরূপ বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে রক্ষার জন্য, প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ধার্মিক হোক বা না হোক, অত্যন্ত গভীর সতর্কতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিশ্ব জুড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি এ বাস্তবতাকে অনুধাবন করুন। পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আজ উপস্থিত হয়ে আমার বক্তব্য শোনার সময় ব্যয় করার জন্য আর একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে আশিস মণ্ডিত করুন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত বক্তৃতা

ISLAM—
A RELIGION OF PEACE AND COMPASSION

HOUSES OF PARLIAMENT
LONDON, UK, 2013

The Deputy Prime Minister, Rt. Hon. Nick Clegg in discussion with Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba], House of Commons, London, 11th June 2013

The Home Secretary, Rt. Hon. Theresa May MP with Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

The Shadow Foreign Minister Rt. Hon. Douglas Alexander with Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

Rt. Hon. Ed Davey MP with Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] received at the House of Commons by Rt. Hon. Ed Davey MP
London, 11th June 2013

Rt. Hon. Ed Davey MP escorts Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] through Westminster Hall, House of Commons, London, 11th June 2013

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] delivering his historic speech to Parliamentarians, VIPs and diplomats at the House of Commons, London, 11th June 2013

পটভূমি

১১ ই জুন ২০১৩ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষ্যে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট হাউসে নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

এই অনুষ্ঠানে ৬৮জন শীর্ষস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ৩০জন এম.পি, ১২জন হাউস অফ লর্ড এর সদস্য এবং দু'জন মন্ত্রী সহ ৬জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ যাদের মধ্যে বিবিসি, স্কাই টেলিভিশন এবং আই টেলিভিশন এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন-

1. **Secretary of State for Energy and Climate Change The Rt. Hon. Ed Davey MP.**
2. **The Deputy Prime Minister The Rt. Hon. Nick Clegg MP.**
3. **The Home Secretary The Rt. Hon. Theresa May MP.**
4. **The Shadow Foreign Secretary The Rt. Hon. Douglas Alexander MP.**
5. **The Chairman of the Home Affairs Select Committee Rt. Hon. Keith Vaz MP.**
6. **Member of Parliament for Mitcham and Morden Siobhain**

ইসলাম
শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবর্গ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু- আপনাদের সকলের উপর শান্তি এবং আল্লাহ্র আশিস ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

সর্বপ্রথম আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকল বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই যারা যুক্তরাজ্যে আমাদের সম্প্রদায়ের শতবছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তাদের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ সম্পর্কের সুবাদে পার্লামেন্ট হাউসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আমি সেই সমস্ত বন্ধুদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করেছে। আমি আনন্দিত যে, আপনাদের অনেকেই নিজের কর্মব্যস্ততা সত্বেও এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের এই আবেগের সাথে আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং প্রার্থনা যে, সেই সমস্ত বিভাগ এবং কর্মকর্তাগণ যারা এই সুদৃশ্য এবং সুবিশাল অট্টালিকায় কর্মরত তারা যেন এই দেশ এবং এর অধিবাসীগণের অধিকার আদায়ে সমর্থ্য হয়। আমি এও আশা ও প্রার্থনা করি যে, তারা যেন অন্যান্য দেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং সকলের জন্য ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়। যদি এই স্পৃহা তৈরী হয় তবে সম্প্রীতি সহানুভূতি, এবং ভ্রাতৃত্বের মত উৎকৃষ্ট ফলাফল প্রকাশিত হবে এবং তা পৃথিবীকে প্রকৃত অর্থে শান্তি ও সমৃদ্ধির নীড়ে পরিণত করবে।

আমার সাথে সাথে সমস্ত আহ্মদী মুসলমানদেরও এই একই বাসনা এবং

দোয়া। কেননা আমাদের বিশ্বাস হল মাতৃভূমি এবং সমগ্র মানবতার প্রতি গভীর ভালবাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ আহমদী মুসলিমদের বিশ্বাস হল, দেশের প্রতি ভালবাসা হল ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ, কেননা, এটি ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ ও শিক্ষা। তাই, আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, প্রত্যেক ব্রিটিশ আহমদী সে এদেশে জন্ম গ্রহণ করুক বা অভিবাসী হোক, এই দেশের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বস্ততা এবং অকৃত্রিম ভালবাসা রাখে। তারা এই মহান দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে।

যুক্তরাজ্যে অন্যান্য দেশসমূহ থেকে আগত বহু মানুষ বসবাস করে এবং তারা এই দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১৪থেকে ১৫ শতাংশ। তাই আমি এদেশের স্থানীয় মানুষের উদারতা এবং সহনশীলতার প্রশংসা না করে থাকতে পারি না, কারণ তারা অভিবাসীদেরকে এই দেশ এবং সমাজের সদস্য হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। তাই এখানে বসবাসের উদ্দেশ্যে আগত প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হল নিজেদেরকে এদেশের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করা এবং প্রত্যেক অশান্তি এবং বিদ্রোহ নিরসনে পূর্ণরূপে সরকারের সহযোগিতা করা। যতদূর আহ্মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, তারা যে দেশেই বসবাস করুক না কেন, এই নীতিই অনুসরণ করে চলে।

আপনারা যেরূপ অবগত আছেন যে, আমরা যুক্তরাজ্যে জামাতে আহমদীয়ার একশ বছর পূর্তি উদযাপন করছি। বিগত একশ বছরের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য-প্রমাণ বহন করে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা সবসময় নিজেদের দেশের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত থেকেছে এবং যাবতীয় প্রকারের নৈরাজ্য, কলহ এবং বিদ্রোহ থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। বস্তুতঃ, এই বিশ্বস্ততার মূল কারণ হল, আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি খাঁটি ইসলামি সংগঠন। বিশ্বের দরবারে ক্রমাগতভাবে ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রসারে এবং ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়া বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর, আমার বক্তব্যের মূল বিষয়ের দিকে আমি ফিরে যেতে চাই। আমাদের সম্প্রদায় শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির ধ্বজাধারী এবং আমরা ‘ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে- এই নীতিবাক্যে বিশ্বাসী। যদিও অনেক অ-মুসলিমের আমাদের সঙ্গে পরিচয়

বা সুসম্পর্ক রয়েছে, তা সত্বেও তারা জামাতে আহ্‌মদীয়ার শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষাকে সরাসরি ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত জানতে পেরে বিস্ময় প্রকাশ করে। তাদের এহেন বিস্ময়ের মূল কারণ হল, তারা দেখে যে অন্যান্য তথাকথিত ইসলামি বিদ্বান এবং সংগঠনগুলি এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা পোষণ করে। এই বৈপরীত্যের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য আমাকে এবিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে যে, আমরা আহ্‌মদীয়ার বিশ্বাস করি যে, এই যুগে তরবারির জেহাদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং পরিত্যাজ্য। অন্যদিকে অন্যান্য মুসলিম উলেমারা এই মতবাদের সমর্থনে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, এমনকি সরাসরি তরবারির জেহাদে তারা অংশ নিচ্ছে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মুসলমানদের মধ্যে বহু উগ্রবাদী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে।

শুধুমাত্র কয়েকটি সংগঠনই নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টায় এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুসরণ করছে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ, লন্ডনের রাজপথে একজন নিরীহ ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করে দেওয়া। এই আক্রমণের সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দূরতম সম্পর্কও নেই, বরং ইসলামি শিক্ষা এর তীব্র নিন্দা করে। এই ধরণের ঘৃণ্য কার্যকলাপ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং এই বিকৃত ইসলামী শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যকে স্পষ্ট করে দেয়, যা তথাকথিত মুসলিমরা নিজেদের অভিসন্ধি পুরণের উদ্দেশ্যে করে থাকে। আমি এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে,স্থানীয় সংগঠনগুলিও সঠিক প্রতিক্রিয়া দেয় নি। এমন প্রতিক্রিয়া সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

একথার কি প্রমাণ আছে যে,ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মতবাদই সঠিক? বিচার্য বিষয় হল, তরবারি অথবা বলপ্রয়োগের অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হয়েছে যখন ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে কোন দেশ বা ধর্মই ইসলামের উপর ধর্মের ভিত্তিতে আক্রমণ করছে না বা যুদ্ধ করছে না। অতএব, ধর্মের নামে কাউকে আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য কোনভাবেই উচিত নয়, কেননা এটি সরাসরি ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী।

কোরআন শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই বল প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করেছে

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তরবারি ধারণ করেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যদি কোন নাগরিক নিজের দেশের অথবা দেশবাসীর ক্ষতি সাধন করে তবে সে সরাসরি ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করবে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, কোন নির্দোষ ব্যক্তির হত্যাকারী কখনো মুসলিম হতে পারে না। তাঁর দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি দুর্বল ঈমানের অধিকারী এবং অপরাধী।

এখন আমি ইসলামের অন্যান্য আঙ্গিকের উপর আলোকপাত করব যেগুলি এর শিক্ষার সত্যতা এবং জ্ঞানদীপ্ততাকে প্রমাণ করবে। কিছু নাম-সর্বস্ব ইসলামি ফিরকা যেভাবে ইসলামের চিত্র উপস্থাপন করে, তার দ্বারা প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতেই পারে না। এটিও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা এহেন কার্যকলাপ কেবল নিজেদের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই করে থাকে, যে কারণে তারা তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপকে বৈধতা দিতে সেগুলিকে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে।

ধর্মীয় উদারতার প্রতি ইসলাম যতটা গুরুত্ব দেয় সেই উৎকর্ষতা অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য ধর্মকে ভুল প্রমাণিত না করা হয় ততক্ষণ তাদের ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম একটি সত্য ধর্ম যা সমগ্র পৃথিবীবাসীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আর একথাও সত্য যে, প্রত্যেক জাতির মাঝে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে নবী বা অবতার প্রেরিত হয়েছেন, যে বিষয়ে কোরআন করীমে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, নবী বা অবতারগণ খোদার পক্ষ হতে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার শিক্ষা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং বিনা ব্যতিক্রমে সকল নবীর উপর ঈমান আনা প্রত্যেক সত্যবাদী মুসলমানের জন্য আবশ্যক। ইসলাম যেরূপ উদারতা ও প্রত্যয় নিয়ে অন্য জাতি ও ধর্মের প্রশংসা করে, অন্য কোন ধর্ম তা করে না। কারণ মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি জাতি ও দেশের মানুষের মাঝে নবী বা অবতারগণ আবির্ভূত হয়েছেন। এই কারণে তারা তাদের মিথ্যাবাদী মনেই করতে পারেন না। অতএব, মুসলমানদেরকে খোদা প্রেরিত নবীগণের মধ্য হতে কাউকে উপহাস করার অনুমতি নেই। এমনকি কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে মনোকষ্ট দেওয়াও নিষিদ্ধ।

তা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু অমুসলিমদের চিন্তাধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ (সা.)-কে উপহাস করার এবং অপবাদ দেওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের মর্মযাতনা দেওয়ার কোন সুযোগ হাতছাড়া করে না। আমরা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নিষ্কলুষ হৃদয়ে ধর্মীয় সহনশীলতা ও সম্প্রীতি স্থাপনে ইচ্ছুক। দুর্ভাগ্যক্রমে যখন কয়েকটি শ্রেণী মুসলমানদের আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তখন কিছু নামধারী মুসলমান তাদের প্ররোচনায় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে অনুচিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তাদের এমন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দূরতম সম্পর্ক নেই। আপনারা কখনো কোন আহ্‌মদী মুসলিমকে এমন অনুচিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখবেন না, তাকে যতই প্ররোচিত করা হোক না কেন।

আরেকটি গুরুতর অপবাদ যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং কুরআন করীমের উপর আরোপ করা হয় তা এই যে, ইসলাম উগ্রপন্থার শিক্ষা দেয় এবং ধর্ম প্রচারের জন্য বলপ্রয়োগে উৎসাহিত করে। এই অপবাদের মূল্যায়ন এবং প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য আমাদেরকে কোরআন করীমের প্রতিই মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ্ ত'লা বলেন:

“আর তোমার প্রভু প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই একসাথে ঈমান নিয়ে আসত। তুমি কি তবে বল প্রয়োগে লোকদেরকে মুমিন হতে বাধ্য করতে পার”?

(সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ১০০)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অনায়াসে সকলকে এক ও অভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য করতে পারতেন; কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও মানুষকে তিনি ধর্মকে মান্য করার অথবা অমান্য করার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন।

যদি আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানবজাতিকে এই স্বাধীনতা প্রদান করে থাকেন, তবে কিরূপে মহানবী (সাঃ) বা তাঁর কোন অনুসারী কাউকে বলপূর্বক মুসলমান হতে বাধ্য করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা কোরআন মজীদে একথাও বর্ণনা করেছেন যে-

আর তুমি বল, "এ সত্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক।" (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৩০)

এটিই ইসলামের স্বরূপ। এটিই এর প্রকৃত শিক্ষা। যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তবে সে বিষয়ে সে স্বাধীন, আবার যদি তার মন আশ্বস্ত না হয় তবে অস্বীকার করার ক্ষেত্রেও স্বাধীন। সুতরাং ইসলাম পরিপূর্ণ বলপ্রয়োগ এবং উগ্রপন্থার বিরোধী, বরং ইসলাম সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার পক্ষপাতি। বস্তুতঃ, ইসলাম বলপ্রয়োগ এবং সহিংসতার শিক্ষা দিতেই পারে না, কেননা, ইসলাম শব্দের অর্থই হল শান্তির সঙ্গে সহাবস্থান করা এবং অপরের জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা। এতদ্‌সত্ত্বেও, যখন আমাদের ধর্মীয় আবেগ-অনুভুতি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়, তখন তা অসহনীয় মর্মযাতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কোন অবমাননাকর কথা আমাদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

মহানবী (সাঃ) সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের হৃদয়ে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা জাগিয়েছেন। তিনিই আমাদের হৃদয়ের গভীরে সমগ্র মানবজাতি এবং ধর্মের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি-বা হতে পারে যে, আঁহযরত (সাঃ) বিরোধীদেরকে যখন তবলীগ করেন এবং তাদেরকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা পৌঁছানো হয় তখন তারা এই আপত্তি করে নি যে তাদেরকে অন্যায় বা পাপাচারের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, বরং তারা তো এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন ছিল যে, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করলে অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা তাদের সম্মান হানি ঘটবে এবং ধন-সম্পদ বিপন্ন হবে, কেননা মহানবী (সাঃ) কেবল শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষাই প্রদান করেছিলেন। তাদের আশঙ্কা ছিল, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে শান্তির পথ অবলম্বন করে তবে তাদের প্রতিবেশী এবং অন্যান্য জনজাতি এই সুযোগে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলাম যদি সহিংসতাকে সমর্থন করত, এবং মুসলমানদেরকে তরবারি ধারণ করার এবং যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত, তবে কাফেররা কখনোই এমন ওজর-আপত্তি করত না। ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা অবলম্বনের দরুন পৃথিবীবাসীর হাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য আশঙ্কা

করেই তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

কোরআন করীম বর্ণনা করেছে আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণবাচক নাম হল 'সালাম' যার অর্থ হল তিনিই হলেন শান্তির উৎস ও উৎপত্তি স্থল। এর অর্থ হল, যদি সত্যিই আল্লাহ্ তা'লা শান্তির উৎস ও কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকেন, তবে এই শান্তি কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র সৃষ্টজগত ও মানবজাতিকে পরিবেষ্টন করে রাখত। যদি আল্লাহ্ তা'লার শান্তির উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করার মধ্যে সীমিত থাকত, তবে তাঁকে সমগ্র বিশ্ব জগতের খোদা বলা যেতে পারত না। এর উত্তর কোরআন মজীদে এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে-

"আর তাঁর (রসূলের) এ উক্তির কসম, (যখন সে বলেছিল) 'হে আমর প্রভু-প্রতিপালক! এরা কখনো ঈমান আনবে না। সুতরাং (আমরা উত্তরে বললাম), তুমি এদের উপেক্ষা কর এবং বল 'সালাম'। অতএব অচিরেই এরা (সত্য) জানতে পারবে"। (সূরা আয যুখরুফ,আয়াত: ৮৯-৯০)

এই শব্দগুলি দ্বারা প্রতীত হয় যে,মহানবী (সা.)-এর আনীত শিক্ষাবলী সমগ্র মানবজাতির জন্য ক্ষমা ও করুণা স্বরূপ ছিল, অনুরূপভাবে মানবতার জন্য তা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানকারী সাব্যস্ত হয়েছিল। এই আয়াতটি একথাও বর্ণনা করে যে, মহানবী (সা.)-এর আনীত শান্তির এই বার্তার প্রত্যুত্তরে বিরোধীরা তাঁর শিক্ষাবলীকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করে নি, বরং তারা তাঁকে উপহাস ও বিদ্রুপ করে। অধিকন্তু তারা বিরোধীতার চরম সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকে। এতদ্সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ তা'লার নিকট নিবেদন করেন যে, ' আমি তাদের জন্য শান্তি কামনা করি, কিন্তু এরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না; শুধু তাই নয়, এরা আমাকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার কোন সুযোগ হাতছাড়া করে না।'

এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা এভাবে তাঁকে সান্তনা প্রদান করেছেন যে, এরা যা কিছু করছে তা তুমি উপেক্ষা কর এবং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমার একমাত্র লক্ষ্য হল পৃথিবীতে শান্তির প্রসার করা এবং তা প্রতিষ্ঠা করা। তাদের ঘৃণা ও অত্যাচারের জবাবে তুমি কেবল এতটুকুই বল ' তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক' এবং তাদেরকে বলে দাও যে, তুমি তাদের জন্য শান্তি এনেছ।

এইভাবে মহানবী (সাঃ) তাঁর সারাটি জীবন পৃথিবীতে শান্তির প্রচার ও প্রসারে অতিবাহিত করেছেন। এটিই ছিল তাঁর সেই মহান উদ্দেশ্য। নিশ্চয় এমন এক দিন আসবে, যেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে যে, তিনি সহিংসতার কোন শিক্ষা নিয়ে আসেন নি। মানবজাতি এটিও উপলব্ধি করবে যে, তিনি শুধুমাত্র শান্তি, সম্প্রীতি ও সহানুভুতির বার্তা নিয়ে এসেছেন। যদি এই মহান নবীর অনুসারীরাও এই অত্যাচার এবং বর্বরতার জবাব নম্রতার সঙ্গে দেয়, তবে নিঃসন্দেহে এমন একদিন আসবে যখন ইসলামের মহান শিক্ষার উপর আপত্তি উত্থাপনকারীরা এর সৌন্দর্য এবং সত্যতার অনুরাগী হয়ে উঠবে।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা এই শিক্ষাবলীর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করে থাকে। সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও সহানুভুতির এই শিক্ষাই আমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছি। আমরা আহমদীরাই আঁ হযরত (সাঃ)-এর এই ঐতিহাসিক, নজিরবিহীন মহানুভবতার দৃষ্টান্তকে অনুকরণ করে চলি, যখন বছরের পর বছর নিদারুন নির্যাতন ও বর্বরতা সহ্য করার পর তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় পুনরায় প্রবেশ করলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে খাদ্য এবং পানীয়র মত জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, দিনের পর দিন তাদেরকে অনাহারে কাটাতে হয়েছে। তাঁর বহু অনুসারীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে এবং অনেককে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে যা কল্পনাও করা যায় না। এমনকি প্রবীণ মুসলমান পুরুষ, নারী এবং শিশুরাও রক্ষা পায় নি, তাদের উপরও নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও, মহানবী (সাঃ) যখন মক্কায় বিজয়ী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখনও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের পথ অবলম্বন করেন নি, বরং তিনি ঘোষণা করলেন যে, তোমাদের কাউকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না, কেননা আমি সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি শান্তি ও ভালবাসার দূত। খোদা তা'লার গুণবাচক নাম ‘সালাম’-সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জ্ঞান আমাকেই দেওয়া হয়েছে। তিনিই শান্তিদাতা। তাই আমি তোমাদের পূর্ববর্তী সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। তোমরা মক্কায় থেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম অনুশীলন করতে পার। তোমাদের কাউকে

কোনভাবেই বাধ্য করা হবে না।

কয়েকজন কুখ্যাত কাফের শাস্তির ভয়ে মক্কা থেকে পলায়ন করে, কেননা তারা জানত যে, মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে সকল সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছিল। যাইহোক, এই অভুতপূর্ব সহানুভুতি, মার্জনা এবং ন্যায়ের পরাকাষ্ঠাকে প্রত্যক্ষ করে এই কাফেরদের আত্মীয়স্বজনরা তাদেরকে মক্কায় ফিরে আসতে বলে। তাদেরকে বলা হয় যে, মহানবী (সাঃ) কেবলই শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তার কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তারা মক্কাতে ফিরে এল। একদা ইসলামের এই ঘোর শত্রুরা যখন নিজেদের চোখে মহানবী (সা.)-এর মহানুভবতা এবং ক্ষমার আচরণ দেখল, তারা স্বেচ্ছায় ইসলামের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

আমি যা কিছু বলেছি তা সবই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ অ-মুসলিম গবেষক এবং পাশ্চাত্যবিদগণ এর সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এগুলিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ। অতএব, ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার উপর চরমপন্থা ও এই ধরনের অন্যান্য অভিযোগ আরোপ করা ঘোর অন্যায়। নিঃসন্দেহে যখনই এই ধরনের অপবাদ আরোপ করা হয়, আমরা গভীরভাবে ব্যথিত হই।

আমি একথার আরও একবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, আজ আমাদের জামাত অর্থাৎ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতই ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা অনুসরণ করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করছি।

এবং আমি পুনরায় একথাও বলব যে, কিছু চরমপন্থী সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের বিদ্বেষপূর্ণ কার্যকলাপের সঙ্গে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষার দূরতম সম্পর্ক নেই।

ন্যায় বিচারের দাবি হল, ব্যক্তি বা সংগঠনের কায়েমি স্বার্থকে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত না করা। এই ধরনের কার্যকলাপের ভিত্তিতে কোন ধর্ম বা এর প্রতিষ্ঠাতার উপর অন্যায় আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নয়। বর্তমান যুগে বিশ্ব শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারস্পরিক সম্মান এবং প্রত্যেক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।

পৃথিবী একটি বিশ্ব-পল্লীতে পরিণত হয়েছে। তাই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব এবং শান্তি প্রসারের জন্য সম্মিলিত না হওয়ার দরুন উদ্ভূত সমস্যাবলী শুধু আঞ্চলিক নগর, পল্লী বা কোন বিশেষ একটি দেশেরই ক্ষতি করবে না, বরং গোটা বিশ্বকেই ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আমরা বিগত দুটি বিশ্ব-যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। গুটি কয়েক দেশের ভ্রান্ত-নীতির কারণে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের লক্ষণাবলী ফুটে উঠেছে।

যদি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তবে পশ্চিমা বিশ্বেও এর দীর্ঘমেয়াদী এবং ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে। আসুন আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করি। আসুন আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের শোচনীয় ও ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করি। নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক যুদ্ধ পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নেবে এবং বিশ্ব আজ যে দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এহেন ভয়ানক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা অবলম্বন করতে হবে, এবং বিশ্ব শান্তিকে ধ্বংস করে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ প্রসারকারী দলগুলিকে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে।

আমি আশা করি এবং দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা পরাশক্তিগুলিকে এবিষয়ে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন॥

এখানে সময় দেওয়ার জন্য এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণে আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে আমি আপনাদের সকলকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে আশিস মণ্ডিত করুন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

বিশ্ব শান্তি -
বর্তমান সময়ের আশু প্রয়োজনীয়তা

ন্যাশনাল পার্লামেন্ট, ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড, ২০১৩

WORLD PEACE—
THE CRITICAL NEED OF THE TIME

NEW ZEALAND NATIONAL PARLIAMENT
WELLINGTON , NEW ZEALAND, 2013

Hon. Kanwaljit Singh Bakshi (MP) receiving the HolyQur'an from Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

Iranian ambassador Seyed Majid Tafreshi Khameneh meeting Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

Det. Rakesh Naidoo meeting Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] in representation of the Commissioner of Police New Zealand

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] leading silent prayers at the conclusion of the official function in the Grand Hall, New Zealand Parliament

Dr. Cam Calder MP meeting Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] delivering the keynote address at the Grand Hall, in the New Zealand Parliament. 4th Nov 2013

Hon. Kanwaljit Singh Bakshi (MP) with Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] and his entourage in front of the New Zealand Parliament

পটভূমি

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ) ৪ঠা নভেম্বর ২০১৩ তারিখে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনস্থ জাতীয় সংসদে একটি ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন। সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রদূত, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র খলীফা বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা এবং অরাজকতার প্রেক্ষিতে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচারের অপরিহার্য্যতাকে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্যের পর, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সংসদ সদস্য কানওয়ালজীত সিং বকশী বলেন: “এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, হযরত আকদস মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ) সাহেব এখানে নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে উপস্থিত হয়েছেন, এবং আমরা তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হয়েছি।” সাংসদ ডঃ রাজেন প্রসাদ বলেন: “হুযুরকে নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে অভ্যর্থনা জানানো আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। দেশের নাগরিক হিসেবে আহ্‌মদীদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন পদ্ধতি আমাকে সবসময়ই প্রভাবিত করেছে।” অনুষ্ঠানের শেষপর্বে হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ) ইরান এবং ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সাংসদ কনওয়ালজিত সিং বকশি হুযুরকে সংসদ ভবন ঘুরিয়ে দেখান।

বিশ্ব শান্তি-
বর্তমান সময়ের আশু প্রয়োজনীয়তা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবর্গ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু- আপনাদের সকলের উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র আশিস ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

সর্বপ্রথম আমি সেই সকল ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানাই যারা এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন এবং বিশেষ করে সম্মানীয় মি. কনওয়ালজীত সিং বকশি যিনি আমাকে এখানে বক্তব্য প্রদান করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এছাড়া আমার বক্তব্য শোনার জন্য আগত সকল অতিথিকেও ধন্যবাদ জানাই।

নিঃসন্দেহে এই পার্লামেন্ট হাউসে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সংসদ সদস্যগণ দেশের উন্নয়নের স্বার্থে নীতি নির্ধারণ এবং আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বৈঠক করে থাকেন। এছাড়াও আমার বিশ্বাস যে, অনেক নিরপেক্ষ ও বিশ্বনেতাগণ এখানে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আপনাদের সামনে তুলে ধরে থাকবেন। যাইহোক, হয়তো কখনো কোন ধর্মীয় নেতা আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখেন নি, বিশেষ করে একজন মুসলিম নেতা। অতএব, বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত- যা একটি খাঁটি ইসলামি সংগঠন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাবলীর প্রসার ঘটানো যার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সংগঠনের নেতা

হিসেবে আমাকে এখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়া নিঃসন্দেহে আপনাদের উদারতা এবং উচ্চপর্যায়ের সহনশীলতার পরিচায়ক। তাই আমি আপনাদের এই মহানুভবতাকে সাধুবাদ জানাই।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর আমি আমার বক্তব্যের মূল বিষয়রে দিকে আসছি। আমি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাবলী সম্পর্কে কয়েকটি কথা তুলে ধরব। এবং আমি সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করব যা আমার দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে, আপনাদের মধ্যে অনেক রাজনীতিবিদই ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিক স্তরেও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে চেষ্টারত। নিঃসন্দেহে আপনারা আন্তরিকতার সাথে এবিষয়ে প্রচেষ্টা করছেন এবং আপনাদের এই প্রচেষ্টা কিছুটা সফলও হয়ে থাকবে। বিগত কয়েক বছর থেকে আপনাদের সরকার অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে বিশ্ব শান্তি এবং পারস্পরিক সমন্বয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দান করে থাকবে ।

নিঃসন্দেহে বর্তমানে গোটা পৃথিবীর অবস্থা খুবই শোচনীয় যা বড়ই উদ্বেগের বিষয়। যদিও কিছু বড় ধরণের অরাজকতা আরব দেশগুলিতে প্রকাশ্যে আসছে, কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এটি উপলব্ধি করবে যে, এই ধরণের বিবাদ উক্ত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন দেশের সরকার এবং এর জনগণের মধ্যেকার বিবাদ পরিশেষে একটি আন্তর্জাতিক বিবাদের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইতিপূর্বেই মহাশক্তিধর দেশগুলির দুটি জোট তৈরী হয়েছে। একটি জোট সিরিয়া সরকারকে সমর্থন করছে এবং অপরটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে। সুতরাং এহেন পরিস্থিতি শুধু মুসলমান দেশগুলির জন্যই নয়, বরং সারা বিশ্বের জন্যই বিপদের কারণ।

আমরা যেন বিগত শতাব্দীতে সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধের হৃদয়-বিদারক অভিজ্ঞতাকে ভুলে না যাই। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকাকে। কেবল চিরাচরিত অস্ত্র ব্যবহারের দ্বারাই ঘনবসতিপূর্ণ নগর ও সমৃদ্ধশালী জনপদগুলিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে গোটা বিশ্বের

মানুষ এক মহা প্রলয়ের সাক্ষী হয়ে থাকল, যখন জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে এমন বিনাশলীলা চালানো হল যা আজও মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। হিরোসিমা ও নাগাসাকির দুটি সংগ্রহশালায় সেই বিভীষিকা ও ভয়াবহতার যথেষ্ট প্রমাণ সংরক্ষিত আছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে প্রায় সাত কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল যাদের প্রায় চার কোটিই ছিল বেসামরিক মানুষ। সৈনিকদের তুলনায় সাধারণ মানুষই বেশি নিহত হয়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাও ভয়াবহ ও হৃদয় বিদারক ছিল, যেখানে নিহতদের সংখ্যা লক্ষাধিক অতিক্রম করেছিল। পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের কয়েক দশক পরেও এর তেজস্ক্রিয়তার কারণে নবজাতকদের মধ্যে জিনগত ভয়াবহ ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজকে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট ছোট দেশের কাছেও পারমাণবিক অস্ত্র বিদ্যমান এবং তাদের নেতারা তৎক্ষণাত আক্রমণে উদ্যত হয়ে যায়। মনে হয় যেন তারা নিজেদের এমন কর্মকাণ্ডের ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করে না।

যদি আমরা আজকে পারমাণবিক যুদ্ধের কথা কল্পনা করি, তবে সেই যুদ্ধের চিত্র একজন মানুষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। আজকের ছোট ছোট দেশের কাছে থাকা পরমাণবিক অস্ত্রগুলি হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। অতএব এই অস্থিরতা ও বিবাদের পরিবেশ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের জন্য বড়ই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে।

আজকের বিশ্বের অবস্থা এতটাই করুণ যে, একদিকে তো জনগণ শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলছে, কিন্তু অপরদিকে তারা অহমিকা এবং আত্মম্ভরিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছে, এবং নিজেদের শক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রত্যেক শক্তিধর দেশ সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে দেশগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে 'জাতিসংঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরী করে। যাইহোক, যেভাবে লিগ অব নেশনস নিজের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, অনুরূপভাবে জাতি সংঘও ক্রমশঃ নিজ উদ্দেশ্য

অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। যদি ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ না করা হয়, তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যত সংগঠনই তৈরী করা হোক না কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

আমি এই মাত্র লিগ অব নেশন্স-এর ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তি রক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরী করা হয়েছিল। তা সত্বেও এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আটকাতে পারে নি, যেরূপ পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি, এর ফলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। নিউজিল্যান্ডও এই যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণাম ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় নি। আনুমানিক এগারো হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল, যাদের অধিকাংশই সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেহেতু নিউজিল্যান্ডের অবস্থান যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহু দূরে ছিল, তাই এখানে সেইভাবে সাধারণ মানুষের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, সার্বিকভাবে এই যুদ্ধে সৈন্যদের তুলনায় নিরীহ ও বেসামরিক মানুষরাই বেশি নিহত হয়েছিল। একটু চিন্তা করে দেখুন, যে কিভাবে মহিলা ও শিশু সমেত সাধারণ নিরীহ মানুষদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল।

এই কারণেই সরাসরি যুদ্ধে আক্রান্ত এইসব দেশগুলির নাগরিকদের মধ্যে জন্মগতভাবে যুদ্ধের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে, দেশের প্রতি কারো ভালবাসার দাবি হল, যদি দেশের উপর কখনো আক্রমণ হয়, তবে একজন নাগরিকের কর্তব্য হল সেই আক্রমণকে প্রতিহত করে স্বাধীনতা রক্ষা করতে যাবতীয় প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকা। তথাপি যদি শান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং কুটনৈতিক উপায়ে এই বিবাদের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়, তবে অনর্থক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানিতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। প্রাচীনকালে যুদ্ধে প্রধানত সৈনিকরাই নিহত হত এবং খুবই অল্প সংখ্যক বেসামরিক নাগরিকের প্রাণহানি ঘটত। কিন্তু বর্তমান কালের যুদ্ধের অর্থই হল বোমা বর্ষণ, বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক অস্ত্র, এবং যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সর্বাপেক্ষা ভয়ানক মারণাস্ত্র- পরমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ। ফলস্বরূপ, আজকের যুগের যুদ্ধ বিগত যুগের যুদ্ধের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা, আজকের যুদ্ধাবলী পৃথিবীর বুক থেকে মানবসভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। এই স্থানে আমি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোরআন করীমের একটি সুন্দর শিক্ষা

উপস্থাপন করব। কোরআন মজীদ ঘোষণা করে:

"আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। যা সবচেয়ে উত্তম তা দিয়ে তুমি (মন্দকে) প্রতিহত কর। তা হলে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অচিরেই (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।"

(সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত: ৩৫)

এইভাবে কোরআন মজীদ শিক্ষা দেয় যে, যতদূর সম্ভব পারস্পরিক আলোচনা ও বোঝাপড়ার পথ খোলা রেখে সকল প্রকারের শত্রুতা ও বিদ্বেষের নিষ্পত্তি করা উচিত। নিশ্চিতরূপে নম্রতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ হৃদয়ে সদর্থক প্রভাব সৃষ্টি করে, যা ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবসান ঘটায়।

নিঃসন্দেহে এই যুগে আমরা নিজেদেরকে উন্নতি ও সভ্যতার চরম শিখরে উপনীত বলে বিশ্বাস করি। আমরা বহু আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি যেগুলি মা ও শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে থাকে। অনুরূপভাবে, মানবতার সেবার জন্য আরও অগণিত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমরা এত কিছু করা সত্ত্বেও, বর্তমান যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে কিভাবে নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ছয়-সাত দশক পূর্বের তুলনায় আজকের বিশ্ব পরস্পরের অনেক বেশি কাছাকাছি। ষাট-সত্তর বছর পূর্বে নিউজিল্যান্ড এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে দূরের একটি দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি বিশ্ব-সম্প্রদায়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সুতরাং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কোন দেশ বা অঞ্চল এখন আর সুরক্ষিত নয়।

এই দেশের নেতা ও রাজনীতিকগণ আপনাদের অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক এবং তাঁদেরই উপর দেশের নিরাপত্তা ও উন্নতির দায়িত্ব ন্যস্ত। সুতরাং সব সময় তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি স্মরণে রাখা দরকার যে, আঞ্চলিক যুদ্ধগুলিই ক্রমে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, সম্প্রতি কয়েকটি বৃহৎ শক্তিকে তিনি বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন এবং এই বোধোদয় হয়েছে যে, যুদ্ধের বিনাশলীলাকে প্রতিহত করার জন্য তাদেরকে পদক্ষেপ গ্রহণ

করতে হবে। সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কয়েকটি শক্তিধর দেশকে সিরিয়ার উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, ছোট, বড় নির্বিশেষে সকল দেশের সঙ্গে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ হওয়া উচিত। তিনি একথাও বলেন যে, যদি ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ না করা হয় এবং প্রত্যেক দেশ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে শুরু করে, তবে জাতিসংঘেরও লিগ অব নেশন্স-এর মত দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হবে। আমার বিশ্বাস, তাঁর বিশ্লেষণ যথাযথ। যদিও আমি তাঁর সমস্ত নীতিকে সমর্থন করি না, কিন্তু যে কোন প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। আমি চাইছিলাম, তিনি আরও একটু অগ্রসর হয়ে একথা বলতেন যে, রাষ্টপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ভেটো প্রদান ক্ষমতার চির অবসান ঘটুক যাতে সারা বিশ্বে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত বছর ওয়াশিংটন ডিসি-র ক্যাপিটাল হিলে একটি বক্তব্য রেখেছিলাম। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন সেনেটর, কংগ্রেস-সদস্য, থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক প্রতিনিধি এবং আরও বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। আমি তাদেরকে স্পষ্টরূপে বলেছিলাম যে, ন্যায় বিচারের দাবি তখনই পূরণ হবে যখন সকলের প্রতি সাম্যের আচরণ করা হবে। আমি তাদের বলেছিলাম যে, যদি আপনারা ছোট,বড় এবং ধনী, দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য করেন এবং অন্যায়ভাবে ভেটোর ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে নিশ্চিতরূপে অস্থিরতা এবং অরাজকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এবং স্পষ্টরূপে উদ্বেগ ও অশান্তির চিত্র ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

অতএব, একজন বিশ্বব্যাপী ইসলামি জামাতের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আমার নৈতিক দায়িত্ব হল, শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করা। এটি আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। কেননা, ইসলামের অর্থই হল শান্তি ও নিরাপত্তা। যদি মুষ্টিমেয় ইসলামি দেশ সহিংসতা ও অরাজকতাপূর্ণ কার্যকলাপ চালিয়ে যায় কিম্বা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, ইসলামি শিক্ষা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকে সমর্থন করে। আমি এই মাত্রই কুরআন করীমের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সাঃ) তাঁর মান্যকারীদেরকে সব সময় 'সালাম' দেওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন, যার অর্থ হল শান্তির বাণীর প্রসার করা। আমরা তাঁর আদর্শ থেকে জানতে পারি যে, তিনি সবসময় ইহুদী, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মের অনুসারী নিজের প্রতিবেশীদেরকে 'সালাম' করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লারই সৃষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'লার অপর একটি নাম হল **'সালাম'** বা শান্তির উৎস। তাই তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করতেন।

শান্তি প্রসঙ্গে আমি ইসলামের কয়েকটি শিক্ষা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি, কিন্তু এটি স্পষ্ট করে দিতে চাই সময়ের অপ্রতুলতার জন্য কেবল কয়েকটি দিকেরই উল্লেখ করেছি মাত্র। বস্তুতঃ, ইসলামী শিক্ষা এমন বিধি-নিষেধে পরিপূর্ণ যা মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তার সমর্থন করে, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন:

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার কর। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।"

(সূরা মায়েদা, আয়াত: ৯)

এইভাবে এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়ের সম্ভাব্য পরম মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই আদেশ সেই সকল লোকেদের রেহাই দেয় নি, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলা সত্বেও বর্বরতা এবং সহিংসতায় লিপ্ত থাকে বা যারা ইসলামকে সহিংসতা ও উগ্রবাদের ধর্ম রূপে চিত্রায়িত করে তাদের জন্যও সমালোচনার কোন সুযোগ রাখে নি। কুরআন করীম আরও একধাপ এগিয়ে ন্যায় ও সুবিচারের আদর্শ মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটি কেবল ন্যায়বিচারের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেনি, বরং সাম্যের উপরও এতটা জোর দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে

সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই (সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক আল্লাহ্ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব, তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে (সক্ষম) হও (সে জন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তাহলে (মনে রেখ) তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত।”

(সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৩৬)

অতএব পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটিই ন্যায়ের আদর্শ মানদন্ড যা সমাজের একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতিহাস সাক্ষ্য যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সাঃ) এই শিক্ষা স্বয়ং অনুশীলন করেছেন এবং সর্বত্র প্রচার করেছেন। আর এই যুগে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ) এই শিক্ষার সমর্থনে প্রচার করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকেও শান্তি প্রসারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজ অনুসারীদেরকে মানবজাতির দৃষ্টি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বান্দাগণের অধিকার প্রদানের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। একারণেই জামাত আহ্মদীয়া আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দাগণের অধিকার প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ন্যায়ের সর্বোত্তম মান প্রতিষ্ঠার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি দোয়া করি, ধর্মমত নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন পারস্পরিক অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, যাতে এই পৃথিবী শান্তি ও সমন্বয়ের স্বর্গোদ্যানে পরিণত হয়।

এই কয়েকটি কথা বলেই আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করব এবং আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য এবং আমার কথা শোনার জন্য পুনরায় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা
বর্তমান যুগের কঠিন পরিস্থিতি

ডাচ ন্যাশনাল পার্লামেন্ট বেনীন হোপ, দি হেগ,
নেদারল্যান্ড ২০১৫

WORLD PEACE & SECURITY—THE CRITICAL ISSUES OF OUR TIME

DUTCH NATIONAL PARLIAMENT
BINNENHOF, THE HAGUE, NETHERLANDS, 2015

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] at a special session of the Standing Committee for Foreign Affairs at the Netherlands National Parliament.

Members of the Standing Committee for Foreign Affairs at the Netherlands National Parliament with Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba]

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] delivering his historic address at a special session of the Standing Committee for Foreign Affairs at the Netherlands National Parliament.

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] answering a question about a range of political and religious issues.

পটভূমিকা

৬ই অক্টোবর ২০১৫-তে বিশ্ব ব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইঃ) নেদারল্যান্ডের রাজধানী দি হেগ-এ অনুষ্ঠিত নেদারল্যান্ড ন্যাশনাল পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটির বিশেষ অধিবেশনে একশত-র ও বেশি অভ্যাগত এবং বুদ্ধিজীবিদের সামনে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে জনাব ভেন বোমেল সাহেব পার্লামেন্ট হাউসে হুজুরকে স্বাগতম জানিয়ে কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এছাড়াও তিনি পার্লামেন্ট সদস্য, অন্যান্য দেশের কুটনীতিক, বিভিন্ন দেশের রাষ্টদূত আলবেনিয়া, ক্রুয়েশিয়া, আয়ারল্যান্ড, মন্টেনাগ্রো, স্পেন, সুইডেন থেকে ও আগত সম্মানীয় প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত জানান।

বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা
বর্তমান যুগের কঠিন পরিস্থিতি

৬ই অক্টোবর ২০১৫ হল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

প্রথমত: আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আজ আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ দিয়েছেন।

আজকের বিশ্বে আমরা লক্ষ্য করছি যে, কিছু বিষয় ধারাবহিকভাবে শিরোনাম হিসাবে সামনে আসছে এবং আমাদের যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে সেগুলিকে বিবেচনা করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু মানুষ বিশ্ব উষ্ণায়ণ এবং জলবায়ূ পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে চলেছেন। আবার কিছু মানুষ এমন ও আছেন যারা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া সংঘর্ষ বা ক্রমবর্ধমান যে অশান্তময় পরিস্থিতি সেটিকে এই সমস্যা আখ্যায়িত করছে। আমরা যদি পরিস্থিতির সঠিকভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো যে, বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা সত্যই আমাদের যুগের বড় জটিল একটি সমস্যার রূপ নিয়েছে। নিশ্চিতভাবে এ বিশ্ব প্রতিনিয়ত অস্থিতিশীল এবং ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এর সম্ভাব্য বেশ কিছু কারণ আছে যার মধ্যে একটি হল অর্থনৈতিক দূরাবস্থা যা বিশ্বের অনেক অংশকে প্রভাবিত করেছে।

আর একটি কারণ হল ন্যায় বিচারের অভাব, যা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কদের পক্ষ থেকে তাদের স্বজাতি এবং অন্যদের প্রতি প্রদর্শিত হচ্ছে। আরও একটি সম্ভাব্য কারণ এটি হতে পারে যে, কিছু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ

তাদের দায়িত্বাবলী সঠিকভাবে পালন করছে না এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বৃহত্তর সামগ্রিক শান্তির উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। যতদূর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন সেখানে বিবাদের একটি মূল কারণ হল ধনী এবং গরীব দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য। দেখা গেছে যে, বিশ্বের শক্তিশালী জাতিগুলি প্রায় সময় দরিদ্র জাতিগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ পেতে তাদের ন্যায্য অংশ আদায় না করে লাভবান হতে চায়।

এভাবে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সমূহের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। এর কয়েকটি মাত্র আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করলাম। এর কারণ যাই হোক না কেন আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, বিশ্বে শান্তির যে অভাব এটি আজকের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা। আপনাদের মধ্যে অনেকে বলতে পারেন যে, মুসলিম বিশ্বে আজ সবচেয়ে বেশি শান্তির ঘাটতি দেখি এবং মুসলিম বিশ্বের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাই হল বিশ্বব্যাপী এই নৈরাজ্যের মূল কারণ।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন যে, যেহেতু আমিও বিশ্ব মুসলিম সমাজের একটি বৃহৎ অংশের অর্থাৎ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিনিধিত্ব করি সুতরাং এহেন পরিস্থিতির জন্য আমিও অনেকাংশে দায়ী। হয়তো আপনারা এটিও ভাবতে পারেন যে, বিভিন্ন সন্ত্রাসী দল ও উগ্রপন্থার বিস্তৃতি লাভের জন্য ইসলামী শিক্ষাবলী অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে এমন ঘৃণা এবং বিশৃঙ্খলাকে সম্পৃক্ত করা অনেক বড় একটি অন্যায়।

এখানে ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু অবশ্যই বলতে চাইবো যে, সব ধর্মের ইতিহাস যদি সততার সাথে পড়েন তবে আপনারা দেখবেন যে, সব ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে কালের অনন্ত প্রবাহে দূরে সরে গেছে। এর ফলে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জন্ম হয়েছে। যার ফলে সংঘর্ষ মাথা চাড়া দিয়েছে এবং মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

এটি দৃষ্টিপটে রেখে আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে, মুসলমানরাও তাদের ধর্মের মূল শিক্ষা থেকেও দূরে সরে গিয়েছে। ফলে অশান্তি ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাথা চাড়া দিয়েছে। আর এর ফলশ্রুতিতে

দলাদলি ও সহিংসতা এবং অন্যায়ের জন্ম হয়েছে। যাই হোক একজন সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বিশ্বাস এসব কিছু দেখে মোটেই দুর্বল হয় না। এর কারণ হল প্রায় চোদ্দশত বছর পূর্বে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কালের প্রভাবে ইসলামের শিক্ষাকে কলুষিত করা হবে। আর মুসলমান নৈতিক অধঃপতনের শিকার হবে। কিন্তু এর সাথে তিনি (সাঃ) এই ভষ্যিদ্বাণীও করেছেন যে, এমন আধ্যাত্মিক অমানিশার এই যুগে এক সংস্কারককে আল্লাহ্‌তা'লা প্রেরণ করবেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী রূপে মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। যেভাবে রসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা এবং প্রধান আমাদেরকে ইসলামের মৌলিক এবং শান্তি প্রিয় শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অবহিত করেছেন।

সুতরাং আমরা আহ্‌মদীরা সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা আজকের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির জন্য দায়ী।

বরং আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্টা করতে চাই। আমরা বিশ্বের নিরাময় এবং বিশ্ব মানবতাকে সংঘবদ্ধ করতে চাই। আমরা সকল ঘৃণা আর শত্রুতাকে ভালোবাসা আর স্নেহে বদলে দিতে চাই। আর সব চেয়ে নিশ্চিত কথা হল আমরা এমন জাতি যারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু উজাড় করে দিতে চাই। একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে আমি বলবো যে, পরস্পরকে অভিযুক্ত করে রাগান্বিত করার পরিবর্তে আমাদের সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হল মানব জাতির খোদাতা'লার গুণাবলী যথাসাধ্য অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

তিনি (আঃ) বলেন এ উদ্দেশ্যে মানুষের চিরস্থায়ী কল্যাণার্থে কাজ করতে হবে এবং মানবতার কল্যাণ এবং উন্নতি একটা দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, যা সরাসরি খোদাতা'লার গুণাবলী অবলম্বনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কেননা খোদাতা'লার গুণাবলী অবলম্বনের মাঝেই সমস্ত শান্তি উৎসারিত। এটা কোরআন শরীফের সর্ব প্রথম আয়াতে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন যে, সেই আল্লাহ্ যিনি সারা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনি তিনি সকল মানুষের ও সকল প্রকার সৃষ্টির মালিক এবং অধিপতি। তিনি শুধু মুসলমানদেরই প্রভু নন, বরং তিনি খ্রষ্টানদেরও প্রভু ইহুদীদেরও প্রভু ও হিন্দুদেরও প্রভু- ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার তিনি অধিপতি।

আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি তার ভালোবাসা ও অনুগ্রহ অতুলনীয় এবং অনন্য। তিনি দয়ালু এবং কৃপাকারী। তিনি শান্তির উৎস। তাই ইসলাম যখন বলে যে, একজন মুসলমানের খোদাতা'লার গুণাবলী অবলম্বন ও অনুসরণ করা উচিৎ। সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, এমন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমান অপর কারোর ক্ষতির কারণ হতেই পারে না, বরং সত্যিকারের মুসলমানের বিশ্বাস সমগ্র মানবতাকে ভালোবাসতে বাধ্য করে এবং সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সহমর্মীতার সাথে দেখার শিক্ষা দেয়।

প্রায়শই এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয়ে থাকে তবে কোরআন কেন যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছে। যাই হোক এই অনুমতির বিষয়কে সেই প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে যে কথা আমি উল্লেখ করলাম। দীর্ঘস্থায়ী শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং চিরস্থায়ী শান্তির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি এবং সাবধান বাণী ও আবশ্যক হয়ে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আল্লাহ্তা'লা যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন সেক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়েছে কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এটি চরম অন্যায় কথা যে, বিশ্বের কিছু নেতা এবং সাধারণ মানুষ কোরআন এবং ইসলামের রসূল (সাঃ)-কে সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার সাথে সম্পৃক্ত করে। আপনি যদি কোরআন এবং রসূলে করীম (সাঃ)-র জীবনাদর্শকে নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন তাহলে দেখবেন যে, ইসলাম সকল প্রকার উগ্রতা এবং রক্তপাতের বিরোধী।

সময়ের স্বল্পতার দরুন বিস্তারিত আলোচনায় হয়তো যেতে পারবো না। কিন্তু আমি কয়েকটি মৌলিক ইসলামি শিক্ষা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম।

আমি যেভাবে বলেছি যে, একটা মৌলিক এবং সাধারণ আপত্তি যা ইসলামের বিরুদ্ধে করা হয় তা হল ইসলাম উগ্রতার শিক্ষা দেয় এবং যুদ্ধে উৎসাহিত করে। কিন্তু সত্যের সাথে এ কথার দূরতম সম্পর্ক নেই। কোরআন শরীফের সূরা বাকারার ১৯১নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, যুদ্ধ শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলকভাবে করা বৈধ। এই আয়াতের পুনরাবৃত্তি সূরা হজ্জের ৪০ নম্বর আয়াতে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের অনুমতি কেবল তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে বা যাদের উপর যুদ্ধ চাপানো হয়েছে। পুনরায় আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমান সরকারকে যে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন তা শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য দিয়েছেন। সূরা বাকারার ১৯৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদের এ আদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার বাতাবরণ বিরাজমান সেখানে যেন যুদ্ধ না করা হয়। তাই কোন মুসলমান দেশ, সংগঠন অথবা কোন ব্যক্তির কোন যুদ্ধ বা আইন পরিপন্থী কাজে অংশ নেওয়ার অনুমতি নেই। সে দেশের বিরুদ্ধেই হোক বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এটি স্পষ্ট যে, ইউরোপ এবং বিশ্বের অনেক দেশের সরকার হল নিরপেক্ষ। তাই মুসলমানদের সে দেশের আইন লঙ্ঘন করার কোন অনুমতি নেই। সহিংসতার সাথে সরকারের বিরোধিতা বা কোন প্রকার বিদ্রোহের অনুমতি নেই। ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষানুসারে কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, কোন দেশে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই কিম্বা অমুসলিম দেশে বসবাসকারী যদি কেউ মনে করে যে, তার ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই তবে এমন লোকদের কোন প্রকার আইন পরিপন্থী কোন কাজ করার অনুমতি নেই। বরং সে দেশ ছেড়ে তাদের এমন স্থানে হিজরত করা উচিত যে দেশের পরিস্থিতি তার ধর্মের অনুকুল।

কোরআন শরীফের সূরা নহলের ১২৭ নম্বর আয়াতে ইসলামি সরকারকে বলা হয়েছে যে, যদি কখনো তাদের উপর আক্রমণ করা হয়, তাদের উপর যতটা আক্রমণ করা হয়েছে ততটাই আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা তারা নিতে পারে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ যা করা হয় তার অনুপাতে ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সূরা আনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, তোমার বিরোধীরা যদি তোমার উপর হামলা করার পরিকল্পনা করে এবং এরপর যদি তারা বিরত হয় এবং

মীমাংসার জন্য হাত বাড়ায় তাহলে তোমাকে অবশ্যই মীমাংসার হাত বাড়ানো উচিত এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানে যাওয়া উচিত। তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন।

কোরআন করীমের এই শিক্ষা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য চাবিকাঠি স্বরূপ। আজকের বিশ্বে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যারা অন্য দেশ আক্রমণ করবে এই আশঙ্কায় তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। মনে হয় তারা এই নীতির ভিত্তিতে কাজ করে যে, শত্রুদের আক্রমণ করার পূর্বে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া উচিত। যাই হোক ইসলামের শিক্ষা হল শান্তির কোন প্রচেষ্টাই নষ্ট না করা এবং কোন ক্ষেত্রে শান্তির যদি ক্ষীণ আশাও দেখা যায় সেটিকেও কাজে লাগানো উচিত।

কোরআন করীমের সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের এ কথায় প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করো না। ইসলামের শিক্ষা হল সকল অবস্থাতেই, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন ন্যায় এবং ইনসাফের নীতির সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। তাই যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও ইনসাফ ও সুবিচার অসাধারণ গুরুত্ব রাখে। আর যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বিজয়ীর ইনসাফ করা উচিত। কোনরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করা উচিত নয়।

যাই হোক আজকের বিশ্বে আমরা এমন উন্নত নৈতিক আদর্শ দেখতে পাই না। বরং যুদ্ধ শেষে আমরা দেখতে পাই যে, বিজয়ী দেশগুলো পরাজিত দেশগুলোর উপর এত বেশি বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যে, সে জাতির সত্যিকার স্বাধীনতাই আর থাকে না এবং স্বাধীনতা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখে। এমন নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নষ্ট করছে। আর এর ফলে অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অনেক নেতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে। সত্য কথা হল স্থায়ী শান্তি কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি সমাজের সকল স্তরে ইনসাফ বা ন্যায়-বিচার না করা হয়। ইসলামের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কোরআন করীমের সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াতে আমরা দেখতে পাই। বলা হয়েছে যে,

মুসলমানদের যুদ্ধের বাইরে বন্দি করার অনুমতি নেই। সে কারণে উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসী শ্রেণি যারা বিনা-কারণে বন্দি করছে তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করছে বরং রিপোর্ট অনুসারে তারা শুধু বন্দি-ই করছে না বরং তাদের উপর নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচার করছে।

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো আজ যা করছে কঠোর ভাষায় এদের ধিক্কার জানানো উচিত। অপর দিকে কোরআন বলে যে, বৈধভাবেও যদি কাউকে বন্দি করা হয় তাহলে যত দ্রুত সম্ভব তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

শান্তি প্রতিষ্ঠার আরোও একটি স্বর্ণালী নীতির উল্লেখ রয়েছে সূরা আল হুজুরাতের ১০ নম্বর আয়াতে। যেখানে বলা হয়েছে যদি বিভিন্ন জাতির মাঝে সংঘর্ষ হয় সেক্ষেত্রে তৃতীয় একটি দলের উচিত মধ্যস্ততা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানে নিয়ে আসা। চুক্তি হওয়ার পর যদি কোন পক্ষ অন্যায়ভাবে অন্য পক্ষকে অধীনস্থ করতে চায় আর চুক্তির শর্তগুলোকে যদি পদদলিত করে তাহলে অন্যান্য জাতি গুলির সম্মিলিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করা উচিত, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যাই হোক আগ্রাসী দেশ যদি বিরত হয় তাহলে তাদেরকে কোন ভাবে হেয় করা উচিত নয়। এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিত নয় বরং স্বাধীন জাতি হিসাবে এবং স্বাধীন সমাজ হিসাবে তাদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই নীতিটি আজকের বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বিশ্বের প্রধান শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন যেমন জাতিসংঘের এই নীতিটির উপর কাজ করা উচিত।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি হল বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা, যা কোরআন করীমের সূরা আল হজ্জের ৪১ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যদি যুদ্ধের অনুমতি না দেওয়া হত সেক্ষেত্রে মসজিদ ছাড়া গীর্জা, ইহুদীদের ইবাদত গৃহ এবং মন্দির ও উপাসনার অন্যান্য সব জায়গাও বিপদের সম্মুখীন হত। সুতরাং ইসলাম যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে সেক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র ইসলামের সুরক্ষার জন্য নয় বরং প্রতিটি ধর্মের রক্ষার জন্য। সত্যিকার অর্থে ইসলাম সব ধর্মের

মানুষের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার কথা বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার, সুরক্ষার কথা বলে, তাকে তার নিজস্ব পথ অনুসরণের অনুমতি দেয়। আমি আপনাদের সামনে কোরআন হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি মাত্র। যা সমাজের সকল স্তরে ও সকল অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য্য। এগুলিই হল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বর্ণালী নীতিমালা যা কোরআন করীম এ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জগৎবাসীকে দান করেছে। এই শিক্ষাগুলিই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সত্যিকার সাহাবীরা উল্লেখযোগ্যভাবে অনুসরণ করেছেন। তাই শেষের দিকে আমি পুনরায় বলবো যে, বিশ্ব আজ শান্তি ও নিরাপত্তার কামনায় অধীর। এটাই আমাদের যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশ্বের সব জাতি এবং সকল দলকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এবং কোন ধর্মকে তীরস্কার করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যার ফলে ঘৃণা, হিংসা এবং বিদ্বেষের জন্ম হতে পারে। আর উগ্রপন্থি দলগুলির ঘৃণ্য কার্যকলাপ ও এর অন্তর্ভুক্ত। যারা নিজেদের কাজকে ধর্মের নামে বৈধতা দিতে চাচ্ছে।

এছাড়া বিশ্বের সকল জাতি গুলির প্রতি আমাদের আন্তরিক হওয়া উচিত। তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। যাতে তারা উন্নতি সাধন করতে পারে। এবং তাদের ভিতরে যে শক্তি সামর্থ্য আছে সেটিকে কাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। হিংসা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল কারণ হল সম্পদ হস্তগত করার অতৃপ্ত পিপাসা। কোরআন শরীফ এক স্বর্ণালী নীতির কথা উল্লেখ করেছে। কোরআন বলেছে যে, অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না। এই নীতি অনুসরণ করেও আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। সমাজের সর্বত্র ইনসাফের দাবি পুরো করা উচিত। যেন রং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আত্মসম্মানবোধ নিয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। আজকের আমরা দেখি যে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ দরিদ্র দেশগুলিতে বিনিয়োগ করছে। তাদের উচিত হবে ইনসাফের নীতিতে কাজ করা এবং সে সমস্ত জাতিকে সাহায্য করা। শুধু তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কুক্ষিগত করা উচিত নয় বা তাদের যে সস্তার শ্রম আছে সেটিকেও কুক্ষিগত করা উচিত নয় বা শুধু লাভবান হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তাদের যা কিছু আয় হয় তার বেশির ভাগই সে

সব দেশগুলিতেই বিনিয়োগ করা উচিত যাতে স্থানীয় লোকেদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। উন্নত বিশ্ব যদি এভাবে কাজ করে তবে দরিদ্র দেশগুলি কেবল উন্নতিই করবে না বরং এর ফলে তারা দুইভাবে উপকৃত হবে। এক তো তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আরো বাড়বে এবং আজ যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর হবে এবং এর ফলে তাদের এ ধারণা ও দূর হবে যে, উন্নত বিশ্ব কেবলমাত্র নিজেদের আখের গোছাতে চায়। এবং দরিদ্রদেশগুলির সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়। তাছাড়া এটির দ্বারা স্থানীয় লোকেদের স্থানীয় অর্থ নীতিও শক্তিশালী হবে এবং এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিও উন্নতি লাভ করবে।

আর এটি বিশ্বের বিভিন্ন দল ও শ্রেণির মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা এবং মানবতার জন্ম দেবে। এবং বিশ্বে একটি সত্যিকারের শান্তির ভীত রচিত হবে। যদি আমরা এর প্রতি কর্ণপাত না করি তবে বর্তমান বিশ্বের যে ভয়াবহ অবস্থা তা এক বিশ্বযুদ্ধে পর্যবসিত হবে। যার ফলাফল বহু প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে। এবং এর দরুন আমাদের আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

এরই সাথে আমি বিদায় নেব। আল্লাহ্‌তালা বিশ্বে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আর এ ধরাপৃষ্ঠে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।

বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যের মধ্যে
শান্তির বার্তা

THE KEYS TO PEACE IN A TIME OF GLOBAL DISORDER

TOKYO, JAPAN, 2015

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] leading silent prayer at a special reception in Tokyo, Japan.

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] watering a plant at a special reception in Tokyo, Japan.

Ḥaḍrat Khalīfatul-Masīḥ V[aba] delivering keynote address at a special reception in Tokyo, Japan.

পট ভূমিকা

২৩ শে নভেম্বর ২০১৫ বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ সাহেব খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ) জাপানের টোকিওর ওডায়বার হিলটন হোটেলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত একটি সম্বর্ধনা সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন।

এই অনুষ্ঠানে ষাটেরও বেশি অতিথিরা অংশ গ্রহণ করেন। এই সম্বর্ধনা সভায় সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হিরোশিমা ও নাগাশাকী-র উপর নি্উক্লিয়ার বোমা হামলা সম্পর্কে হুজুর (আইঃ) নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের পূর্বে দু'জন অতিথি বক্তা জনাব ডাঃ মাইক সাটা ইয়াসুহিকু পি.এইচ.ডি, চেয়ারম্যান টোকিও গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ২০১১-র ভূমিকম্প এবং সূনামীতে সর্বাধিক প্রভাবিত এলাকা টোহোকো থেকে নির্বাচিত জনাব এ্যভুসেনিচি-ও বক্তব্য পরিবেশন করেন।

বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যের মধ্যে শান্তির বার্তা

২৩শে নভেম্বর ২০১৫ হিলটন হোটেল, টোকিও, জাপান

তাশাহুদ, তাউ'য এবং তাসমিয়াহ্ পাঠের পর হযরত আমিরুল মোমিনিন খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইঃ) সম্মানীয় অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলেন,- আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের সবার উপর শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

আমি এই সুযোগে সর্বপ্রথম আমাদের অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আজকের অধিবেশনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে এসেছেন। বর্তমানে আমরা খুবই কঠিন এবং বিপদ সঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে দিনাতিপাত করছি। যেখানে পৃথিবীর অবস্থা খুবই ভয়াবহ। পৃথিবীকে গ্রাস করা নৈরাজ্য ও অশান্তি আজ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের রাস্তায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুসলমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখবো যে, বেশ কয়েকটি দেশের সরকার তাদের সাধারণ নাগরিকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত। অর্থহীন সংঘর্ষ এবং রক্তপাত এ সব দেশের জাতিগত কাঠামোকে ধ্বংস করছে। এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি এর অবৈধ ব্যবহার করছে এবং কিছু এলাকা করতলগত করে নিজেদের নাম সর্বস্ব সরকার গঠন করে বসেছে। তারা খুবই ঘৃণ্য ও বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে শুধু নিজেদের দেশেই অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছে না বরং আজকে তারা ইউরোপেও পৌঁছে গেছে এমন নৃশংসতার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হল প্যারিসের হামলা।

পূর্ব ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, রাশিয়া আর ইউক্রেণ এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলির আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ক্রমশঃ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এছাড়া সম্প্রতি একটি আমেরিকী যুদ্ধ জাহাজের দক্ষিণ

চীন সাগরে গিয়ে পড়ার ফলে যুক্ত রাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আপনারা এটিও জানেন যে, চীন এবং জাপানের মাঝে বিতর্কিত দ্বীপ নিয়ে বিতন্ডা রয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝে কাশ্মীর সমস্যা একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর সমাধানের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অনুরূপভাবে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মাঝে উত্তেজনা আঞ্চলিক শান্তিকে পদদলিত করে রেখেছে।

আফ্রীকার কিছু উগ্রপন্থী সংগঠন বেশ কিছু অংশে কব্জা ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ব্যাপক হারে সেখানে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করলাম যা পৃথিবীতে আজকাল সংঘটিত হয়ে চলেছে। নয়তো অশান্তি এবং নৈরাজ্যের এমনই আরোও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সুতরাং একমাত্র সিদ্ধান্তে যা উপনীত হওয়া যায় তা হল বিশ্ব এখন সহিংসতা ও নৈরাজ্যের কবলে আক্রান্ত। আধুনিক যুগের যুদ্ধের ক্ষেত্র বিগত যুগ অপেক্ষা ব্যাপকতর। পৃথিবীর কোন একটি অংশের বিশৃঙ্খলা আজ আর সেই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না বরং এর কুপ্রভাব ও ফলাফল অন্যান্য দেশসমূহকেও প্রভাবিত করছে। প্রচার মাধ্যমের উন্নতি এবং গণমাধ্যমসমূহ আজ পৃথিবীকে একটি বিশ্বপল্লীর রূপদান করেছে। পূর্ব যুগে যুদ্ধ শুধুমাত্র সেসব এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব ছিল যারা সরাসরি যুদ্ধের সাথে জড়িত। কিন্তু এখন প্রতিটি সংঘর্ষের ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক রূপ নিচ্ছে। সত্যিকার অর্থে বেশ কয়েক বছর ধরে আমি বিশ্বকে সতর্ক করে আসছি যে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত-এক অঞ্চলের যুদ্ধ অন্য অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে।

বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হওয়া দুটো বিশ্বযুদ্ধের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা জানতে পারবো যে, সে সময়ের অস্ত্র-শস্ত্র আজকের যুগের মত এতটাই বিধ্বংসী ছিল না। তা সত্ত্বেও বলা হয় যে, প্রায় সাত কোটি মানুষ শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। আর যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের অধিকাংশই ছিল নিরীহ বেসামরিক মানুষ। তাই আজকের ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানী অকল্পনীয় হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার কাছে যা পরমানু অস্ত্র ছিল তা আজকের যুগের পারমণবিক অস্ত্রের ন্যায় ধ্বংসাত্মক

ছিল না। তাছাড়া আজকে শুধু পরাশক্তির কাছেই পারমাণবিক বোমা নেই বরং অনেক ছোট ছোট দেশের কাছেও সেই পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। বিশ্বের পরাশক্তিগুলি হয়তো এমন অস্ত্র প্রতিরোধক হিসাবে রাখে কিন্তু ছোট ছোট দেশগুলি যে এভাবে নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আমরা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি না যে তারা কখনো পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করবে না। তাই এটা স্পষ্ট যে পৃথিবী একটা ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আপনাদের দেশকেও এক অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ ও বিনাশ লীলার দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। যখন আপনাদের লক্ষাধিক নিরপরাধ দেশবাসীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং পরমাণু বোমার আঘাতে আপনাদের দুটি শহরকে এভাবে বিনাশ করে দেওয়া হয়েছিল যার কারণে মানবতা আজ লজ্জিত। জাপানী জাতি নিজেদের এমন করুণ পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে তারা এটা কখনই চাইবে না যে, এ রকম আক্রমণ জাপান অথবা বিশ্বের অন্য কোথাও আবারও করা হোক। আপনারা এমন জাতি যারা পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আপনারা এটিও অবগত আছেন যে, এ রকম বিধ্বংসী অস্ত্র হতে উৎপন্ন কুপ্রভাব এবং কু-ফলাফল শুধুমাত্র একটি প্রজন্ম অবধিই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং আগামী প্রজন্ম ও এতে প্রভাবিত হতে থাকে। আপনারা পরমাণু অস্ত্রের নজির বিহীন কুপ্রভাব অনুভব করতে পারেন। সুতরাং জাপানীদের অপেক্ষা এমন কোন জাতি নেই যারা বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতির গুরুত্বকে বেশি উপলব্ধি করতে সক্ষম।

সৌভাগ্যক্রমে জাপান আজ সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে একটি পরম উন্নত জাতি হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। তাই আপনাদের অতীতের ইতিহাসকে সামনে রেখে আপনাদেরকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তীতে জাপানের উপর এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যার কারণে আপনারা আন্তর্জাতিক স্তরে কুটনৈতিক উপায় নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে অপারগ। তা সত্ত্বেও আপনাদের দেশ আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনে এবং রাজনৈতিক বিষয়াদীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আপনারা আপনাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে

চেষ্টা করা উচিত।

এবছর ইতিহাসের এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের সত্তর বছর পূর্ণ হচ্ছে। যখন কিনা হিরোশিমা এবং নাগাশাকির উপর পরমানু বোমা আক্রমণের দ্বারা আপনাদেরকে ধ্বংস, কষ্ট ও অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছিল। যেহেতু আপনারা এই ধ্বংসযজ্ঞ ও বিনাশলীলার সঠিক মূল্যায়ন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংগ্রহশালা তৈরী করেছেন আর যেহেতু আনবিক বোমা আক্রমণের বহু প্রভাব আজও প্রকাশিত হচ্ছে তাই জাপানী জাতি যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে বেশি সচেতন।

যেভাবে আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, আপনাদের উপরে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনার একটা দিক এটাও যে, যুদ্ধ পরবর্তীতে জাপানের উপর অপ্রয়োজনীয় এবং স্বেচ্ছাচারীতামূলক নিষেধাজ্ঞা অরোপ করা হয়েছিল। বহু দশক পরেও এসব নিষেধাজ্ঞা ও ভয়াবহ পরিণাম আজ একটি স্থায়ী স্মারকে পরিণত হয়ে থাকবে।

জাপানের উপর পরমাণু হামলার সময় দ্বিতীয় খলিফা যিনি তৎকালীন জামাতে আহ্‌মদীয়ার প্রধান ছিলেন এই আক্রমণের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেন-

"আমাদের ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষার আমাদের কাছে দাবী হল সারা পৃথিবীর সামনে স্পষ্টভাবে একথা বলা যে, আমরা এই বর্বরতা এবং রক্তপাতকে কোন ভাবেই বৈধ মনে করতে পারি না। এতে অনেক সরকার হয়তো আমার সঙ্গে সহমত হবে না। কিন্তু আমি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না"। তিনি আরো বলেছেন যে,ভবিষ্যতে এসব যুদ্ধ বন্ধ হবে বলে তিনি মনে করেন না। বরং এর ফলে আরও যুদ্ধ, সংঘর্ষ এবং ধ্বংসযজ্ঞ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আজকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী একশতভাগ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও সরকারীভাবে এখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়নি কিন্তু বাস্তবে একটা গৃহযুদ্ধ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। পৃথিবী জুড়ে আজ নারী-পুরুষ এমনকি বাচ্চাদের অবধি খুবই নির্মমভাবে অত্যাচারের নিশানায় পরিণত করা হচ্ছে এবং চরম নিষ্ঠুরতার দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

যতদূর আমাদের সম্পর্ক, আমরা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত সব সময় সকল প্রকার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। পৃথিবীর যেখানেই

তা হোক না কেন, কেননা ইসলামি শিক্ষার দাবি হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং যাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের সাহায্য করা। আমি ইতি মধ্যেই বলেছি যে, দ্বিতীয় খলিফা (খলিফাতুল মসীহ্ সানী) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের উপর হওয়া নিউক্লিয়ার বোমা হামলার কিভাবে তীব্র নিন্দা জানিয়ে ছিলেন। এছাড়া খুবই প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত একজন আহ্‌মদী মুসলমান যার বিশ্বাঙ্গনে প্রভাব ছিল, তিনি জাপানের জনসাধারণ এবং জাপানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। আমি স্যার চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের কথা বলছি। যিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পরে জাতি সংঘের জেনারেল এ্যাসেম্বলীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি বিশ্বের কিছু দেশের সমালোচনা করে বলেছেন, তোমরা অন্যায়ভাবে জাপানের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছো। ১৯৫১ সালে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো-তে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব বলেন- "জাপানের সাথে শান্তির ভিত্তি ন্যায়বিচার এবং মীমাংসার উপর রাখা উচিত, প্রতিশোধ এবং জুলুম অত্যাচারের উপর নয়। ভবিষ্যতে জাপান নিজের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা তাদের অসাধারণ উন্নতির পূর্ব লক্ষণ। আর জাপান শান্তি প্রিয় জাতি গুলির মাঝে অসাধারণ ভূমিকা পালন করবে যা তাদের অসাধারণ উন্নতির পূর্বলক্ষণ। আর জাপান শান্তিপ্রিয় জাতিগুলির মাঝে অসাধারণ ভূমিক পালন করবে।"

তাঁর বক্তৃতার ভিত্তি ছিল কোরাআনের শিক্ষাবলী এবং রসূল করীম (সাঃ) এর জীবনাদর্শের উপর। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি বলেন যে, যে কোন যুদ্ধে বিজয়ীদের কখনো অন্যায় করা উচিত নয় এবং বিজিত জাতির উপর অনর্থক বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয় । চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব এই ঐতিহাসিক মন্তব্য জাপানের পক্ষে করেছেন কেননা একজন আহ্‌মদী হিসাবে তিনি শুধু পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বই করছিলেন না বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি ইসলামের উৎকৃষ্টতম আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

যেভাবে আমি অগে ও বলেছি যে, আপনারা এমন জাতি যারা যুদ্ধের পরিণতি ও নিষ্ঠুরতা কেমন হয় তা অন্যান্য জাতিগুলি অপেক্ষা বেশি অনুধাবন করতে পারেন। তাই সকল ক্ষেত্রে, সকল পর্যায়ে জাপান সরকারের সর্বপ্রকার অমানবিক কার্যকলাপ, জুলুম এবং অত্যাচারকে দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। তাদের এটি নিশ্চিন্ত করা উচিত যে, যে ভয়ানক আক্রমণ ও নৃসংশতা হয়েছে ভবিষ্যতে তা যেন আর কোথাও পুনরাবৃত্তি না হয়। যেখানেই যুদ্ধের লেলীহান শিখা ঘনিয়ে আসে জাপানী নেতৃবৃন্দকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। যতদূর ইসলামের সম্পর্ক, কিছু মানুষ একে উগ্রপন্থার ধর্ম মনে করে থাকে। নিজেদের কথার স্বপক্ষে তারা যে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে থাকে তা হল মুসলমান বিশ্বে সন্ত্রাস ও যুদ্ধের কোন শেষ নেই। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। সত্যি বলতে কি শান্তি সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষার এ বিশ্বে কোন তুলনাই হয় না। এ কারণেই দ্বিতীয় খলিফা এবং চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব স্পষ্টভাবে আপনাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন।

আমি এখন খুব সংক্ষেপে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ইসলামের একটি প্রাথমিক নীতি হল এই যে, কোন যুদ্ধ যা ভৌগলিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য করা হয়ে থাকে বা কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসে হয়ে থাকে তা কোনভাবেই বৈধ হতে পারে না। এছাড়া কোরআন করীমের সূরা আল নহল এর ১২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, যুদ্ধের সময় যে কোন শাস্তি অপরাধের অনুপাতে হওয়া উচিত এর থেকে বেশি নয়। কোরআন বলে যে, যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত।

অনুরূপভাবে কোরআন করীমের সূরা অনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যখন দুটি পক্ষের মধ্যে ফাটল তৈরী হয় এবং মানুষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এবং বিরোধী পক্ষ মীমাংসা চায় তখন প্রথম পক্ষের উচিত তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং অল্লাহর উপর নির্ভর করা । কোরআন বলে যে, কোন পক্ষের অভিসন্ধির উপর কখনও কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয় বরং সব সময় মীমাংসার উপায় অন্বেষণ করা উচিত।

কোরআনের এই শিক্ষাই হল আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি মৌলিক নীতি।

সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের একথায় প্ররোচিত না করে যে তোমরা ন্যায়বিচার করো না বরং ইসলাম তো এই শিক্ষা দেয় যে, সকল পরিস্থিতিতেই সে পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন তোমাকে সুবিচার করা উচিত এবং ন্যায়-বিচারের পক্ষ নেওয়া উচিত। সুবিচারই সম্পর্কের মাধুর্য্যের কারণ হয়। এবং মনোমালিন্য দূরীভূত করে যুদ্ধের কারণগুলি প্রশমিত করে। সূরা নূরের ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যুদ্ধের পরে যদি যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তির জন্য তাদের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করো তাহলে শর্তগুলি ন্যায় সম্মত হওয়া উচিত। যাতে তারা সহজ ভাবে তা পরিশোধ করে দিতে পারে। আর যদি তারা কিস্তিতে দিতে চায় তাহলে এটিও উত্তম পদ্ধতি।

শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সোনালী নীতির কথা সূরা আল হুজুরাতের ১০ নম্বর আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, যদি দুটি দল অথবা জাতির মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন তৃতীয় কোন পক্ষের মধ্যস্থতায় শান্তিপূর্ণ সমাধানে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর কোন জাতি যদি অন্যায়ভাবে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তাহলে অপরাপর জাতিগুলির সম্মিলিত ভাবে প্রয়োজনে আগ্রাসী জাতিকে দমনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু আগ্রাসী জাতি যদি যুদ্ধ পরিহার করে তাহলে তাদের উপর অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয় বরং তাদেরকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম জাতি হিসাবে উন্নতির সুযোগ দেওয়া উচিত। আজকের বিশ্বে এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বিশ্বের পরাশক্তিগুলির জন্য এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির জন্য-যেমন জাতিসংঘের জন্য এই নীতি অসাধারণ গুরুত্ব রাখে । তারা যদি এই নীতির অনুসরণ করে তবেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর অনর্থক যে মনোমালিন্য ও অশান্তি আছে তা এর ফলে দূরীভূত হবে।

কোরআনে এভাবে আরও বহু জায়গায় বলা হয়েছে যে, কিভাবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষকে প্রশমিত করতে হয়। আমাদের

দয়ালু এবং প্রাচুর্য দানকারী খোদা শান্তির চাবিকাঠি আমাদের দান করেছেন। কারণ, তিনি চান যে, তাঁর সৃষ্টরা শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করুক এবং তাদের মধ্যেকার মনোমালিন্য ও মতপার্থক্য দূরীভূত হোক।

সুতরাং এই কথাগুলির সাথে আমি আপনাদের নিকট আবেদন জানাই যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেখানে সম্ভব আপনারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। যেখানে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয় আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হবে ইনসাফের পক্ষে দন্ডায়মান হওয়া ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। যাতে আমরা এমন ভয়াবহ যুদ্ধের থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি, যা আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল। এবং যার ধ্বংসাত্মক ফলাফল কয়েক দশক ধরে প্রকাশ পেয়ে আসছে। বরং আজও প্রকাশিত হচ্ছে। যেখানে সীমিত পরিসরে আর একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এমন ক্ষেত্রে এ যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেওয়ার পূর্বে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেএে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত।

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমাদের সবার সম্মিলিত ভাবে সহযোগীতার ভিত্তিতে কাজ শুরু করি। আমাদের কাছে এছাড়া আর কোন পথ নেই। কেননা, পুরোমাত্রায় যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তখন ভয়াবহ যে ধংসযজ্ঞ সামনে আসবে তা অকল্পনীয়। এমতাবস্থায় নিশ্চিত রূপে পূর্বে যে যুদ্ধ হয়েছে এ যুদ্ধের সামনে তা কিছুই নয়।

আমি দোয়া করি যে, এ যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেওয়ার পূর্বেই পৃথিবী যেন এর ভয়াবহতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। মানুষ যেন আল্লাহতা'লার সম্মুখে সেজদাবনত হয় এবং তারা যেন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহ্‌তা'লা সেই সমস্ত মানুষকে শুভবুদ্ধি দান করুন, যারা ধর্মের নামে অশান্তির সূত্রপাত করছে বা যারা রাজনৈতিক বা ভৌগলিক স্বার্থে যুদ্ধ ছড়াচ্ছে। আমি দোয়া করবো যে, তারা যেন বুঝতে পারে তারা কত অর্থহীন বিষয়ের পিছনে ছুটছে। আমি দোয়া করি যে, সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি পৃথিবীর সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমীন।

এর মাধ্যমে পুনরায় আপনাদের সবাইকে এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট পত্র

হিজ হোলিনেস পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

31 October 2011

To His Holiness Pope Benedict the XVI,

It is my prayer, that may Allah the Almighty bestow His Grace and Blessings upon you.

As Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community, I convey to His Holiness the Pope the message of the Holy Qur'an: Say, 'O people of the book! Come to a word equal between us and you – that we worship none but Allah, and that we associate no partner with Him, and that some of us take not others for lords beside Allah.'

Islam, nowadays, is under the glare of the world, and is frequently targeted with vile allegations. However, those raising these allegations do so without studying any of Islam's real teachings. Unfortunately, certain Muslim organisations due only to their vested interests have portrayed Islam in a totally wrong light. As a result, distrust has increased in the hearts of the people of Western and non-Muslim countries towards Muslims, to the extent that even otherwise extremely well-educated people make baseless allegations against the Founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad(pbuh).

The purpose of every religion has been to bring man closer to God and establish human values. Never has the founder of any religion taught that his followers should usurp the rights of others or should act cruelly. Thus, the actions of a minority of misguided Muslims should not be used as a pretext to attack Islam and its Holy Founder (pbuh). Islam teaches us to respect the Prophets of all religions and this is why it is essential for a Muslim to believe in all of the Prophets who are mentioned in the Holy Bible or in the Holy Qur'an, until and including Jesus Christ (pbuh). We are the humble servants of the Holy Prophet Muhammad (pbuh) and so we are deeply grieved and saddened by the attacks on our Holy Prophet(pbuh); but we respond by continuing to present his noble qualities to the world and to disclose even more of the beautiful teachings of the Holy Qur'an.

If a person does not follow a particular teaching properly whilst claiming to subscribe to it, then it is he who is in error, not the teaching. The meaning of the word 'Islam' itself means peace, love and security. There should be no compulsion in matters of faith is a clear injunction of the Qur'an. From cover to cover, the Holy Qur'an teaches love, affection, peace, reconciliation and the spirit of sacrifice. The Holy Qur'an states repeatedly that one who does not adopt righteousness is far removed from Allah, and therefore, is far removed from the Islam. Hence, if anybody portrays Islam as an extreme and violent religion filled with teachings of bloodshed, then such a portrayal has no link with the real Islam.

The Ahmadiyya Muslim Community practises only the true Islam and works purely to please God Almighty. If any Church or other place of worship stands in need of protection, they will find us standing shoulder to shoulder with them. If any message resonates from our mosques it will only be that of Allah is Great and that we bear witness that there is none worthy of worship except Him and Muhammad (pbuh) is the Messenger of Allah.

A factor playing a major role in destroying the peace of the world is that some people perceive that as they are intelligent, well-educated and liberated, they are free to ridicule and mock founders of religions. To maintain peace in society it is necessary for one to eliminate all sentiments of hostility from one's heart and to increase one's levels of tolerance. There is a need to stand in defence of the respect and reverence of each other's Prophet. The world is passing through restlessness and unease and this requires that by creating an atmosphere of love and affection, we remove this anxiety and fear, that we convey a message of love and peace to those around; that we learn to live with ever greater harmony and in a way better than before; and that we recognise the values of humanity.

Today, small-scale wars are erupting in the world, while in other places, the superpowers are claiming to try and bring about peace. It is no longer a secret that on the surface we are told one thing, but behind the scenes their real priorities and policies are secretly being fulfilled. Can peace in the world be established in such circumstances is the question. It is with regret that if we now observe the current circumstances of the world closely, we find that the foundation for another world war has already been laid. If after the Second World War a path of equity leading to justice was followed, we would not witness the current state of the world, whereby it has again become engulfed in the flames of war. As a consequence of so many countries having nuclear weapons, grudges and enmities are increasing and the world sits on the precipice of destruction. If these weapons of mass destruction explode, many future generations will never forgive us for having inflicted permanent disabilities upon them. There is still time for the world to pay attention to the rights of the Creator and of His Creatures.

I believe that now, rather than focusing on the progress of the world, it is more important, indeed it is essential, that we urgently increase our efforts to savethe world from this destruction. There is an urgent need for mankind to recognise its Creator as this is the only guarantor for the survival of humanity; otherwise, the world is rapidly moving towards self-destruction. If today man really wants to be successful in establishing peace, then instead of finding fault with others, he should try to control the Satan within. By removing his own evils, a person should present a wonderful example of justice. I frequently remind the world that these excessive enmities towards others are completely usurping human values and so are leading the world towards obliteration.

As you have an influential voice in the world, I urge you to also inform the wider world that by placing obstacles in the way of the natural balance established by God, they are moving rapidly towards annihilation. This message needs to be conveyed further and wider than ever before and with much greater prominence.

All the religions of the world are in need of religious harmony and all the people of the world need a spirit of love, affection and brotherhood to be created. It is my prayer that we all understand our responsibilities and play our role in establishing peace and love, and for the recognition of our Creator in the world. We ourselves have prayer, and we constantly beseech Allah that may this destruction of the world be avoided. I pray that we are saved from the destruction that awaits us.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ডস, লণ্ডন
SW18 5QL, U.K

৩১শে অক্টোবর ২০১১

হিজ হোলিনেস

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট,

আমার দোয়া এই যে আল্লাহ্‌তা'লা আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষণ করুন।

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে আমি হিজ হোলিনেস পোপের নিকট পবিত্র কোরআনের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি :

"তুমি বল, 'হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় (একমত) হও, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন (আর তা হল এই), আমরা যেন আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করি। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা একে অন্যকে যেন প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি"।....[৩ : ৬৫]

ইসলাম আজকাল বিশ্বের শ্যেনদৃষ্টির নিচে আছে, আর প্রায়শঃই একে ঘৃণ্য অভিযোগের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হচ্ছে। অবশ্য, যারা এ সব অভিযোগ করে থাকেন, তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে কোন অনুসন্ধান না করেই এরূপ করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কতিপয় মুসলিম সংগঠন, কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামকে সম্পূর্ণ ভুল আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছে। এর ফলে পশ্চিমা ও অমুসলিম দেশসমূহের মানুষের হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি অনাস্থা বৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন।

প্রত্যেক ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষকে খোদাতা'লার নিকট নিয়ে যাওয়া এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। কোনদিন কোন ধর্মের প্রবর্তক তাঁর অনুসারীদেরকে অন্যের অধিকার হরণ বা নিষ্ঠুর আচরণের শিক্ষা দেন নি। তাই গুটিকতক বিপদগামী মুসলমানের আচরণকে ইসলাম বা এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাঃ)-এর উপর আক্রমণের বাহানা বানানো উচিত নয়। ইসলাম আমাদেরকে সকল ধর্মের নবীগণকে সম্মান করার শিক্ষা দেয়, আর এ জন্য পবিত্র বাইবেল বা পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আর এর মধ্যে যীশুখ্রিষ্ট (আঃ) পর্যন্ত সকল নবীই অন্তর্ভুক্ত। আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নগণ্য দাস, আর তাই তাঁর উপর আক্রমণ সমূহে গভীরভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হই; কিন্তু, আমরা বিশ্বের সামনে তাঁর অনুপম গুণাবলী ও পবিত্র কোরআনের সুন্দর শিক্ষা আরো ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমেই এর উত্তর দিয়ে থাকি।

যদি কেউ কোন শিক্ষা অনুসরণের দাবি করে অথচ সঠিকভাবে সেই শিক্ষার অনুসরণ না করে তবে সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী, সেই শিক্ষা নয়। ইসলাম শব্দের অর্থই 'শান্তি', 'সৌহার্দ্য' ও 'নিরাপত্তা'। ধর্মের বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ নেই' - এটি পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট আদেশ। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পবিত্র কোরআন ভালোবাসা, সহমর্মিতা, শান্তি ও বিবাদ মিটিয়ে ফেলা ও ত্যাগের স্পৃহার শিক্ষা দিয়েছে। পবিত্র কোরআন বারবার বলে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণতা অবলম্বন করে না সে আল্লাহতা'লা থেকে বহু দূরে। অতএব, যদি কেউ ইসলামকে রক্তপাতের শিক্ষায় পূর্ণ এক চরমপন্থী ও সহিংস ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে, তবে এরূপ চিত্রের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় কেবলমাত্র প্রকৃত ইসলামের অনুশীলন করে থাকে এবং কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান খোদার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। যদি কোন গীর্জা বা অন্য কোন উপাসনালয়ে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তারা আমাদেরকে তাাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পাবে। যদি কোন বাণী আমাদের মসজিদ থেকে ধ্বনীত

হয়, তবে তা কেবল হবে যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ।

একটি বিষয় যা বিশ্বের শান্তি নষ্ট করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে তা হল, কিছু মানুষ মনে করেন যে, যেহেতু তারা বুদ্ধিমান, উচ্চ-শিক্ষিত ও (তথাকথিত) মুক্ত সমাজের অংশ, সেহেতু ধর্ম প্রবর্তকদের তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। সমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্য আবশ্যক যে, একের হৃদয়ে অন্যের প্রতি সকল প্রকার বৈরিতার অনুভূতি দূর করা আর আমাদের সহনশীলতার মাত্রা ও বৃদ্ধি করা। এ প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা, একে অপরের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রক্ষার্থে দন্ডায়মান হই। বিশ্ববাসী আজ অস্থিরতা ও অস্বস্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছে, আর এর ফলে আমাদের উপর দায়িত্ব বর্তায় যে, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা এ উৎকণ্ঠা ও ভীতিকে দূর করি; আর আমাদের আশেপাশের মানুষের কাছে যেন আমরা ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা পেশ করি যেন আমরা পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি সম্প্রীতির সাথে এবং ভালোভাবে জীবন যাপন করতে শিখি যাতে আমরা মানবীয় মূল্যবোধ সমূহকে যথাযথভাবে চিনতে পারি।

আজ পৃথিবীতে ছোট পর্যায়ের যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হচ্ছে আর অন্য দিকে পরাশক্তিগুলো দাবি করছে যে, তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এটা আর গোপন বিষয় নয় যে, উপরে আমাদেরকে এক কথা বলা হয়, কিন্তু পর্দার আড়ালে প্রকৃতপক্ষে তাদেরই উদ্দেশ্য ও নীতির বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলতে থাকে। এ অবস্থায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব কি না সেটাই প্রশ্ন। পরিতাপের বিষয়, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি এমন পথ অবলম্বন করা হত যা সমতার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচারের দিকে আমাদের নিয়ে যেত, তবে আমাদেরকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে হত না, যেখানে এটি পুনরায় অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকায় পৃথিবীতে পারস্পরিক

আক্রোশ ও শত্রুতা বেড়েই চলেছে আর আজ পৃথিবী ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ যদি এ সব গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র বিস্ফোরিত হয়, পরবর্তী অনেকগুলো প্রজন্ম তাদের উপর স্থায়ী প্রতিবন্ধিতা বা পঙ্গুত্ব আরোপের জন্য আমাদেরকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। এখনো সময় আছে যে বিশ্ববাসী তাদের স্রষ্টা ও তাঁর অপরাপর সৃষ্টির অধিকারের প্রতি মনোযোগী হতে শুরু করে।

আমার বিশ্বাস যে, এখন বিশ্বের অগ্রগতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, এটা প্রয়োজন বরং অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা জরুরী ভিত্তিতে বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টায় গতি সঞ্চার করি। মানবজাতির জন্য তার স্রষ্টাকে চেনা আবশ্যক কেননা মানবতাকে টিকিয়ে রাখার এটিই একমাত্র নিশ্চয়তা দানকারী, নতুবা এ পৃথিবী দ্রুত আত্মাহুতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ যদি কেউ প্রকৃতই শান্তি স্থাপনে সফলকাম হতে চায়, তবে তার জন্য অন্যের দোষ খোঁজার চেয়ে নিজের ভেতরের শয়তানকে নিয়ন্ত্রণ করা অধিকতর প্রয়োজন। নিজ পাপ বা সীমালঙ্ঘন সমূহ দূর করে সেই ব্যক্তির উচিত ন্যায়ের এক অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করা। আমি বারবার বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে থাকি যে, অন্যের প্রতি এ অতিরিক্ত বৈরিতা মানবীয় মূল্যবোধসমূহকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করছে, যার ফলে বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করার পথে নিয়ে যাচ্ছে।

যেহেতু বিশ্বে আপনার এক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর রয়েছে, আমি আপনাকেও আরো বিস্তৃত পরিসরে বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য তাগিদ করছি যে, খোদাতা'লার প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক যে ভারসাম্য, তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে তারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাণী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বিস্তৃত পরিসরে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে দূর-দূরান্তে পৌঁছানো আবশ্যক।

বিশ্বের সকল ধর্মের জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন আর বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। আমার প্রার্থনা এই যে, আমরা সকলে যেন নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং এ জগতে আমাদের

স্রষ্টাকে চেনানোর প্রক্রিয়ায় নিজ ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের নিজেদের হাতে দোয়ার অস্ত্র আছে, আর আমরা সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি যে, পৃথিবীর ধ্বংস যেন এড়ানো যায়। আমি দোয়া করি, যে ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের জন্য অপেক্ষমান তা থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

His Excellency
Mr Benjamin Netanyahu
Prime Minister of Israel
Jerusalem

26 February 2012

Dear Prime Minister,

I recently sent a letter to His Excellency Shimon Peres, President of Israel, regarding the perilous state of affairs emerging in the world. In light of the rapidly changing circumstances, I felt it was essential for me to convey my message to you also, as you are the Head of the Government of your country.

The history of your nation is closely linked with prophethood and Divine revelation. Indeed, the Prophets of the Children of Israel made very clear prophecies regarding your nation's future. As a result of disobedience to the teachings of the Prophets and negligence towards their prophecies, the Children of Israel had to suffer difficulties and tribulations. If the leaders of your nation had remained firm in obedience to the Prophets, they could have been saved from enduring various misfortunes and adversities. Thus, it is your duty, perhaps even more so than others, to pay heed to the prophecies and injunctions of the Prophets.

I address you as the Khalifa of that Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), who was sent as the servant of the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him); and the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was sent as the Mercy for All Mankind amongst the brethren of the Children of Israel in the semblance of Moses (peace be upon him) (Deuteronomy, 18:18). Hence, it is my duty to remind you of God's Message. I hope that you will come to be counted amongst those who hearken to God's Call, and who successfully find the right path; that path which is in accordance with the Guidance of God the Supreme, the Master of the heavens and the earth.

We hear reports in the news nowadays that you are preparing to attack Iran. Yet the horrific outcome of a World War is right before you. In the last World War, whilst millions of other people were killed, the lives of hundreds of thousands of Jewish persons were also wasted. As the Prime Minister, it is your duty to protect the life of your nation. The current circumstances of the world indicate that a World War will not be fought between only two countries, rather blocs will come into formation. The

threat of a World War breaking out is a very serious one. The life of Muslims, Christians and Jews are all at peril from it. If such a war occurs, it will result in a chain reaction of human destruction. The effects of this catastrophe will be felt by future generations, who will either be born disabled, or crippled. This is because undoubtedly, such a war will involve atomic warfare.

Hence, it is my request to you that instead of leading the world into the grip of a World War, make maximum efforts to save the world from a global catastrophe. Instead of resolving disputes with force, you should try to resolve them through dialogue, so that we can gift our future generations with a bright future rather than 'gift' them with disability and defects.

I shall try to elucidate my views based on the following passages from your teachings, the first extract being from the Zabur:

'Do not fret because of evil-doers. Do not envy those who do wrong. For they shall soon be cut down like the grass, and wither like the green herb. Trust in God, and do good. Dwell in the land, and enjoy safe pasture. Also delight yourself in God, and he will give you the desires of your heart. Commit your way to God. Trust also in him, and he will do this: He will make your righteousness go forth as the dawn, and your justice as the noon day sun. Rest in God, and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who makes wicked plots happen. Cease from anger, and forsake wrath. Do not fret, it leads only to evildoing. For evildoers shall be cut off, but those who wait for God shall inherit the land. For yet a little while, and the wicked will be no more. Yes, though you look for his place, he is not there. But the humble shall inherit the land, and shall delight themselves in the abundance of peace.' (Zabur, 37:1-11)

Similarly, we find in the Torah:

'Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small. [But] thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which the LORD thy God giveth thee. For all that do such things, [and] all that do unrighteously, [are] an abomination unto the LORD thy God.' (Deuteronomy, 25:13-16)

Thus, world leaders, and particularly you should terminate the notion of governance by force and should refrain from oppressing the weak. Instead, strive to spread and promote justice and peace. By doing so, you will remain in peace yourselves, you will gain strength and world peace will also be established.

It is my prayer that you and other world leaders understand my message, recognise your station and status and fulfil your responsibilities.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY IN ISLAM

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্‌স, লণ্ডন
SW18 5QL,যুক্তরাষ্ট্র

হিজ এক্সিলেন্সী
মিষ্টার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী
জেরুযালেম, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১২

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

আমি সম্প্রতি ইসরাইলের রাষ্ট্রপতি হিজ এক্সিলেন্সি শিমন পেরেয, এর কাছে বিশ্বের উদীয়মান ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম। যে দ্রুততার সাথে পট পরিবর্তন হয়ে চলেছে তাতে আমি অনুভব করেছি আপনার কাছেও আমার বার্তা পৌঁছানো প্রয়োজন, যেহেতু আপনার দেশের সরকার প্রধান আপনি।

আপনার জাতির ইতিহাসের সাথে নবুওয়ত ও ঐশীবাণীর নিগুঢ় সম্পর্ক রয়েছে। নিশ্চিতভাবে বনী ইসরাইলী নবীগণ আপনার জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। নবীগণের শিক্ষার প্রতি অবাধ্যতা এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ঔদাসীন্যতার ফলস্বরূপ বনী ইসরায়েলী জাতিকে বহু কষ্ট ও পরিক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। যদি আপনার জাতির নেতৃবর্গ নবী গণের আনুগত্যে অবিচল থাকতেন তবে বহুবিধ দুর্ভাগ্যজনক ও প্রতিকূল পরিস্থিতির স্বীকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অতএব এটা আপনাদের দায়িত্ব বরং অন্য সবার চেয়ে বেশি যে, আপনারা নবীগণের ভষ্যিদ্বাণী সমূহ ও

আদেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেবেন।

আমি আজ সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর খলিফা হিসেবে আপনাদের সম্বোধন করছি, যাঁকে হযরত মহানবী (সাঃ)-এর সেবক রূপে পাঠানো হয়েছিল; আর মহানবী (সাঃ)-কে মূসা (আঃ)-এর সাদৃশ্যে বনী ইসরায়েলীদের ভ্রাতৃকূলে [দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮] সমগ্র মানব জাতির প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। তাই খোদার বাণী আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আমার প্রত্যাশা এই যে, আপনারা তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা খোদার ডাকে সাড়া দেয় এবং যারা সঠিক পথ লাভে সফলকাম হয়; সেই পথ যা আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি, সুমহান খোদার হেদায়েতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

আমরা আজকাল সংবাদে এরূপ খবর শুনে থাকি যে, আপনারা ইরাণের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। অথচ কোন বিশ্বযুদ্ধের পরিণতির ভয়াবহতার আপনারা চাক্ষুষ সাক্ষী। বিগত বিশ্বযুদ্ধে বহু মিলিয়ন সংখ্যায় যেমন অন্যান্য মানুষ নিহত হয়েছে, তেমনি লক্ষ লক্ষ ইহুদীর ও প্রাণহানী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার জাতির মানুষদের জীবন রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এদিকে ইশারা করছে যে, কোন বিশ্বযুদ্ধ কেবল দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হবে না, বরং জোটসমূহ গঠিত হবে। একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনার যে আশঙ্কা বিরাজমান তা অত্যন্ত গুরুতর। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদী সকলের জীবনই এতে বিপন্ন। যদি এমন যুদ্ধের সূচনা হয়ে যায় তবে তা মানবতা ধ্বংসের এক পর্যায়ক্রমিক ধারায় রূপ নেবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ এ দুর্যোগের ফল ভোগ করবে। এটা এ কারণে যে, এরূপ কোন যুদ্ধে নিঃসন্দেহে পারমাণবিক সমরাস্ত্র ব্যবহৃত হবে।

অতএব, আপনার কাছে আমার আবেদন এই, বিশ্বকে একটি বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব না দিয়ে, পৃথিবীকে একটি বিশ্বজনীন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষার জন্য আপনারা

সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করবেন। বিরোধ সমূহকে বল প্রয়োগে নিরসন না করে, আপনাদের প্রয়াস হওয়া উচিত যেন সংলাপের মাধ্যমে এগুলোর সুরাহা হয়, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকে প্রতিবন্ধীতা ও জন্মগত ত্রুটিসমূহ 'উপহার' দেওয়ার পরিবর্তে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারি।

আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে আপনাদের শিক্ষা থেকে নেওয়া নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করবো; যার প্রথমটি যবুর থেকে নেওয়া :

"তুমি দুরাচারদের বিষয়ে রুষ্ট হয়ো না; অধর্মচারীদের প্রতি ঈর্ষা করো না। কেননা তারা ঘাসের ন্যায় শীঘ্র ছিন্ন হবে, হরিৎ তৃণের ন্যায় ম্লান হবে। সদা প্রভুতে বিশ্বাস রাখ, এবং সদাচরণ কর, নিজ ভূমে বাস কর, এবং নিরাপদ পশুচারণক্ষেত্রে চর। আর সদা প্রভুতে আনন্দে মেতে থাক, তিনি তোমার মনবাসনা সমূহ পূর্ণ করবেন। তোমার জীবন পথের ভার সদা প্রভুতে অর্পণ কর। তার উপর নির্ভর কর, তিনিই কর্মসাধন করবেন। তিনি দীপ্তির ন্যায় তোমার ন্যায়পরায়ণতাকে স্পষ্ট করবেন, এবং তোমার বিচারকে মধ্যাহ্নের ন্যায় প্রকাশ করবেন। সদা প্রভুতে অটল থাক, এবং তাঁর করুণার জন্য অপেক্ষা কর; যে আপন পথে কৃতকার্য হয়, তার বিষয়ে, যে ব্যক্তি কু-সংকল্প করে, তার বিষয়ে রুষ্ট হয়ো না। ক্রোধ নিবৃত কর, কোপ ত্যাগ কর, রুষ্ট হয়ো না, হলে কেবল দুষ্কর্ম করবে। কারণ দুরাচাররা উচ্ছিন্ন হবে, কিন্তু যারা সদা প্রভুর অপেক্ষা করে, তারাই দেশের অধিকারী হয়। আর ক্ষণকাল পরে, দুষ্ট লোক আর থাকবে না। তবে হ্যাঁ, যদিও তুমি তার স্থান তত্ত্ব করবে, কিন্তু সে আর নেই। কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হবে, এবং তারা শান্তির বাহুল্যে আনন্দ করবে।" [যবুর, গীত সংহীতা ৩৭ : ১-১১]

অনুরূপভাবে তওরাতে আমরা পাই,

"তোমার থলিতে একটি ছোট এবং একটি বড় দুই ধরনের বাটখারা না থাকুক। তোমার ঘরে একটি ছোট এবং একটি বড় দুই ধরনের

পরিমাণ পাত্র না থাকুক। তুমি যথার্থ ও ন্যায্য বাটখারা রাখবে, যথার্থ ও ন্যায্য পরিমাণ পাত্র রাখবে; যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। কারণ যে কেউ ঐরূপ কাজ করে, যে কেউ অন্যায় করে, সে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণিত"। [২য় বিবরণ ২৫:১৩-১৬]

অতএব বিশ্বনেতৃবর্গ এবং বিশেষতঃ আপনার উচিত, বল প্রয়োগে শাসনের ধারণা পরিত্যাগ করা এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত হওয়া। এর বিপরীতে ন্যায় ও শান্তির বিস্তার ও প্রসারে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। এরূপ করার ফলে, আপনারা নিজেরাও শান্তিতে থাকবেন, আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে আর বিশ্বশান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি এবং অন্যান্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আমার বার্তাকে অনুধাবন করবেন; আপনাদের অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধি করবেন এবং আপনাদের দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

আপনার হিতকামনায়,

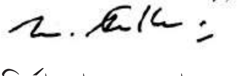

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের
রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

His Excellency
President of the Islamic Republic of Iran
Mahmoud Ahmadinejad
Tehran

7 March 2012

Dear Mr President,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

In light of the perilous state of affairs emerging in the world, I felt that it was essential for me to write to you, as you are the President of Iran, and thus you hold the authority to make decisions which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently great agitation and restlessness in the world. In some areas small-scale wars have broken out, while in other places the superpowers act on the pretext of trying to bring about peace. Each country is engaged in activities to either help or oppose other countries, but the requirements of justice are not being fulfilled. It is with regret that if we now observe the current circumstances of the world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing. In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before us. As you are aware, the availability of nuclear weapons will mean that a Third World War will be an atomic war. Its ultimate result will be catastrophic, and the long term effects of such warfare could lead to future generations being born disabled or deformed.

It is my belief that as followers of the Holy Prophet Muhammad (pbuh) , who was sent to establish peace in the world, and who was the Rahmatullil Aalameen – the Mercy to all of Mankind –we do not and cannot desire for the world to suffer such a fate. This is why my request to you is that as Iran is also a significant power in the world, it should play its role to prevent a Third World War. It is undeniably true that the major powers act with double standards. Their injustices have caused restlessness and disorder to spread all across the world. However, we cannot ignore the fact that some Muslim groups act inappropriately, and contrary to the teachings of Islam.

Major world powers have used this as a pretext to fulfil their vested interests by taking advantage of the poor Muslim countries. Thus, I request you once again, that you should focus all of your efforts and energies towards saving the world from a Third World War. The Holy Qur'an teaches Muslims that enmity against any nation should not hinder them from acting in a just manner. In Surah Al Mai'dah, Allah the Exalted instructs us:

"And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment." (Ch.5:V.3)

Similarly, in the same chapter of the Holy Qur'an we find the following commandment to Muslims:

"O ye who believe! Be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do."(Ch.5:V.9)

Hence, you should not oppose another nation merely out of enmity and hatred. I admit that Israel exceeds beyond its limits, and has its eyes cast upon Iran. Indeed, if any country transgresses against your country, naturally you have the right to defend yourself. However, as far as possible disputes should be resolved through diplomacy and negotiations. This is my humble request to you, that rather than using force, use dialogue to try and resolve conflicts. The reason why I make this request is because I am the follower of that Chosen Person of God who came in this era as the True Servant of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), and who claimed to be the Promised Messiah and Imam Mahdi. His mission was to bring mankind closer to God and to establish the rights of people in the manner our Master and Guide, the Rahmatullil Aalameen –the Mercy to all of Mankind – the Holy Prophet (pbuh) demonstrated to us. May Allah the Exalted enable the Muslim Ummah to understand this beautiful teaching.

Wassalam,

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW18 5QL,যুক্তরাষ্ট্র

৭ই মার্চ ২০১২

হিজ এক্সিলেন্সী
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি
মাহমুদ আহ্মেদিনেজাদ
তেহ্রান

প্রিয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিশ্বে যে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে তার আলোকে, আমি অনুভব করেছি যে, আমার পক্ষ থেকে আপনাকে লেখা আবশ্যক, যেহেতু আপনি ইরানের রাষ্ট্রপতি, আর তাই আপনি সেই সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের কর্তৃত্ব রাখেন যা আপনার জাতি এবং বিস্তৃত পরিসরে পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে। বিশ্বে বর্তমানে খুব উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে, অপর দিকে পরাশক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক দেশ তার কর্মকাণ্ডে অন্য কোন দেশকে হয় সমর্থন করছে বা বিরোধিতা করছে; তবে, ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে, আর একটি বিশ্ব যুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র থাকায় পৃথিবীতে পারস্পরিক আক্রোশ ও শত্রুতা বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ প্রায় নিশ্চিতভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত। যেমনটি আপনি অবগত আছেন, নিউক্লিয়ার

মারণাস্ত্রের সহজ প্রাপ্যতার কারণে সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক পারমাণবিক যুদ্ধ হবে। এর চূড়ান্ত ফল হবে ভয়াবহ এবং এরূপ যুদ্ধের সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করবে।

আমার বিশ্বাস যে সেই মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী হিসেবে, যিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং যিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন-সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত, আমরা বিশ্বের এমন পরিণতি কামনা করি না, আর করতে পারি ও না। এ কারণে আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে, যেহেতু ইরান ও বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, এর উচিত একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিহত করতে নিজ ভূমিকা পালন করা। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, বড় বড় শক্তিগুলোর কথায় ও কাজে বা শত্রু-মিত্রের সাথে আচরণে দ্বৈততা থাকে। তাদের অন্যায়-অবিচারের ফলে বিশ্ব জুড়ে অস্থিরতা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু আমরা এটিও অস্বীকার করতে পারি না যে, কিছু কিছু মুসলমান গোষ্ঠী অসংগত আচরণ করে থাকে, এমন আচরণ যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলো একে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে আর তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমান দেশগুলোতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। অতএব, আমি আপনাকে আবারও অনুরোধ করছি যে, আপনার উচিত বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রক্ষা করার জন্য আপনার সকল প্রচেষ্টা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করা। পবিত্র কোরআন মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, কোন জাতির সাথে শত্রুতা যেন ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা থেকে তাদের দ্বিধাগ্রস্ত না করে। সূরা আল মায়েদা-তে আল্লাহতা'লা আমাদের আদেশ দেন,

"আর মসজিদে হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেওয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন সীমালঙ্ঘনে তোমাদের যেন প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে কঠোর।"- [৫:৩]

অনুরূপভাবে পবিত্র কোরআনে একই সূরাতে আমরা মুসলমানদের জন্য

এ আদেশ ও পাই :

“হে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায় বিচার কর। এ কাজটি তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।”- [৫:৯]

সুতরাং কেবলমাত্র শত্রুতা ও ঘৃণার কারণে অপর কোন জাতির বিরোধিতা করা উচিত নয়। আমি স্বীকার করি যে, ইসরায়েল সীমালঙ্ঘন করে থাকে, এবং তাদের দৃষ্টিও ইরানের দিকে। নিশ্চয় যদি কোন দেশ আপনার দেশের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, নিজের প্রতিরক্ষার ন্যায়সঙ্গতঃ অধিকার আপনাদের রয়েছে। তবে যতদূর সম্ভব বিরোধসমূহ কুটনৈতিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা উচিত। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে বিরোধসমূহ নিরসনের প্রয়াসে সংলাপকে ব্যবহার করুন। যে কারণে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি তা এই যে, আমি খোদাতা’লার সেই মনোনীত ব্যক্তির উত্তরসূরী যিনি এ যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃত দাস রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হওয়ার দাবিও করেছেন। তাঁর লক্ষ্যই ছিল আমাদের প্রভু ও পথ প্রদর্শক, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন-জগতসমূহের প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরিত মহানবী (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে মানব জাতিকে খোদাতা’লার নিকটবর্তী করা আর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহতা’লা মুসলিম উম্মাহ্কে এ অনুপম সুন্দর শিক্ষা বোঝার তৌফিক দান করুন।

ওয়াস্সালাম।

আপনার হিতকামনায়,

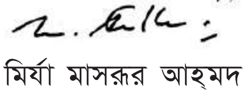

মির্যা মাসরূর আহ্মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা’তের
পঞ্চম খলিফা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির
নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

President Barack Obama
President of the United States of America
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington D.C.

8 March 2012

Dear Mr. President,

In light of the perturbing state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for me to write to you, as you are the President of the United States of America, a country which is a world superpower, and thus you hold the authority to make decisions which will affect the future of your nation and the world at large.

There is currently great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken out in certain areas. Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was anticipated in their efforts to establish peace in these conflict-hit regions. Globally, we find that almost every country is engaged in activities to either support, or oppose other countries; however, the requirements of justice are not being fulfilled. It is with regret that if we now observe the current circumstances of the world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing between nations. In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before us. Such a war would surely involve atomic warfare; and therefore, we are witnessing the world head towards a terrifying destruction. If a path of equity and justice had been followed after the Second World War, we would not be witnessing the current state of the world today whereby it has become engulfed in the flames of war once again.

As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932. We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries. This will ultimately result in

certain powers emerging to the helm of government, who will lead us to a world war. If in the smaller countries conflicts cannot be resolved through politics or diplomacy, it will lead to new blocs and groupings to form in the world. This will be the precursor for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing on the progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.

My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as the United States, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts of smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not only possessed by the United States and other major powers; rather, even relatively smaller countries now possess such weapons of mass destruction, where those who are in power are often trigger-happy leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble request to you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from erupting into a Third World War. There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; rather, our future generations will have to bear the horrific consequences of our actions and children everywhere in the world will be born disabled or deformed. They will never forgive their elders who led the world to a global catastrophe. Instead of being concerned for only our vested interests, we should consider our coming generations and strive to create a brighter future for them. May God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend this message.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی علی رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্‌স, লণ্ডন
SW18 5QL,যুক্তরাষ্ট্র

৮ই মার্চ ২০১২

রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি
দি হোয়াইট হাউস
১৬০০ পেনসিলভেনিয়া এভিনিউ এন. ডব্লিউ
ওয়াশিংটন ডি. সি.

প্রিয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

বিশ্বে উদীয়মান উদ্বেগজনক পরিস্থিতির আলোকে আমি অনুভব করেছি যে, আপনাকে আমার লেখা প্রয়োজন, যেহেতু আপনি এমন একটি দেশ যা বিশ্বের একটি পরাশক্তি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, আর এ কারণে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়ার কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং বিস্তৃত পরিসরে পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে।

বিশ্বে বর্তমানে খুবই বিক্ষুব্ধ ও অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ সকল সংঘর্ষে আক্রান্ত এলাকাগুলোতে পরাশক্তিগুলো তাদের শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে আমরা দেখি যে প্রায় প্রত্যেক দেশ অন্য কোন দেশের পক্ষে বা বিপক্ষে বিভিন্নভাবে সক্রিয় রয়েছে; তবে ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। বড়-ছোট এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র

থাকাতে জাতিতে-জাতিতে আক্রোশ ও সংঘাত বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে উপনীত হয়ে পড়েছে। এরূপ যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে পারমাণবিক মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হবে; আর তাই আমরা বস্তুতঃপক্ষে বিশ্বকে ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ধাবমান দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি এমন পথ অবলম্বন করা হত যা আমাদেরকে সমতার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচারের দিকে নিয়ে যেত তবে, আমাদেরকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে হত না, যেখানে এটি পুনরায় অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে।

যেমনটি আমরা সকলে অবহিত আছি, যে মূল বিষয়গুলো পৃথিবীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল তা হল 'লীগ অব নেশন্‌স'-এর ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক মন্দা, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৩২ সালে। আজ শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সাথে ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর কারণে আবারও ছোট ছোট দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করেছে, আর দেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বও অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিণামে এর ফলে এমন শক্তিসমূহ সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে যারা আমাদেরকে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। যদি ছোট ছোট দেশগুলিতে রাজনৈতিক বা কুটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি সম্ভব না হয়, এর ফল স্বরূপ বিশ্বে নতুন মেরুকরণ ও গ্রুপিং এর উদ্ভব হবে। এটি হবে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। তাই আমার বিশ্বাস যে আজ, বিশ্বের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা এ ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করি। মানব জাতির জন্য আশু প্রয়োজন তার সেই একক খোদাকে চেনার, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা; কেননা একমাত্র সেটাই মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে পারে; নতুবা বিশ্ব ক্রমাগত দ্রুতগতিতে আত্মহননের পথে অগ্রসর হতে থাকবে।

আপনার, এবং সমুদয় বিশ্বনেতার কাছে আমার আবেদন যে, বল প্রয়োগে অন্য জাতির দমনের বদলে আপনারা কুটনীতি, সংলাপ ও প্রজ্ঞার পথ

অবলম্বন করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বিশ্বের বড় বড় শক্তির আজ উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ ভূমিকা পালন করা। ছোট ছোট দেশের কোন আচরণকে বিশ্বের সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হবে না। বর্তমানে কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও বড় বড় শক্তিগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী নয়; বরং আজ তুলনামূলকভাবে ছোট দেশের হাতে এরূপ গণবিধ্বংসি মারণাস্ত্র বিদ্যমান, যেখানে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের একাংশের এমন যুদ্ধবাজ নেতা যারা কোন চিন্তা বা বিবেচনা ছাড়াই কাজ করে থাকেন। তাই, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, বিশ্বের ছোট-বড় শক্তিগুলো যেন তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা না করে সেজন্য আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয় যে, আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই তাহলে এরূপ যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কেবল এশিয়া, ইউরোপ ও দুই আমেরিকা মহাদেশের গরীব দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমাদের কর্মের বীভৎস পরিণতি বহন করতে হবে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম গ্রহণ হতে থাকবে। তারা কোন দিন তাদের সেই সব পূর্বসূরীদের ক্ষমা করবে না যারা বিশ্বকে এক সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে। কেবলমাত্র আমাদের নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমাদের উচিত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করা এবং তাদের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষৎ গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা। খোদাতা'লা আপনাকে এবং সকল বিশ্ব নেতাকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

আপনার হিতকামনায়,

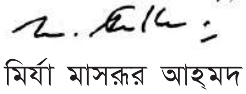

মির্যা মাসরূর আহ্মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

Mr. Stephen Harper
Prime Minster of Canada
Ottawa, Ontario

8 March 2012

Dear Prime Minister,

In light of the dire state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for me to write to you, as you are the Prime Minister of Canada, and hence you hold the authority to make decisions which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken out in certain areas. Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was anticipated in their efforts to establish peace in these conflict-hit regions. Globally, we find that almost every country is engaged in activities to either support, or oppose other countries; however, the requirements of justice are not being fulfilled. It is with regret that if we now observe the current circumstances of the world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing between nations. In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before us. Such a war would surely involve atomic warfare; and therefore, we are witnessing the world head towards a terrifying destruction. If a path of equity and justice had been followed after the Second World War, we would not be witnessing the current state of the world today whereby it has become engulfed in the flames of war once again.

As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932. We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries. This will ultimately result in certain powers emerging to the helm of government, who will lead us to a world war. If in the smaller countries conflicts cannot be resolved through politics or diplomacy, it will lead to new blocs and grouping to form in the world. This will be the precursor

for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing on the progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase our efforts to savethe world from this destruction. There is an urgent need for mankind to recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.

Canada is widely considered to be one of the most just countries in the world. Your nation does not normally interfere in the internal problems of other countries. Further, we, the Ahmadiyya Muslim Community, have special ties of friendship with the people of Canada. Thus, I request you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from leading us into a devastating Third World War.

My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as Canada, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts of smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not only possessed by the major world powers, rather even relatively smaller countries now possess such weapons of mass destruction; where those who are in power are often trigger-happy leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble request to you that use all your energy and efforts to prevent a Third World War from occurring. There should be no doubts in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath of such a war, will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; rather, our future generations will have to bear the horrific consequences of our actions and children everywhere in the world will be born disabled or deformed. They will never forgive their elders who led the world to a global catastrophe. Instead of being concerned for only our vested interests, we should consider our coming generations and strive to create a brighter future for them. May God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend this message.

Yours Sincerely,

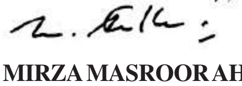

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھوالناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW185QL, U.K

৮ই মার্চ ২০১২

মি. স্টিফেন হারপার
কানাডার প্রধানমন্ত্রী
অটোয়া, অন্টারিও

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

বিশ্বে উদীয়মান ভয়াবহ পরিস্থিতির আলোকে আমি অনুভব করেছি যে, আপনাকে আমার লেখা প্রয়োজন, যেহেতু আপনি কানাডার প্রধানমন্ত্রী, আর এ কারণে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়ার কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং বিস্তৃত পরিসরে পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে।

বিশ্বে বর্তমানে খুবই বিক্ষুব্ধ ও অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ সকল সংঘর্ষে আক্রান্ত এলাকাগুলোতে পরাশক্তিগুলো তাদের শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে আমরা দেখি যে প্রায় প্রত্যেক দেশ অন্য কোন দেশের পক্ষে বা বিপক্ষে বিভিন্নভাবে সক্রিয় রয়েছে; তবে, ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। বড়-ছোট এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র থাকাতে জাতিতে-জাতিতে আক্রোশ ও সংঘাত বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে উপনীত হয়ে পড়েছে। এরূপ যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে পারমাণবিক মারণাস্ত্র ব্যবহৃত

হবে; আর তাই আমরা বস্তুতঃপক্ষে বিশ্বকে ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ধাবমান দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি এমন পথ অবলম্বন করা হত যা আমাদেরকে সমতার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচারের দিকে নিয়ে যেত তবে, আমাদেরকে বিশ্বকে বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে হত না, যেখানে এটি পুনরায় অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে।

যেমনটি আমরা সকলে অবহিত আছি, যে মূল বিষয়গুলো পৃথিবীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল তা হল 'লীগ অব নেশন্স'-এর ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক মন্দা, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৩২ সালে। আজ শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সাথে ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর কারণে আবারও ছোট ছোট দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করেছে, আর দেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বও অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিণামে এর ফলে এমন শক্তিসমূহ সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে যারা আমাদেরকে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। যদি ছোট ছোট দেশগুলিতে রাজনৈতিক বা কুটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি সম্ভব না হয়, এর ফল স্বরূপ বিশ্বে নতুন মেরুকরণ ও গ্রুপিং এর উদ্ভব হবে। এটি হবে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। তাই আমার বিশ্বাস যে আজ, বিশ্বের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা এ ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করি। মানব জাতির জন্য আশু প্রয়োজন তার সেই একক খোদাকে চেনার, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা; কেননা একমাত্র সেটাই মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে পারে; নতুবা বিশ্ব ক্রমাগত দ্রুতগতিতে আত্মহননের পথে অগ্রসর হতে থাকবে। অনেকের কাছেই কানাডা বিশ্বের সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আপনার দেশ সাধারণত অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করে না। তদুপরি, কানাডার জনগণের সাথে আমাদের অর্থাৎ আহ্মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, বিশ্বের ছোট-বড় শক্তিগুলো যেন তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা না করে

সে জন্য আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

আপনার, এবং সমুদয় বিশ্বনেতার, কাছে আমার আবেদন যে বল প্রয়োগে অন্য জাতির দমনের বদলে আপনারা কুটনীতি, সংলাপ ও প্রজ্ঞার পথ অবলম্বন করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বিশ্বের বড় বড় শক্তির আজ উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ ভূমিকা পালন করা। ছোট ছোট দেশের কোন আচরণকে বিশ্বের সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হবে না। বর্তমানে কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও বড় বড় শক্তিগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী নয়; বরং আজ তুলনামূলকভাবে ছোট দেশের হাতে এরূপ গণবিধ্বংসি মারণাস্ত্র বিদ্যমান, যেখানে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের একাংশের এমন যুদ্ধবাজ নেতা যারা কোন চিন্তা বা বিবেচনা ছাড়াই কাজ করে থাকেন। তাই, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা যেন না হয় সেজন্য আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয় যে, আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই তাহলে এরূপ যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কেবল এশিয়া, ইউরোপ ও দুই আমেরিকা মহাদেশের গরীব দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে আমাদের কর্মের বিভৎস পরিণতি বহন করতে হবে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে থাকবে। তারা কোন দিন তাদের সেই সব পূর্বসূরীদের ক্ষমা করবে না যারা বিশ্বকে এক সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে। কেবলমাত্র আমাদের নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমাদের উচিত আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের কথা চিন্তা করা এবং তাদের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষৎ গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা। খোদাতা'লা আপনাকে এবং সকল বিশ্ব নেতাকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

আপনার হিতকামনায়,

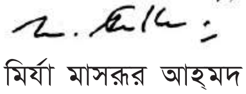

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান)-
এর তত্ত্বাবধায়ক সৌদি আরব
রাজতন্ত্রের বাদশাহর নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

Custodian of the Two Holy Places
King of the Kingdom of Saudi Arabia
Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud
Riyadh, Saudi Arabia

28 March 2012

Respected King Abdullah,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

Today, I am writing to you with the intention of raising a most important matter, because as the Custodian of the Two Holy Places and the King of Saudi Arabia, you hold a very high station in the Muslim Ummah. For located within your country are the two holiest sites in Islam—Makkah Al-Mukarramah and Madinah Al-Munawwarah—which to love constitutes a part of the faith of Muslims. These sites are also the centres of spiritual progress and are greatly revered by Muslims. In this light, all Muslims and Muslim governments confer special status upon you. This status requires that on the one hand, you should properly guide the Muslim Ummahand on the other, you should strive to create an atmosphere of peace and harmony within Muslim countries. You should also endeavour to develop mutual love and sympathy between Muslims and to enlighten them regarding the essence of:

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

Ultimately, you should strive to create peace in the entire world for the benefit of all of mankind. As Head of the Ahmadiyya Muslim Jama'at and the Khalifa of the Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), it is my request that, irrespective of certain doctrinal disagreements that exist between the Ahmadiyya Muslim Jama'at and other sects of Islam, we should still unite in an effort to establish world peace. We should do our level best to educate the world regarding the true teachings of Islam, which are based on love and peace. By doing so, we can dispel the misconceptions in general that are embedded in the people of the West and the world about Islam. Enmity against other nations or groups should not hinder us from acting in a just manner. Allah the Almighty states in Verse 3 of Surah Al-Ma'idahof the Holy Qur'an:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

'…. And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment.'

This is the guiding principle that we should keep in view so that we can fulfil our duty to present the beautiful image of Islam to the world. It is with sentiments of heartfelt love and deep compassion for all Muslims worldwide that I am requesting you to play your role in this regard.

We find in the world today that some politicians and so-called scholars are planting seeds of hatred against Islam in an attempt to defame the Holy Prophet (peace and blessing of Allah be upon him). They try to present completely distorted interpretations of the teachings of the Holy Qur'an to achieve their aims. Further, the conflict between Palestine and Israel is worsening every day and hostilities between Israel and Iran have heightened to such an extent that their relationship has severely broken down. Such circumstances require that as an extremely important leader in the Muslim Ummahyou should make every effort to resolve these disputes with justice and equality. The Ahmadiyya Muslim Jama'at does everything it possibly can to dispel the hatred against Islam, wherever and whenever it surfaces. Until the entire Muslim Ummahunites as one and makes efforts towards this, peace can never be established.

Thus, it is my request to you to do your utmost in this regard. If World War III is indeed destined to occur, at least we should strive to ensure that it does not originate from any Muslim country. No Muslim country or any Muslim individual anywhere in the world, today or in the future, will want to shoulder the blame for being the spark for a global catastrophe, the long-term effects of which will lead to future generations being born with defects or deformities, for if a World War breaks out now, it will surely be fought with nuclear weapons. We have already experienced just a glimpse of the utter devastation caused by atomic warfare when nuclear bombs were dropped on two cities in Japan during World War II.

Thus, O King of Saudi Arabia! Expend all your energy and influence to save the world from annihilation! May Allah the Almighty provide you with His Help and Succour, Amin. With prayers for you and for the entire Muslim Ummah of:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

Wassalam,

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هوالناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW18 5QL, U.K

২৮শে মার্চ ২০১২

হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান)-এর তত্ত্বাবধায়ক
সৌদি আরব রাজতন্ত্রের বাদশাহ্
আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আযীয আল সাউদ
সাউদ রিয়াদ, সৌদি আরব

সম্মানিত বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্,

আসসালামু আলইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপনের উদ্দেশ্যে আপনাকে লিখছি, কেননা হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান)-এর তত্ত্বাবধায়ক ও সৌদি আরবের বাদশাহ্ হিসেবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আপনি এক অতি উচ্চ আসনে আসীন রয়েছেন। আর এর কারণ এই যে, ইসলামের দুই পবিত্রতম স্থান-মক্কা আল-মুকার্‌রমা এবং মদিনা আল মোনাওওয়ারাহ্-যার ভালোবাসা মুসলমানদের ঈমানের অংশ, আপনাদের দেশে অবস্থিত। এগুলো আধ্যাত্মিক উন্নতির ও কেন্দ্র আর তাই মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত। এর আলোকে সকল মুসলমান এবং সকল মুসলিম সরকার আপনাকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এই মর্যাদা দাবি করে যে, একদিকে মুসলিম উম্মাহ্কে সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া আপনার দায়িত্ব আর অপর পক্ষে মুসলমান দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের এক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আপনার সংগ্রাম করা উচিত। আপনার এ প্রয়াসও থাকা উচিত যেন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতা গড়ে ওঠে এবং তারা যেন এ তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকিত হয়।

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

[অর্থাৎ : একে অপরের সহমর্মিতায়]

সর্বোপরি, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার জোর প্রয়াসী হওয়া উচিত। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর খলিফা হিসেবে আমার অনুরোধ এই যে, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ও ইসলামের অন্যান্য ফেরকার মধ্যে বিদ্যমান আকিদাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, যা ভালোবাসা ও শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করতে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এর মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের তথা পুরো পৃথিবীর মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণাগুলো গেঁথে রয়েছে, সেগুলো দূর করতে আমরা সক্ষম হব। কোন জাতির শত্রুতা আমাদেরকে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা থেকে বিরত না রাখে। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কোরআনের সূরা আল মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতে বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"আর মসজিদে হারামে তোমাদের (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেওয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন সীমালঙ্ঘনে তোমাদের প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" [৫:৩]

এটি সেই কেন্দ্রীয় নীতি যা আমাদেরকে সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যেন ইসলামের অনন্য সুন্দর চিত্র বিশ্বের সামনে উপস্থাপনের যে দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত তা আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও গভীর সহানুভূতি থেকেই আমি এ ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা রাখার জন্য আপনাকে আহ্বান করছি।

আজ আমরা পৃথিবীতে দেখে থাকি যে, কতিপয় রাজনীতিবিদ ও তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-এর অবমাননার উদ্দেশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ বপন করে চলেছেন। তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা পবিত্র কোরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপনের চেষ্টা করে থাকেন। তদুপরি, ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের সংঘাতময় পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি হচ্ছে আর ইসরায়েল আর ইরানের মধ্যে সহিংসতা এমন উচ্চশিখরে উপনীত হয়েছে যে, তাদের সম্পর্ক গুরুতরভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এমন পরিস্থিতি দাবি করে যে, মুসলিম উম্মাহ্র গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে আপনি এ বিরোধ সমূহ ন্যায় ও সমতার সাথে নিষ্পত্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা যেখানেই আর যখনই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন তা দূরীকরণের জন্য আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সাধ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু যতদিন সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ একতাবদ্ধ হয়ে এ বিষয়ে উদ্যোগী না হবে ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তাই, এ বিষয়ে সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেবেন এটাই আমার অনুরোধ। যদি পরিণামে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নির্ধারিত থাকে, তবু অমাদের অন্ততঃ চেষ্টা করা উচিত যে, তার সূচনা যেন কোন মুসলমান দেশ থেকে না হয়। বিশ্বের কোথাও অবস্থিত কোন মুসলিম দেশ বা মুসলিম ব্যক্তি আজ অথবা ভবিষ্যতে কখনো এমন এক বিশ্বজোড়া ধ্বংসযজ্ঞ সূত্রপাত করার দায় নিতে চাইবেন না, যার দীর্ঘমেয়াদী ফলস্বরূপ পরবর্তী প্রজন্মসমূহ বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম লাভ করবে। কেননা আজ যদি কোন বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয় তবে নিশ্চিতভাবে তা নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের দ্বারা সংঘটিত হবে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের দুটো শহরে যখন নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয়েছিল তখন পারমাণবিক যুদ্ধের সর্ববিধ্বংসি ভয়াবহতার একটি ঝলক মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

অতএব, হে সৌদি আরবের বাদশাহ্! বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য আপনার সর্ব শক্তি ও প্রভাবকে নিয়োজিত করুন। সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার সাহায্য ও উদ্ধারকারী শক্তি আপনার সাথী হোক, আমীন।

আপনার এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য দোয়ার সাথে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

"তুমি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর" (১:৬)

ওয়াস্‌সালাম।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ারের নিকট পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

His Excellency,
Premier of the State Council of the People's Republic of China
Mr Wen Jiabao
Zhongnanhai, China

9 April 2012

Dear Premier,

I am sending this letter to you through one of our representatives of the Ahmadiyya Muslim Community. He is the President of our Community in Kababir, Israel and was invited by the Minister for Minorities in China. Our representative was introduced to Chinese officials during a visit by a delegation from China, which included the Deputy Minister for Minorities, to our Mission House in Kababir.

The Ahmadiyya Muslim Community is that sect in Islam which firmly believes that the Messiah and Reformer, who was destined to appear in this age as the Mahdi for the guidance of Muslims, as the Messiah for the guidance of Christians and as a guide for the reformation of all mankind, has indeed arrived in accordance with the prophecies of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him), and thus we have accepted him. His name was Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be upon him) from Qadian, India. In accordance with God Almighty's command, he laid the foundation for the Ahmadiyya Muslim Community in 1889. By the time he passed away in 1908, hundreds of thousands of people had joined the fold of the Community. After his demise, the institution of Khilafat was established. Currently, we are in the era of the 5th Khilafat, and I am the 5th Khalifa of the Promised Messiah (peace be upon him).

An extremely important and fundamental aspect of our teaching is that in this era religious wars should come to an end. Further, we believe that anyone who desires to convey or spread any teaching should only do so in a spirit and atmosphere of love, compassion and brotherhood so that he can become the source of establishing peace, reconciliation and harmony. This important aspect, which is based on the true teachings of Islam, is being promoted and propagated by the Ahmadiyya Muslim Community all over the world. The Community is now spread over 200 countries of the world, and consists of millions of followers.

I wish to convey the following message to you: that the world is currently passing through a most harrowing and perilous period. Indeed, it would appear that we are rapidly drawing closer to a world war. You are the leader of a great superpower. In

addition, an enormous proportion of the world's population live under your governance. You also possess the right to use the power to veto when required in the United Nations. Hence, in this context, it is my request to you to play your role to save the world from the destruction that looms before us. Irrespective of nationality, religion, caste or creed, we should strive to our utmost to save humanity.

In China, after the revolution took place, there was great progress and change. Honourable Mao Zedong, who was a great leader of your nation, established the foundation for high moral standards, which can also be described in other words as the most excellent standard of human values. Although you do not believe in the existence of God and your principles are based on morality, I would like to make it clear that our God, Who is the God as portrayed by Islam, revealed the Qur'an as guidance for all mankind, and the Qur'an inculcates all such morals that you act upon, but it is also filled with even further moral guidance. It contains beautiful teachings expounding the means of sustenance for humanity and establishing human values. If the world—the Muslim world in particular—adopt these Qur'anic teachings, all problems and conflicts will be resolved and an atmosphere of peace and harmony will be fostered.

Today, the Ahmadiyya Muslim Community endeavours to further this very purpose and objective in every part of the world. Through our peace symposiums and through numerous meetings that I hold with various categories of people and groups from all walks of life, I remind the world of this vital goal. It is my prayer that the leaders of the world act with wisdom and do not allow mutual enmities between nations and people on a small-scale to erupt into a global conflict. It is also my request to you that, as a great superpower of the world, play your role to establish world peace. Save the world from the horrifying consequences of a world war, for if such a war breaks out, it will come to an end with the use of atomic weapons. It is quite possible that as a result, parts of certain countries and areas of the world will be obliterated off the face of the earth. The effects and aftermath of an atomic war will not be limited to just the immediate devastation, rather, the long-term effects will result in future generations being born disabled or with defects. Thus, expend all your energy, capabilities and resources in the effort to save humanity from such dreadful consequences. It will ultimately be to the benefit of your nation to act upon this. It is my prayer that all countries of the world, large and small, come to understand this message.

With best wishes and prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW18 5QL,
যুক্তরাজ্য

৯ এপ্রিল ২০১২

হিজ এক্সিলেন্সী
গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ার
মিস্টার ওয়েন জিয়াবাও
ঝংনানহাই, চীন

প্রিয় প্রিমিয়ার মহোদয়,

আমি এ পত্র আপনার কাছে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি মারফৎ প্রেরণ করছি। তিনি আমাদের ইসরায়েলের কাবাবীর সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট এবং চীনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিষয়ক মন্ত্রীর আমন্ত্রণে তিনি চীনে যাচ্ছেন। চীনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিষয়ক উপ-মন্ত্রীসহ এক চীনা প্রতিনিধিদল কাবাবীরে আমাদের মিশন হাউজ দর্শনের জন্য আগমনকালে চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধির পরিচয় হয়।

আহ্মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামের সেই ফিরকা যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই মসীহ্ ও সংস্কারক, যার এ যুগে মুসলমানদের পথ-প্রদর্শনের জন্য মাহ্দী রূপে, খ্রীষ্টানদের পথ-প্রদর্শনের জন্য মসীহ্ রূপে আর সমগ্র মানব জাতির সংশোধনের জন্য সংস্কারক রূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা ছিল তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এসে গেছেন। তিনি ভারতের কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)। ১৮৮৯ সালে

তিনি সর্ব শক্তিমান খোদাতা'লার আদেশে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯০৮ সালে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তত দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ জামাতে প্রবেশ করে। তাঁর মৃত্যুর পরে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পঞ্চম খলিফার যুগ চলছে আর আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র পঞ্চম খলিফা।

আমাদের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় এই যে, এ যুগে ধর্মযুদ্ধের অবসান হবে। উপরন্তু, আমরা এ বিশ্বাস রাখি যে, কেউ যদি কোন শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আগ্রহী হয় তবে তা কেবল মাত্র ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের স্পৃহা নিয়ে এবং এরূপ পরিবেশে হওয়া উচিত যেন তিনি শান্তি, সমঝোতা ও সম্প্রীতির উৎসে পরিণত হন। এ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় সারা পৃথিবীতে প্রচার ও প্রসার করছে। আজ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে বহু মিলিয়ন অনুসারীর মাঝে এ সম্প্রদায় প্রসার লাভ করেছে।

আমি আপনাকে এ বার্তাটি পৌঁছাতে চাই যে, বিশ্ব আজ এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ মনে হয় যে, আমরা দ্রুতগতিতে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আপনি এক বৃহৎ পরাশক্তির নেতা। এছাড়া বিশ্বের জনসংখ্যার এক অতি বড় অংশ আপনার শাসনাধীনে বসবাস করে থাকে। জাতিসংঘের প্রয়োজনের সময় ভেটো প্রদানের অধিকারও আপনাদের রয়েছে। অতএব এ প্রেক্ষাপটে, আপনার নিকট আমার অনুরোধ, যে ধ্বংস আমাদের সম্মুখে ঝুলছে তা থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

চীনে, বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর, অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছিল। মাননীয় মাও সেতুং, যিনি আপনাদের জাতির এক মহান নেতা ছিলেন, উচ্চ নৈতিক মানের ভিত্তি রচনা করেছিলেন, যাকে অন্য ভাষায় মানবীয় মূল্যবোধসমূহের সর্বোচ্চ মান হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। যদিও আপনারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, আর আপনাদের নীতি সমূহ

নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আমি স্পষ্ট করতে চাই যে আমাদের খোদা, যিনি সেই খোদা যার পরিচয় ইসলাম ধর্ম তুলে ধরেছে, সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন; আর কোরআনে সেই সকল নৈতিক গুণাবলী শেখানো হয়েছে যেগুলো আপনারা অবলম্বন করে থাকেন, বরং তার বাইরেও আরো অতিরিক্ত নৈতিক দিক নির্দেশনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। মানব জাতির টিকে থাকার মাধ্যম ও মানবীয় মূল্যবোধসমূহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে অনুপম সুন্দর শিক্ষাসমূহ এতে রয়েছে। যদি বিশ্ব-বিশেষত মুসলিম-বিশ্ব কোরআনের শিক্ষাকে অবলম্বন করে, তবে সকল সমস্যা ও বিরোধের নিষ্পত্তি হবে এবং শান্তি ও সম্প্রীতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি হবে।

আজ আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বজুড়ে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অগ্রসর করার প্রয়াসে নিয়োজিত রয়েছে। আমাদের 'পিস সিম্পোজিয়াম' এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট শ্রেণীর তথা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে থেকে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে আমার যে সভাসমূহ হয়ে থাকে, সেখানে আমি বিশ্বকে এ অপরিহার্য্য লক্ষ্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে থাকি। আমার দোয়া এই যে, বিশ্বের নেতৃবৃন্দ যেন প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করেন এবং বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যমান পারস্পরিক শত্রুতাসমূহকে বিস্ফোরিত হয়ে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে পরিণত হওয়ার সুযোগ না দেন। আপনার কাছেও আমার অনুরোধ যে বিশ্বের এক বিশাল পরাশক্তি হিসেবে, আপনারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনাদের ভূমিকা রাখবেন। এক বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি থেকে বিশ্বকে রক্ষা করবেন; কেননা যদি এরূপ কোন যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, এর সমাপ্তি হবে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে। এটা খুবই সম্ভব যে, এর ফল স্বরূপ বিশ্বের কোন কোন দেশের বা এলাকার কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রতিক্রিয়া কেবল তার তৎকালিন ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ বিকলাঙ্গ বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে জন্মলাভ করবে। সুতরাং মানবজাতিকে এরূপ ভীতিপ্রদ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য নিজ সর্বশক্তি, যোগ্যতা ও সম্পদ ব্যয় করুন। পরিণামে এরূপ করা

আপনার জাতির জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। আমার দোয়া এই যে, বিশ্বের ছোট-বড় সকল দেশ এ বাণী অনুধাবন করুক।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে,

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

Prime Minister of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
Rt. Hon. David Cameron
10 Downing Street, London
SW1A 2AA
United Kingdom

15 April 2012

Dear Prime Minister,

In light of the perilous and precarious circumstances that the world is currently passing through, I felt it necessary to write to you. As the Prime Minister of the United Kingdom, you have the authority to make decisions that will affect the future of your country, and the world at large. Today, the world stands in dire need of peace because the sparks of war can be seen all around the world. Conflicts between countries on a small-scale are threatening to erupt into a global conflict. We observe that the situation of the world today is similar to the situation in 1932, both economically and politically. There are many other similarities and parallels, which when combined together, form the same image today that was witnessed just prior to the outbreak of the Second World War. If these sparks ever truly ignite, we will witness the terrifying scenario of a Third World War. With numerous countries, large and small, possessing nuclear weapons, such a war would undoubtedly involve atomic warfare. The weapons available today are so destructive that they could lead to generation after generation of children being born with severe genetic or physical defects. Japan is the one country to have experienced the abhorrent consequences of atomic warfare, when it was attacked by nuclear bombs during the Second World War, annihilating two of its cities. Yet the nuclear bombs that were used at that time and which caused widespread devastation, were much less powerful than the atomic weapons that are possessed by even certain small nations today. Therefore, it is the duty of the superpowers to sit down together to find a solution to save humanity from the brink of disaster.

What causes great fear is the knowledge that the nuclear weapons in smaller countries could end up in the hands of trigger-happy people who either do not have the ability, or who choose not to think about the consequences of their actions. If the major powers do not act with justice, do not eliminate the frustrations of smaller nations and do not adopt great and wise policies, then the situation will spiral out of all control and the destruction that will follow is beyond our comprehension and imagination. Even the

majority of the world's population who do desire peace will also become engulfed by this devastation.

Thus, it is my ardent wish and prayer that you and the leaders of all major nations come to understand this dreadful reality, and so instead of adopting aggressive policies and utilising force to achieve your aims and objectives, you should strive to adopt policies that promote and secure justice.

If we look at the recent past, Britain ruled over many countries and left behind a high standard of justice and religious freedom, especially in the Sub-Continent of India and Pakistan. When the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community congratulated Her Majesty, Queen Victoria, on her Diamond Jubilee and conveyed to her the message of Islam, he especially prayed for God to generously reward the British Government due to the manner in which it governed justly and with equity. He greatly praised the British Government for its just policies and for granting religious freedom. In today's world, the British Government no longer rules over the SubContinent, but still principles of freedom of religion are deeply entrenched in British society and its laws, through which every person is granted religious freedom and equal rights. This year the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen Elizabeth II, is being celebrated, which gives Britain an opportunity to demonstrate its standards of justice and honesty to the world. The history of the Ahmadiyya Muslim Community demonstrates that we have always acknowledged this justice whenever displayed by Britain and we hope that in future also, justice will remain a defining characteristic of the British Government, not only in religious matters, but in every respect that you will never forget the good qualities of your nation from the past and that in the current world situation, Britain will play its role in establishing peace worldwide.

It is my request that at every level and in every direction we must try our level best to extinguish the flames of hatred. Only if we are successful in this effort, will we be enabled to guarantee brighter futures for our generations to come. However, if we fail in this task, there should be no doubt in our minds that as result of nuclear warfare, our future generations everywhere will have to bear the horrific consequences of our actions and they will never forgive their elders for leading the world into a global catastrophe. I again remind you that Britain is also one of those countries that can and does exert influence in the developed world as well as in developing countries. You can guide this world, if you so desire, by fulfilling the requirements of equity and justice. Thus, Britain and other major powers should play their role towards establishing world peace. May God the Almighty enable you and other world leaders to understand this message.

With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW18 5QL, U.K

গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী
রাইট অনারেবল ডেভিড ক্যামেরন
১০ ডাউনিং স্ট্রীট, লন্ডন
SW1A 2AA
যুক্তরাজ্য

১৫এপ্রিল ২০১২

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

বিশ্ব বর্তমানে যে বিপজ্জনক ও সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, তার আলোকে আমি অনুভব করেছি যে, আপনাকে আমার লেখা প্রয়োজন। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এমন স্বিদ্ধান্তসমূহ নেওয়ার কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং বৃহত্তর পরিসরে পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে। আজ বিশ্বের জন্য শান্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, কেননা বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরের সংঘাতসমূহ আজ বিশ্বজনীন সংঘাতে পরিণত হওয়ার হুমকি দিচ্ছে। আমরা দেখি যে, আজকে বিশ্বের অবস্থা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্য রাখে। আরো অনেক মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে, যেগুলো একত্র করলে, ঠিক সেই চিত্র সামনে আসে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নের প্রাক্কালে বিরাজ করছিল। যদি এ স্ফুলিঙ্গগুলো প্রকৃত অগ্নিশিখায় পরিণত হয়, তবে আমরা এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যাবলি প্রত্যক্ষ করবো। ছোট বড় অনেকগুলো দেশের হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকায় এমন যুদ্ধে নিঃসন্দেহে পারমাণবিক

সমরাস্ত্র ব্যবহৃত হবে। আর যে সমস্ত অস্ত্র রয়েছে সেগুলো এত বিধ্বংসী যে এর ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিশু মারাত্মক জেনেটিক ও শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্মলাভের ঝুঁকি রয়েছে। জাপান বিশ্বের একক দেশ যা পারমাণবিক যুদ্ধের বীভৎস পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় নিউক্লিয়ার বোমা এর উপর ব্যবহৃত হয় এবং এই দুটি শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। অথচ সেই সময় যে নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল যার ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছিল সেগুলো আজকের কোন কোন ছোট দেশের হাতে থাকা পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালি। অতএব এটা পরাশক্তি গুলোর দায়িত্ব যে, একত্রে আলোচনায় বসে মানবতাকে ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করা।

যে বিষয়টি অনেক ভীতির সঞ্চার করে তা এই বাস্তবতা যে, ছোট ছোট দেশের হাতে যে নিউক্লিয়ার সমরাস্ত্র আছে তা ঐ সকল যুদ্ধবাজ লোকদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে, যারা নিজেদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে হয় চিন্তা করতে সক্ষম নয় বা এ বিষয়ে কোন পরোয়া করে না। যদি বড় বড় শক্তিগুলো ন্যায়ের সাথে আচরণ না করে এবং ক্ষুদ্রতর দেশগুলোর অভিযোগ অস্থিরতার নিরসন না করে, তাহলে এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং পরবর্তীতে যে ধ্বংস আসবে তা আমাদের অনুমান ও কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এমন কি বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা শক্তিশালী, তারাও ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে।

তাই এটি আমার আন্তরিক কামনা ও দোয়া যে, আপনি এবং বিশ্বের সকল বড় দেশের নেতৃবৃন্দ এ ভীতিপ্রদ বাস্তবতাকে অনুধাবন করবেন এবং এজন্য আগ্রাসী নীতি অবলম্বন ও বল প্রয়োগে নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের পরিবর্তে আপনারা এমন নীতি সমূহ অবলম্বনের আপ্রাণ চেষ্টা করবেন যা ন্যায়ের প্রসার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে।

যদি আমরা নিকট অতীতের দিকে তাকাই, ব্রিটেন বহু দেশের উপর শাসন করেছে এবং ন্যায় ও ধর্মীয় স্বাধীনতার উঁচু মান স্থাপন করেছে,

বিশেষতঃ পাক ভারত উপমহাদেশে। যখন আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য রানী ভিক্টোরিয়াকে তাঁর হীরক জয়ন্তীতে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তিনি বিশেষ দোয়া করেছিলেন যেন খোদাতা'লা ব্রিটিশ সরকারকে ন্যায় ও সমতার সাহায্যে শাসনের জন্য উদার হাতে পুরস্কৃত করে। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে এর ন্যায় নীতি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আজকের পৃথিবীতে উপমহাদেশের উপর ব্রিটিশ সরকারের শাসন নেই, কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতার মূল নীতি এখনো ব্রিটিশ সমাজে ও আইনে গভীর ভাবে প্রোথিত, যার মাধ্যমে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমান অধিকার প্রদান করা হয়। এ বছর মহামান্য রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে, যার ফলে বিশ্বের সামনে ব্রিটেনের ন্যায় নীতি ও সততার মান উপস্থাপনের এক সুযোগ ব্রিটেন লাভ করেছে। আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা সবসময় এ ন্যায় নীতিকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছি যখনই ব্রিটেন তা প্রদর্শন করেছে আর আমাদের প্রত্যাশা এই যে, ভবিষ্যতেও ব্রিটিশ সরকারের মৌলিক চরিত্রের মধ্যে ন্যায় নীতি সব সময় অটুট থাকবে, কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয় বরং সর্ব ক্ষেত্রে আর আপনি আপনাদের জাতির অতীত গুণাবলী কখনো ভুলে যাবেন না এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেন তার ভূমিকা পালন করবে।

এটা আমার অনুরোধ যে, প্রত্যেক স্তরে এবং প্রত্যেক আঙ্গীকে আমাদেরকে ঘৃণার আগুন নির্বাপিত করার সর্বোচ্চ প্রয়াস নিতে হবে। কেবল মাত্র যদিআমরা এ চেষ্টায় সফল হতে পারি তবেই আমাদের অনাগত প্রজন্ম সমূহের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা এ কাজে ব্যর্থ হই, তবে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে, নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কারণে সর্বত্র আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সমূহকে আমাদের কর্মের ভয়াবহ পরিণাম বহন করতে হবে আর পৃথিবীকে এক বিশ্বজনীন বিপর্যয়ের দিকে

নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কখনো তাদের অগ্রজদের ক্ষমা করবে না। আমি আবার স্মরণ করাচ্ছি যে, ব্রিটেন ঐ সকল দেশের অন্যতম যারা উন্নত ও উন্নয়ণশীল বিশ্বে প্রভাব রাখতে পারে এবং রেখে থাকে। আপনারা চাইলে ন্যায়-বিচার ও নিরপেক্ষতার দাবি পূরণ করে বিশ্বের পথ দেখাতে পারেন। তাই ব্রিটেন এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তির উচিত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। সর্ব শক্তিমান খোদা আপনাকে ও অন্যান্য বিশ্বনেতৃবৃন্দকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা

জার্মানির চ্যান্সেলরের নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

Her Excellency
Chancellor of Germany
Angela Merkel
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Str.1
10557 Berlin

15 April 2012

Dear Chancellor,

In light of the alarming and extremely worrying state of affairs in the world today, I considered it necessary to write to you. As the Chancellor of Germany, a country which has significant power and influence in the world, you have the authority to make decisions that will affect your country and the entire world. Today, when the world is becoming divided into blocs, extremism is escalating and the financial, political and economic situation is worsening, there is an urgent need to extinguish all kinds of hatred and to lay the foundation for peace. This can only be achieved by respecting all of the sentiments of each and every person. However, as this is not being implemented properly, honestly and with virtue, the world situation is rapidly spiralling out of control. We observe that the requirements of justice are not being fulfilled by most nations, and as a result, the foundation for another World War has already been laid. Numerous countries, both large and small, now possess nuclear weapons. Thus, if a World War now breaks out, it is likely that it will not be fought with conventional weapons; rather, it will be fought with atomic weapons. The destruction that will result from a nuclear conflict will be utterly devastating. Its effects will not be limited to only the immediate aftermath; rather future generations will suffer from the long-term effects and will be born with serious medical and genetic defects.

Thus, it is my belief that to establish world peace, true justice is required, and the sentiments and the religious practices of all people should be honoured. I appreciate that many Western countries have generously permitted the people of poor or under-developed nations to settle in their respective countries, amongst whom are Muslims as well. Undoubtedly, there is a minority of so-called Muslims who act completely inappropriately and create distrust in the hearts of the people of the Western nations. However, it should be clear that their acts have no link with Islam whatsoever. Such extremists do not truly love the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him), who brought a message of peace, love and reconciliation to the world. Indeed, the actions of

just a handful of misguided people should not be used as a basis to raise objections against our religion and to hurt the sentiments of the majority of sincere and innocent Muslims. Peace in society is a two-way process and can only be established if all parties work together towards mutual reconciliation. Due to the mistrust in the hearts of the people in the West, instead of relationships between nations and people improving, the reaction of some non-Muslims is getting worse by the day and is creating a chasm between the Muslim and non-Muslim world.

We observe that on the basis of the misguided acts of certain Muslim groups and nations, the vested interests of some of the major powers are given preference to honesty and justice. Some of the powerful countries of the world desire to maintain easy access to the wealth and resources of certain countries and wish to avoid competing countries from having complete access to these same resources. That is why decisions are often made on the basis of helping people, or establishing world peace. Further, a major factor underlying the current political circumstances in the world is the economic downturn, which is pulling us towards another World War. If truth was truly being exhibited then some of these countries would derive benefit from each other in a just manner, by forming proper industrial and economic ties, based on fair dealings. They would not try to derive illegitimate benefit from the resources of one another, but instead would seek to come together and mutually assist one another. In short, the disorder prevalent in the world today is based upon one overriding factor, and that is a complete lack of justice, which is causing widespread anxiety and restlessness.

Thus, it is my request that strive to your utmost to prevent a World War from breaking out. Utilise all your energy, resources and influence to save the world from the horrific destruction that looms before us. According to reports, Germany will be providing three advanced submarines to Israel which could be armed with nuclear weapons. One German Professor has stated that such a decision will only serve to flare up the already heightened tensions between Israel and Iran. We must remember that nuclear weapons are not possessed by only the major powers of the world; rather, even relatively smaller countries now possess nuclear weapons. What is worrying is that in some of these small countries the leaders are trigger-happy, and appear unconcerned of the consequences of using such weapons. Therefore, once again, it is my humble request to you that try your level best to establish world peace. If we fail in this task there should be no doubt in our minds that a nuclear conflict will cause devastation that will lead to generation after generation being born with defects, and who will never forgive their elders for leading us into a global catastrophe. May God the Almighty enable you, and all world leaders, to understand this message.

With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

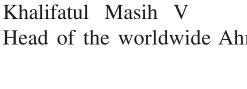

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW18 5QL,
যুক্তরাজ্য

হার এক্সিলেন্সী
জার্মানির চ্যান্সেলর
এ্যাঞ্জেলা মার্কেল
বুনডেসকান্যলেরাম্ট
উইলি-ব্রান্ড্ট-এসটিআর.১
১০৫৫৭ বার্লিন

১৫এপ্রিল ২০১২

চ্যান্সেলর মহোদয়া,

বিশ্বে উদীয়মান ও অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতির আলোকে আমি অনুভব করেছি যে, আপনাকে আমার লেখা প্রয়োজন। বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী একটি দেশ জার্মানির চ্যান্সেলর হিসাবে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়ার কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে। আজ যখন বিশ্ব বিভিন্ন জোটে বিভক্ত হচ্ছে, চরমপন্থীতা বেড়েই চলেছে আর আর্থিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হচ্ছে, তখন আশু প্রয়োজন সব ধরনের বিদ্বেষ নির্মূল করে শান্তির ভীত রচনা করা। এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন এক এক করে প্রত্যেকের প্রতিটি আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান জানানো হয়। অপরপক্ষে, যেহেতু এটি যথযথভাবে সততার ও সদিচ্ছার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, সেহেতু বিশ্ব-পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা দেখি যে, অধিকাংশ দেশ ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করছে না, আর এর ফলে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। অগণিত ছোট-বড় দেশ আজ নিউক্লিয়ার

অস্ত্রের অধিকারী। তাই যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তবে সম্ভাবনা খুব বেশি যে তা সনাতন অস্ত্রের দ্বারা সংঘটিত হবে না, বরং পারমাণবিক অস্ত্র তাতে ব্যবহৃত হবে। একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধে যে ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হবে তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, আর এর প্রভাব কেবল সেই মুহূর্তের ধ্বংসলীলায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং পরবর্তী প্রজন্মসমূহ এর দীর্ঘমেয়াদী কুফল ভোগ করবে এবং গুরুতর শারীরিক ও জেনেটিক ত্রুটি নিয়ে জন্মলাভ করতে থাকবে।

তাই, আমার বিশ্বাস যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, প্রকৃত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, আর সকল মানুষের অনুভূতি ও ধর্মীয় আচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আমি স্বীকার করি যে, অনেক পশ্চিমা দেশ অনুগ্রহ করে তাদের নিজ নিজ দেশে গরীব ও অনুন্নত দেশের মানুষদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দিয়েছে, আর তাদের মধ্যে মুসলমানেরাও রয়েছে। সন্দেহ নেই যে, সংখ্যালঘু কিছু তথাকথিত মুসলমান রয়েছে যারা অত্যন্ত অসংগত আচরণ করে থাকে এবং তা পশ্চিমা জাতিসসমূহের মানুষের মনে অনাস্থার জন্ম দেয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, তাদের আচরণের সাথে ইসলামের সামান্যতমও সম্পর্ক নেই। এরূপ চরমপন্থীরা প্রকৃত অর্থে সেই মহানবী (সাঃ)-কে ভালোবাসেন না যিনি পৃথিবীতে শান্তি, সম্প্রীতি ও সমঝোতার বাণী নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্যই হাতে গোনা কিছু বিভ্রান্ত লোকের আচরণকে আমাদের ধর্মের প্রতি আপত্তি উত্থাপনের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ্য আন্তরিক ও নির্দোষ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। কোন সমাজে শান্তি একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া এবং একে তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন সকল পক্ষ সমবেতভাবে পারস্পরিক সমঝোতার লক্ষ্যে কাজ করে। কিন্তু, পশ্চিমা সমাজের মানুষের অন্তরে বিদ্যমান অনাস্থার কারণে, জাতিতে-জাতিতে ও মানুষে-মানুষে সম্পর্ক উন্নতির পরিবর্তে কতিপয় অমুসলিমের প্রতিক্রিয়ার দিন দিন অবনতি হচ্ছে এবং তা মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে।

আমরা লক্ষ্য করি যে, কতিপয় মুসলিম গোষ্ঠির বিভ্রান্ত আচরণের অজুহাতে

সততা ও ন্যায়ের পরিবর্তে কিছু কিছু বৃহৎ শক্তির নিজস্ব স্বার্থোদ্ধারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর কোন কোনটি বিশেষ কিছু দেশের অর্থ ও সম্পদে তাদের সহজ প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহ যেন সেই একই সম্পদে পূর্ণ প্রবেশাধিকার না পায় তা নিশ্চিত করতে আগ্রহী। এ জন্য যে সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়া হয় অনেক সময়ই তার উদ্দেশ্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা বা মানুষকে সাহায্য করা নয়। উপরন্তু আর একটি বড় বিষয় যা বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্তরালে কাজ করছে তা হল চলমান অর্থনৈতিক সংকট, যা আমাদেরকে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যদি সততা প্রদর্শন করা হত তাহলে এ দেশগুলোর কোন কোনটি ন্যায়সঙ্গত সমঝোতার ভিত্তিতে যথাযথ শিল্প ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একে অপরের নিকট হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে উপকৃত হতে পারতো। তারা অন্যের সম্পদে অন্যায় ভাবে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতো না, বরং একত্রে বসে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একে অপরকে সহায়তা করার চেষ্টা করতো। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বিশ্বে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলার গোড়ায় একটি সার্বজনীন কারণ রয়েছে, আর তা হল, ন্যায়ের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যা ব্যাপক অস্থিরতা ও ক্ষোভের সঞ্চার করছে।

তাই এটা আমার অনুরোধ একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে রক্ষার জন্য আপনারা আপনাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা পরিচালিত করবেন। সামনে উপস্থিত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে আপনাদের সমস্ত শক্তি, সম্পদ ও প্রভাবকে নিয়োজিত করুন। বিভিন্ন রিপোর্টে সংবাদ এসেছে যে, জার্মানি ইসরায়েলকে তিনটি আধুনিক সাবমেরিন প্রদান করবে, যেগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে। একজন জার্মান প্রফেসর বলেছেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাকেই কেবল বাড়িয়ে তুলবে। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আজ কেবল বিশ্বের বড় শক্তিগুলোই নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী নয়, বরং তুলনামূলক ছোট অনেকগুলো দেশের হাতেও আজ পারমাণবিক অস্ত্র বিদ্যমান। যা আরো বেশি উদ্বেগজনক তা এই যে, এসব ছোট ছোট দেশের কোন কোনটির নেতারা যুদ্ধবাজ এবং বাহ্যত এরূপ অস্ত্র ব্যবহারের

পরিণতি সম্পর্কে বেপরোয়া। অতএব পুনরায় আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করবেন। যদি আমরা এতে ব্যর্থ হই তবে কোন সন্দেহ নেই যে, এক নিউক্লিয়ার সংঘাতের ফলে ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হবে, ফলস্বরূপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে, যারা কখনো এরূপ বিশ্বজনীন দুর্ভোগের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পূর্বসূরীদের ক্ষমা করবে না। সর্বশক্তিমান খোদা আপনাকে ও সকল বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

President of the French Republic
His Excellency François Hollande
Palais de l'Elysee
55, Rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris, France

16 May 2012

Dear Mr. President,

I would like to first of all take this opportunity to congratulate you on being elected as the new President of France. This is certainly a vast responsibility that has been entrusted to you, and thus I hope and pray that the people of France, and indeed the entire world, come to benefit from your leadership. In light of the rapidly deteriorating state of affairs in the world, I recently wrote a letter to your predecessor, President Nicolas Sarkozy. In the letter I reminded President Sarkozy about his responsibilities as a world leader to uphold justice and I requested him to use all his power and influence to prevent a World War from breaking out. As the newly elected President of France, I considered it necessary to write to you also with the same message, because you now have the authority to make decisions that will affect your nation, and the world at large. It is my belief that the world's governments ought to be extremely concerned at the current circumstances in the world. Injustices and hostilities between nations are threatening to boil over into a global conflict. During the last century, two World Wars were fought. After the First World War, the League of Nations was established, however, the requirements of justice were not fulfilled and consequently, this led to the Second World War, culminating in the use of atom bombs. Subsequently, the United Nations was established for the protection of human rights and to maintain global peace. Thus, the means for avoiding wars were considered, yet today we observe that the foundation for a Third World War has already been laid.Numerous countries, both small and large, possess atom bombs. What is worrying is that some of the smaller nuclear powers are irresponsible and ignorant about the devastating consequences of such weapons. It is not inconceivable that if nuclear weapons are used, the horrific aftermath will become immediately manifest and that day will be like Doomsday. The weapons available today are so destructive that they could lead to generation after generation of children being born with severe genetic or physical defects. It is said that in Japan, the one country to have experienced the devastating destruction of atomic warfare, even though seven decades have passed, the effects of the atom bombs are still continuing to be manifest on newborn children.

Thus, it is my humble request that strive to your utmost to extinguish the enmities and mistrust between the Muslim and non-Muslim world. Some European countries hold significant reservations regarding the teachings and traditions of Islam and have placed certain restrictions on them, whilst others are considering how to do so. The animosity that some extremist so-called Muslims already hold towards the West might lead them to reacting in an inappropriate manner, which would lead to further religious intolerance and dissention. Islam, however, is

a peace-loving religion, which does not teach us to do wrong to stop something wrong. We, the Ahmadiyya Muslim Community, follow this principle and believe in peaceful solutions to all matters.

Sadly, we find that a small minority of Muslims present a completely distorted image of Islam and act upon their misguided beliefs. I say out of love for the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him), who was the 'Mercy for all Mankind', that you should not believe this to be the real Islam and thus use such misguided acts as a licence to hurt the sentiments of the peaceful majority of Muslims. Recently, a merciless and heartless person shot dead some French soldiers in the South of France for no reason, and then some days later, he entered a school and killed three innocent Jewish children and one of their teachers. We also see such cruelties regularly come to pass in other Muslim countries and so all of these acts are giving the opponents of Islam fuel to vent their hatred and a basis upon which to pursue their goals on a large scale. As a Muslim, I shall make it absolutely clear that Islam does not permit cruelty or oppression in any way, shape or form. The Holy Qur'an has deemed the killing of one innocent person without reason akin to killing all mankind. This is an injunction that is absolute and without exception. The Qur'an further states that even if any country or people hold enmity towards you that must not stop you from acting in a fully just and fair manner when dealing with them. Enmities or rivalries should not lead you to taking revenge, or to acting disproportionately. If you desire conflicts to be resolved in the best manner, endeavour to search for amicable solutions. I appreciate that many Western countries have generously permitted the people of poor or under-developed nations to settle in their respective countries, amongst whom are Muslims as well. Indeed, many Muslims live in your country and thus are also your citizens. The majority are law-abiding and sincere. Moreover, Islam clearly states that love for one's country is part of the faith. The Ahmadiyya Muslim Community acts and promotes this message throughout the world. This is my message to you also, that if this true teaching of Islam is spread everywhere, then the requirements of showing love to one's nation and peace, will remain established within each country and between countries of the world.

My humble request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as France, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts of smaller countries as a basis to disturb world harmony. Thus, I again remind you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from erupting into a Third World War. There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; rather, our future generations will have to bear the horrific consequences of our actions and children everywhere in the world will be born with defects. It is my prayer that the leaders of the world act with wisdom and do not allow mutual enmities between nations and people on a small-scale to erupt into a global conflict. May God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend this message.

With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

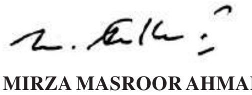

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW18 5QL, U.K

১৬ মে ২০১২

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি
হিজ এক্সিলেন্সী ফ্রাসোঁয়া অলান্দে
প্যালেইজ দ্য এলিসী
৫৫ রু দু ফাওবুর্গ সেন্ট-অনরে
৭৫০০৮ প্যারিস, ফ্রান্স

রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

প্রথমত: ফ্রান্সের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে এ সুযোগে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এটি নিঃসন্দেহে এক বিশাল দায়িত্ব যা আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, আর তাই আমি আশা রাখি এবং দোয়া করি যেন ফ্রান্সের জনগণ, এবং পুরো পৃথিবী যেন আপনার নেতৃত্ব থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়। বিশ্বে দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতির আলোকে আমি সম্প্রতি আপনার পূর্বসূরী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সার্কোযি-কে একটি পত্র লিখেছিলাম। সেই পত্রে আমি রাষ্ট্রপতি সার্কোযি-কে একজন বিশ্ব নেতা হিসেবে ন্যায়কে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়েছিলাম এবং তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যেন একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা প্রতিহত করতে তিনি যেন তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রভাবকে নিয়োজিত করেন। আমি অনুভব করেছি যে, ফ্রান্সের নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনাকে আমার একই বার্তা নিয়ে লেখা প্রয়োজন, কেননা বর্তমানে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়ার কর্তৃত্ব আপনার হাতে অর্পিত হয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং বৃহত্তর পরিসরে পুরো বিশ্বের উপর প্রভাব রাখবে। আমি বিশ্বাস করি যে, বিশ্বের সরকার সমূহের বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ে চরমভাবে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। জাতিসমূহের মধ্যে অন্যায়-অবিচার ও সংঘাতসমূহের গণ্ডী বাড়তে বাড়তে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে উপনীত হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। বিগত শতাব্দীতে দু'টো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশন্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ন্যায়ের দাবিকে

পূর্ণ করা হয় নি, আর ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়, যার পরিণতি ছিল আণবিক বোমার ব্যবহার। পরবর্তীতে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বিশ্ব শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব যুদ্ধসমূহ এড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তথাপি আজ আমরা দেখি যে, এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যেই রচিত হয়েছে। ছোট-বড় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ আজ আণবিক বোমার অধিকারী। যা উদ্বেগজনক তা এই যে, নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী কোন কোন ক্ষুদ্রতর শক্তি এমন অস্ত্রের ব্যবহারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ ও দায়িত্বহীন। এটি অবান্তর নয় যে, যদি নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তবে এর ভয়ানক ফলাফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাবে এবং সেদিন হবে কেয়ামত সদৃশ। যে অস্ত্র আজ বিদ্যমান সেগুলো এত ব্যাপক বিধ্বংসী যে, এর ফলস্বরূপ শিশুরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মারাত্মক জেনেটিক বা শারিরীক ত্রুটি নিয়ে জন্ম নিতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে, সেই একক দেশ যা আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছে, সেই জাপানে, যদিও সাত দশক অতিবাহিত হয়ে গেছে, নবজাতক শিশুদের মধ্যে এর কুপ্রভাব আজও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

তাই এটি আমার বিনীত অনুরোধ যে, মুসলিম এবং অমুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতা ও অনাস্থাকে নির্বাপিত করতে আপনি আপনার সর্বোচ্চ প্রয়াস অবলম্বন করবেন। ইসলামের শিক্ষাসমূহ ও রীতিনীতির বিষয়ে কোন কোন ইউরোপীয় দেশে উল্লেখযোগ্য আপত্তি রয়েছে এবং কোথাও কোথাও এর উপর কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করা হয়েছে, আর অন্যান্যরা এরূপ কিছু করার কথা বিবেচনা করছেন। কিছু কিছু চরমপন্থী মুসলিমের মনে ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে, তা তাদেরকে এ ধরনের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় অসংযত আচরণ করার পথে নিয়ে যেতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বিরোধ আরো বৃদ্ধি লাভ করবে। অথচ ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম, যা আমাদেরকে অন্যায়ের প্রতিরোধেও অন্যায় পথ অবলম্বনের শিক্ষা দেয় না। আমরা, আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়, এ নীতি অবলম্বন করে থাকি এবং অমরা সকল বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাস করি।

দুঃখজনকভাবে, আমরা লক্ষ্য করি যে, মুসলিমদের এক সংখ্যা লঘু অংশ ইসলামের এক সম্পূর্ণ বিকৃত চিত্র উপস্থাপন করে এবং তাদের বিভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুসরণে আচরণ করে থাকে। 'সমগ্র মানবতার জন্য রহমত' মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভালোবাসার খাতিরে আমি বলছি যে, এসবকে প্রকৃত

ইসলাম বলে বিশ্বাস করবেন না এবং এ ধরনের বিভ্রান্ত আচরণকে সংখ্যা গুরু শান্তিপূর্ণ মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত হানার লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করবেন না। সম্প্রতী এক নির্দয় পাষাণ ব্যক্তি ফ্রান্সের দক্ষিণে বিনা কারণে কয়েকজন ফরাসী সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করে, এবং এর কয়েকদিন পর এক স্কুলে প্রবেশ করে তিন নিষ্পাপ ইহুদী শিশু ও তাদের এক শিক্ষককে হত্যা করে। এ ধরনের নৃশংসতা অন্য মুসলিম দেশগুলোতেও নিয়মিত সংঘটিত হচ্ছে এবং এসব ঘটনা ইসলামের বিরোধীদেরকে তাদের বিদ্বেষ প্রকাশের এক সুযোগ করে দিচ্ছে এবং বৃহত্তর পরিসরে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এক অজুহাত প্রদান করছে। একজন মুসলমান হিসেবে আমি এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করতে চাই যে, ইসলাম কোন প্রকারে, কোন ধরণের নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নের কোন অনুমতি দেয় না। পবিত্র কোরআন বিনা কারণে একজন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করাকে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার সমতুল্য বলে গণ্য করেছে। এটি এমন এক নির্দেশ যা পূর্ণাঙ্গ এবং যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। কোরআনে আরো বলা হয়েছে যে, যদিও বা কোন দেশ বা জাতি তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তবুও তা যেন তাদের সাথে পরিপূর্ণ ন্যায় ও সঙ্গত আচরণ করা থেকে তোমাদেরকে বিরত না করে। শত্রুতা ও বিরোধ তোমাদেরকে প্রতিশোধ পরায়ণতা বা অসম প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পথে যেন অগ্রসর না করে। যদি তুমি বিরোধসমূহের সর্বোত্তম সমাধান কামনা কর, তবে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হও। আমি এ বিষয়টি কৃতজ্ঞতার সাথে অনুভব করি যে, অনেক পশ্চিমা দেশ দরিদ্র বা স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের মানুষদের তাদের দেশে বসতি স্থাপনের সদয় অনুমতি প্রদান করেছে, যাদের মধ্যে মুসলমানেরাও অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চিতভাবেই, আপনার দেশেও অনেক মুসলমান বাস করেন এবং তারা আপনার নাগরিকও বটে। এদের অধিকাংশই আইনের প্রতি অনুগত এবং আন্তরিক। তদুপরি, ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্ব জুড়ে এ নীতিই অবলম্বন করে এবং এরই প্রচার প্রসার করে থাকে। আপনাদের কাছেও আমার বাণী এটিই যে, যদি ইসলামের এ প্রকৃত শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়ানো হয়, তবে প্রত্যেকেরই নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বিশ্বের দেশে দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আপনার কাছে, তথা সকল বিশ্ব নেতার কাছে, আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, অন্যান্য দেশকে বল প্রয়োগে পদানত করার পরিবর্তে আপনারা কুটনীতি,

সংলাপ ও প্রজ্ঞার ব্যবহার করুন। ফ্রান্সের ন্যায় বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলোর শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ ভূমিকা রাখা উচিত। ছোট ছোট দেশের আচরণকে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত করার ভিত্তি হিসেবে তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। তাই বিশ্বের ছোট বড় শক্তিগুলোকে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে নিবারণ করার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াসী হওয়ার বিষয়ে আপনাকে পুনরায় স্মরণ করাচ্ছি। আমাদের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয় যে, যদি আমরা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই, তাহলে এমন এক যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ কেবল এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার গরীব দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহকেও আমাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি বহন করতে হবে এবং বিশ্বজুড়ে সর্বত্র শিশুরা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে থাকবে। আমার দোয়া এই যে, বিশ্বের নেতৃবর্গ প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করবেন এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যমান সংঘাত ও শত্রুতাকে বিস্ফোরিত হয়ে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে রূপ নেওয়া থেকে বিরত রাখবেন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাকে, এবং সকল বিশ্ব নেতাকে এ বিষয়টি অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা

যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েল্‌থ অঞ্চলের
মহামান্য রানীর নিকট পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

Her Majesty, Queen Elizabeth II
Queen of the United Kingdom and Commonwealth Realms
Buckingham Palace
London SW1A 1AA
United Kingdom

19 April 2012

Your Majesty,

As Head of the Ahmadiyya Muslim Community, and on behalf of the millions of members of the Ahmadiyya Muslim Community worldwide, I express my heartfelt congratulations to Her Majesty, the Queen, on the joyous occasion of the Diamond Jubilee. We are exceptionally grateful to God Almighty for enabling us to partake in this glorious celebration. In particular, all Ahmadi Muslims who are citizens of the United Kingdom take great pleasure and pride in the occasion of the Diamond Jubilee. Therefore, on their behalf, I convey sincere and heartfelt congratulations to Her Majesty. May God the Exalted keep our generous Queen perpetually in happiness and contentment.

I beseech the Noble God, Who created the heavens and the earth and filled them with countless blessings for our sustenance, that may He always grant our Queen, whose generous rule comprises many sovereign states and commonwealth nations, with peace, tranquillity and security. Just as Her Majesty is loved and respected by all her subjects, old and young, it is our prayer that Her Majesty comes to be loved by the Angels of God. May the All-Powerful and Mighty God shower Her Majesty generously with His countless spiritual bounties and blessings, just as He has granted her with worldly blessings in abundance. Through these blessings, may all citizens of this great nation be enabled to recognise the Supreme Lord and come to live in mutual love and affection. Irrespective of colour, creed, nationality or religion may all citizens of the United Kingdom show respect and honour to one another, to such a degree, that the positive impact and influence of this attitude extends beyond these shores and spreads to the people of other countries of the world also. May the world, much of which today is embroiled in wars, disorder and enmities instead become a haven of peace, love, brotherhood and friendship. It is my strong belief that the vision and efforts of Her Majesty can play a prominent role towards

achieving this critical and overarching objective.

In the last century, two World Wars were fought in which millions of lives were lost. If today grievances between nations continue to increase, it will ultimately lead to the outbreak of another World War. The likely use of nuclear weapons in a World War will mean that the world will witness untold and horrifying destruction. May God prevent such a catastrophe from occurring and may all people of the world adopt wisdom and sense. It is my humble request to Her Majesty to use the joyous celebration of the Diamond Jubilee, as a favour to mankind, to remind all people that all nations, whether large or small, should come to live in mutual love, peace and harmony.

In this context, on the auspicious occasion of the Diamond Jubilee, I would also humbly request Her Majesty to give the world the message that the followers of any religion, and even those who do not believe in God, should always respect the sentiments of the people of any other faith. Today, misconceptions regarding Islam are prevalent in the world. This on the one hand wounds the sentiments of peace-loving Muslims, whilst on the other, develops contempt and mistrust against Islam in the hearts of non-Muslims. Thus, it will be an act of great kindness and a favour to the followers of all religions, and indeed the entire world, if Her Majesty counsels all people to be respectful to religions and their followers. May the Noble Lord provide His Help and Succour to our Queen in the fulfilment of this objective.

As I mentioned at the beginning of this letter, I am the Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community. In this regard, I would like to provide a very brief overview of our Community. The Ahmadiyya Muslim Community firmly believes that the Promised Messiah and Reformer who, according to the prophecies of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) and past Prophets was destined to appear in this age, is none other than Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian (peace be upon him). In 1889, he founded a pure and righteous community—the Ahmadiyya Muslim Community. His purpose for forming this Community was to establish a relationship between man and God and to incline people towards fulfilling the rights of one another so that they can live in mutual respect, and in goodwill. When Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be upon him) passed away in 1908, he had approximately 400,000 followers. After his demise, the system of Khilafat was established in accordance with the Divine Will and currently, this humble servant of God is the Fifth Khalifa of the Promised Messiah (peace be upon him). Thus, the Ahmadiyya Muslim Community endeavours to further the mission of its Founder throughout the world. Our message is one of love, reconciliation and brotherhood and our motto is 'Love for All, Hatred for None'. Indeed, this embodies the beautiful teachings of Islam in a nutshell.

It would be pertinent to mention here that it is a pleasant coincidence that during the era of the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community, the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen Victoria, was celebrated. At the time, the Founder of the

Ahmadiyya Community wrote a book, called A Gift for the Queen, in which he wrote a message of congratulations to Queen Victoria. In his message, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be upon him) congratulated the Queen on her Diamond Jubilee, and for the manner in which all subjects under her rule, including the people of the Sub-Continent of India, were provided with justice and religious freedom and lived in peace. He presented the beautiful teachings of Islam and elucidated the purpose of his advent and claim. Although the people of the Sub-Continent have now been granted independence by the British Government, the fact that in Britain the Government has allowed people of diverse backgrounds and religions to live here, and has granted them all equal rights, freedom of religion and freedom to express and to propagate their beliefs, is ample proof of Britain's very high levels of tolerance.

Today, there are thousands of Ahmadi Muslims living in the United Kingdom. Many of them have fled here to seek refuge from the persecution they faced in their own countries. Under the generous rule of Her Majesty, they enjoy a peaceful life in which they receive justice, and freedom of religion. For this generosity, I would like to once again express my gratitude from my heart to our noble Queen.

I shall conclude my letter with the following prayer for Her Majesty, which is virtually the same prayer that was offered by the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community for Her Majesty, Queen Victoria:

"O Powerful and Noble God! Through your Grace and Blessings keep our honoured Queen forever joyful, in the same way that we are living joyfully under her benevolent and benign rule. Almighty God! Be kind and loving to her, in the same way that we are living in peace and prosperity under her generous and kind rule."

Further, it is my prayer that may God the Exalted guide our honoured Queen in a manner that pleases Him. May God the Almighty also guide the progeny of Her Majesty to become established on the Truth and to guiding others towards it. May the attributes of justice and freedom continue to remain the guiding principles of the British Monarchy. I once again congratulate Her Majesty from my heart on this occasion of great joy. I present my heartfelt and sincere congratulations to our noble Queen.

With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
وعلی عبدہ المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھوالناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW18 5QL, U.K

হার ম্যাজেস্টি রানী ২য় এলিজাবেথ
যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েল্থ অঞ্চলের রানী
বাকিংহাম প্যালেস
লন্ডন SW1A1AA
যুক্তরাজ্য

২৯শে এপ্রিল ২০১২

ইয়োর ম্যাজেস্টি,

আহ্মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে এবং বিশ্বব্যাপী আহ্মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মিলিয়ন অনুসারীর পক্ষ থেকে হীরক জয়ন্তীর এ শুভক্ষণে মহামান্য রানীকে আমি আমার হৃদয় নিংড়ানো অভিনন্দন জানাই। আমরা এ মহিমান্বিত উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে মহান আল্লাহ্‌তা'লার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আহ্মদী মুসলিমদের মধ্যে যারা যুক্তরাজ্যের নাগরিক তারা এ হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে উৎফুল্ল ও গর্বিত। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকেও মহারানীর প্রতি আন্তরিক ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। খোদাতা'লা আমাদের মহানুভব রানীকে অনন্তর সুখী ও পরিতৃপ্ত রাখুন।

আমি মহান খোদাতা'লা যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জীবন ধারণের জন্য একে গণনাতীত কল্যাণ দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন, যেন সর্বদা আমাদের রানীকে শান্তিতে ও নিরাপত্তায় রাখুন যার উদার শাসনের গণ্ডী অনেক সার্বভৌম ও কমনওয়েল্থভুক্ত দেশকে বেষ্টন করে। যেভাবে হার ম্যাজেস্টিকে ছেলে-বুড়ো তাঁর সকল প্রজা ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে, আমাদের দোয়া এই যে, খোদার ফিরিশতারা

যেন তাঁকে সেভাবে ভালোবাসতে শুরু করে। সর্বশক্তিমান মহান খোদা যেভাবে তাঁকে দুনিয়ার প্রাচুর্য্য দান করেছেন, ঠিক সেভাবে তাঁর উপর গণনাতীত আধ্যাত্মিক আশিষ ও কল্যাণ বর্ষণ করুন। এ আশিষের সুবাদে এমন হোক যে এ মহান জাতির সকল নাগরিক সর্বোচ্চ খোদাকে চেনার সৌভাগ্য লাভ করুক এবং পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যের সাথে বসবাস করতে থাকুক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মত নির্বিশেষে যুক্তরাজ্যে সকল নাগরিক একে অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুক, এমন পর্যায়ে যে, এ আচরণের সুপ্রভাব ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া যেন এ দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। যে বিশ্বের অনেক অংশ আজ যুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানিতে লিপ্ত তার পরিবর্তে এ বিশ্ব ভালেবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বের শান্তির নীড়ে পরিণত হোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বের এ ক্রান্তিকালীন পতনোম্মুখ পরিস্থিতির উত্তরণে মহারানীর প্রজ্ঞা ও প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গত শতাব্দীতে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যাতে কোটি কোটি প্রাণহানি ঘটে। আজ যদি জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধগুলো ক্রমাগত বাড়তে থাকে, এটি আরেক বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। কোন বিশ্বযুদ্ধে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহারের সম্ভাবনার অর্থই হল বিশ্ব এতে অবর্ণনীয় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করবে। খোদা এমন দুর্যোগ সংঘটিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং বিশ্ববাসীর মধ্যে প্রজ্ঞা ও শুভ চিন্তার উদয় হোক। হার ম্যাজেস্টির কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, হীরক জয়ন্তীর আনন্দঘন উৎসবকে এ জন্য কাজে লাগাবেন, মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ, বড়-ছোট সমস্ত জাতির মানুষকে স্মরণ করিয়ে যে, তাদের সকলের উচিত পারস্পরিক ভালোবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের সাথে বসবাস করা।

এ প্রেক্ষাপটে, হীরক জয়ন্তীর এ শুভক্ষণে আমি হার ম্যাজেস্টিকে বিশ্বের নিকট এ বার্তা পেশ করার অনুরোধ করবো যে, সকল ধর্মের অনুসারীগণ এবং এমনকি যারা খোদায় বিশ্বাস করে না তাদেরও সকল সময় অপরাপর ধর্মের বিশ্বাসীদের অনুভূতিকে সম্মান করা উচিত। আজ বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি। একদিকে এগুলো শান্তি-প্রিয় মুসলমানদের

মর্মাহত করে, অপরপক্ষে অমুসলিমদের হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা ও অনাস্থা গড়ে তোলে। তাই বিশ্বের সকল ধর্মের অনুসারী তথা বিশ্ব মানবতার প্রতি এটি অসাধারণ অনুগ্রহ ও দয়া হবে যদি হার ম্যাজেস্টি সকল ধর্মমত ও তাদের অনুসারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বিষয়ে সকলকে পরামর্শ দেন। মহান খোদা আমাদের রানীকে এ উদ্দেশ্য পূরণে নিজ সাহায্য ও শক্তি দান করুন।

যেভাবে আমি পত্রের শুরুতে উল্লেখ করেছি, আমি বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান। এ কারণে আমি অতি সংক্ষেপে আমাদের সম্প্রদায়ের পরিচিতি তুলে ধরতে চাই। আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যার এ যুগে আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, তিনি কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ছাড়া আর কেউ নন। ১৮৮৯ সালে তিনি পবিত্র ও সৎকর্মপরায়ণ এক সম্প্রদায়- আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ এবং খোদার মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরী করা এবং মানুষকে একে অপরের অধিকার আদায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করা, যেন তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সাথে বাস করতে পারে। ১৯০৮ সালে যখন হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ)। তাঁর মৃত্যুর পর ঐশী পরিকল্পনায় খেলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে এ অধম বান্দা প্রতিশ্রুত মসীহের পঞ্চম খলিফা। এভাবে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বজুড়ে এর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যকে পূরণ করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। আমাদের পয়গাম হলো ভালোবাসা, সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের আর আমাদের মূলমন্ত্র **"ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে"**। নিশ্চিতভাবে ইসলামের অনুপমসুন্দর শিক্ষার সারাংশ এটি ধারণ করে।

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, এটা ছিল একটি শুভ দৈবক্রম যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার যুগে হার ম্যাজেস্টি রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সেই সময় আহ্‌মদীয়া

মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'রানীর জন্য উপহার' (তোহ্‌ফায়ে কায়সারীয়া) শিরোনামে একটি বই লেখেন, যাতে তিনি রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি এক অভিনন্দন বার্তা পেশ করেন। তাঁর বাণীতে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) রানীকে তাঁর হীরক জয়ন্তীতে ভারত উপমহাদেশসহ তাঁর শাসনাধীন প্রজাগণ ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারায় তাঁকে অভিনন্দন জানান। তিনি ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে উপস্থাপন করেন এবং তাঁর আবির্ভাব ও দাবির উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। যদিও আজ ব্রিটিশ সরকার উপমহাদেশের মানুষদের স্বাধীনতা প্রদান করেছে, তথাপি এ বিষয়টি যে ব্রিটেনে সরকার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ও ধর্মের মানুষকে এখানে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে, আর তাদেরকে সমান অধিকার প্রদান করেছে, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় মত প্রকাশের ও প্রচারের স্বাধীনতা দিয়েছে- তা ব্রিটেনের সহিষ্ণুতা অতি উঁচু মান সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

আজ যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার আহ্‌মদী মুসলমান বাস করছে। তাদের অনেকেই নিজ দেশের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য দেশ ত্যাগ করে এখানে আশ্রয়ের আবেদন করেছে। হার ম্যাজেস্টির উদার শাসনে (এখানে) তারা এক শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করেন, যেখানে তারা ন্যায়বিচার ও ধর্মের স্বাধীনতা লাভ করেন। এ অনুগ্রহের জন্য আমি পুনর্বার এ মহান রানীর প্রতি অন্তর থেকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আমার পত্র শেষ করবো হার ম্যাজেস্টির জন্য নিম্নের দোয়ার সাথে, যা মূলতঃ সেই একই দোয়া যা আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হার ম্যাজেষ্টি রানী ভিক্টোরিয়ার জন্য করেছিলেন :

"হে শক্তিশালী ও মহান খোদা! তোমার অনুগ্রহ ও আশিষে আমাদের সম্মানিত রানীকে চিরকাল আনন্দে রাখ, যেভাবে তাঁর অনুগ্রহশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনে আমরা আনন্দের সাথে বসবাস করছি। হে সর্বশক্তিমান খোদা! তাঁর প্রতি অনুগ্রহশীল ও স্নেহশীল হও, যেভাবে তাঁর উদার ও মহানুভব শাসনে আমরা শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করছি।"

উপরন্তু, এটি আমার দোয়া যে খোদাতা'লা আমাদের সম্মানিত রানীকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে হেদায়েত দান করুন। সর্বশক্তিমান খোদা হার ম্যাজেস্টির বংশধরদেরও পথ প্রদর্শন করুন যেন তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

হতে পারে এবং অন্যদরে এ পথ দেখানোর তৌফিক লাভ করেন। ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা সদা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে অটুট থাকুক। আমি আবারো হার ম্যাজেস্টিকে এ মহানন্দের উৎসব উপলক্ষ্যে অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের মহান রানীকে আমার হৃদয়-নিংড়ানো আন্তরিক অভিনন্দন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের
সর্বময় নেতার নিকট পত্র

واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
انا فتحنا لك فتحا مبينا

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھوالناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran
Ayatollah Syed Ali Hosseini Khamenei
Tehran, Iran

14 May 2012

Respected Ayatollah,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

Allah the Almighty has enabled you to serve Islam in Iran and presently, the Government of Iran also functions under your auspices. This requires that we strive to our utmost to convey the correct Islamic teachings to the world. As Muslims, we should endeavour to teach the world to live in peace, love and harmony. In particular, Muslim leaders need to urgently pay heed to this. For this reason, it is my request to you to draw the attention of your Government towards its responsibilities to establishing peace in the world. If Iran is attacked it has the right to defend itself to save the country, however it should not instigate aggression and take the first step forward into any conflict. Instead, an effort should be made to leave aside religious differences and to try and unite upon common values. It is this very approach that we find was adopted in the history of Islam.

I am writing this letter to you for the reason that I am a believer, Successor and the Khalifa of the Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), whose advent in this age was prophesied by the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him). The Community he established is known as the Ahmadiyya Muslim Community. With the Grace of Allah, the Community has now spread to 200 countries of the world and has millions of devoted followers across the globe. It is our ardent desire to guide the world towards living in mutual love and peace. To this end, I constantly draw the attention of people from all walks of life. Hence, I recently wrote to the Prime Minister of Israel, the President of the United States of America and also other world leaders. I have also written to Pope Benedict XVI in this regard.

As the spiritual leader of a large Islamic nation, I hope that you will come to agree that if the entire Muslim Ummahunites and works together, world peace can be established. We should not pointlessly add fuel to enmities and grudges, rather, we should search for opportunities to establish peace and tranquillity. Further, even enmity or opposition

against others should not be devoid of justice. This is what we have been taught in the Holy Qur'an:

'O ye who believe! be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do.' (Surah Al-Ma'idah, Verse 9).

May Allah enable the entire Muslim Ummahand all Muslim governments to understand my message so that they prepare themselves to play their respective roles in an effort to establish peace in the world.

It is my love for mankind, developed out of a love for the entire Muslim Ummah, and also because of being a member of the Ummah of the 'Mercy for all mankind'myself, that has led me to writing this letter. May Allah enable the leaders of the world to understand my words and may they actively play a role in establishing world peace. Otherwise, if the haste and recklessness of any nation leads to a full blown war between two nations, such a conflict will not be limited to only those countries; rather the flames of war will engulf the entire world. Thus, it is entirely plausible that a World War will break out, which will not be fought with conventional weapons, but rather with atomic weapons. A nuclear war will result in such horrific and devastating consequences that its aftermath will not only affect those present in the world at the time, rather the long-term effects of such a war would provide the terrifying 'gift' to future generations of being born with disabilities and defects. For this reason, no country should assume they are safe from the impending destruction.

Therefore, once again, in the name of Allah and His Messenger and out of compassion and love for humanity, I request you to play your role in establishing peace in the world.

With best wishes and with prayers,

Wassalam,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW185QL
যুক্তরাজ্য

১৪ মে ২০১২

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বময় নেতা
আয়াতুল্লাহ্ সৈয়দ আলী হোসেনী খামেনী
তেহরান, ইরান

সম্মানিত আয়াতুল্লাহ্,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপনাকে ইরানে ইসলামের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন আর বর্তমানে ইরানের সরকারও আপনার অভিভাবকত্বে পরিচালিত হয়। এটি দাবি করে যে, আমরা ইসলামের সঠিক চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। মুসলমান হিসেবে বিশ্বকে শান্তি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাসের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়াসী হওয়া উচিত। বিশেষ করে, মুসলমান নেতাদের এ দিকে জরুরী দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এ জন্য আপনার কাছে আমার আবেদন যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার সরকারের দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। যদি ইরানের উপর আক্রমণ হয় তবে এর অধিকার আছে দেশ রক্ষায় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার, কিন্তু আগ্রাসনকে উস্কে দেওয়া ও কোন সংঘাতে প্রথম অগ্রসর হওয়া এর জন্য সমীচীন হবে না। বরং এক প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত যে, ধর্মীয় মতবিরোধ উপেক্ষা করে সাধারণ মূল্যবোধের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়ার। এটিই

সেই পদ্ধতি যা আমরা ইসলামের ইতিহাসে অবলম্বন হতে দেখতে পাই।

আমি আপনার কাছে এজন্য এ পত্র লিখছি যে, আমি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী, তাঁর উত্তরসূরী এবং খলীফা। এ যুগে যার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন সেটি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত নামে পরিচিত। আল্লাহ্‌র ফযলে আজ এ জামা'ত বিশ্বের ২০০টি*দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বজুড়ে বহু মিলিয়ন নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী এতে শামিল হয়েছেন। আমাদের একনিষ্ঠ বাসনা যে, বিশ্বকে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শান্তির সাথে বসবাসের পথ দেখাই। এ উদ্দেশ্যে আমি সর্বদা সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। এ জন্য আমি সম্প্রতি ইসরায়েলের প্রধান মন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য বিশ্ব নেতার কাছে লিখেছি। এ বিষয়ে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টকেও আমি লিখেছি।

একটি ইসলামি রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে, আমি আশা করি যে, আপনি একমত হবেন যে, যদি পুরো মুসলিম উম্মাহ্ একতাবদ্ধ হয় ও একযোগে কাজ করে, তবে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও অভিযোগসমূহে অর্থহীনভাবে ইন্ধন দেওয়া আমাদের উচিত হবে না; বরং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সুযোগের সন্ধানে আমাদের থাকা উচিত। উপরন্ত, কারো সাথে শত্রুতা বা বিরোধ থাকলে সেটিও ন্যায়-বিবর্জিত হওয়া উচিত নয়। এ শিক্ষাই আমাদেরকে পবিত্র কোরআনে দেওয়া হয়েছে :

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায় বিচার করো। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।" -[৫:৯]

---

*(বর্তমানে ২১০টি)

আল্লাহ্ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ ও সকল মুসলিম সরকারকে আমার বাণী অনুধাবনের তৌফিক দিন, যেন তারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

এটি মানবজাতির প্রতি আমার ভালোবাসা, যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত; আর এ বিষয়টিও যে, 'সমগ্র মানবজাতির প্রতি রহমত'-এর উম্মতের আমি একজন সদস্য, যা আমাকে এ পত্র লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। আল্লাহ্ বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে আমার কথাগুলো বোঝার তৌফিক দিন এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। অন্যথায় যদি কোন একটি দেশের তাড়াহুড়ো ও বিবেচনাহীনতা দু'টো দেশের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের সূত্রপাত করে, তবে এরূপ সংঘাত সেই দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং যুদ্ধের অগ্নিশিখা পুরো পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। অতএব এটি খুবই সম্ভব যে, একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে যা গতানুগতিক অস্ত্রে লড়া হবে না বরং পারমাণবিক অস্ত্রে লড়া হবে। একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ফলাফল এত বীভৎস ও প্রলয়ঙ্করী হবে যে, এর পরবর্তী প্রভাব কেবল সে সময় পৃথিবীতে যারা বাস করবেন তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এরূপ যুদ্ধের দীর্ঘ মেয়াদী ফল ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকে বিকলাঙ্গ ও ত্রুটিযুক্ত জন্ম লাভের ভয়াবহ 'উপহার' প্রদান করবে। এ জন্য কোন দেশেরই নিজেকে আশু ধ্বংস থেকে নিরাপদ বলে ধরে নেওয়া উচিত হবে না।

অতএব আরো একবার, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর নামে এবং মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসার তাগিদে আমি আপনাকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার ভূমিকা পালন করতে অনুরোধ করছি।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে।

ওয়াস্সালাম।

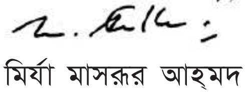

মির্যা মাসরূর আহ্মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের
রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL, U.K

His Excellency
Mr. Vladimir Putin
President of the Russian Federation
The Kremlin
23, Ilyinka Street,
Moscow 103132 Russia

18 September 2013

Dear Mr. President,

I am writing this letter to you as the Head of the Ahmadiyya Muslim Community, an entirely peace-loving and peace-promoting community spread across 204 countries of the world.

Due to the prevailing circumstances in the world, I have been reminding the people of the world in my different discourses and addresses, their duty and responsibilities towards their Creator and their fellow beings. Regrettably, I did not have the chance to speak to you directly, however the present day escalating situation in Syria has prompted me to write to you and commend your effort in bringing the world together onto a table of dialogue rather than the battlefield. An attack would risk a war not only in the region but could have led to a world war. I was therefore very pleased to read your recent article in a major Western newspaper in which you highlighted that such a course of action was extremely dangerous and could lead to the war spreading. Due to your stand, the major powers have refrained and have adopted a more conciliatory stance, agreeing to resolve this issue through diplomatic channels. Certainly, I believe that this has saved the world from a colossal and huge destruction. I particularly agreed with your point that if countries decided to act independently and made unilateral decisions then the United Nations would suffer the same fate as the League of Nations and

would fail. Certainly, the sparks of war recently ignited but thankfully they now seem to have subsided somewhat. May God the Almighty enable the risk of war to be eliminated altogether as a result of the positive step that has been taken. May the major powers come to care and respect the smaller nations and fulfil their due rights, rather than only being concerned for their own powers of veto.

In any case, your efforts towards establishing peace have obliged me to write this letter of thanks to you. I pray that this is not a temporary effort, but rather I hope and pray that you always make efforts towards peace. May Allah enable you to achieve this.

For the sake of world peace, wherever I have the opportunity, I draw the attention of people towards establishing peace through justice. Some of my addresses have been published in a book entitled, World Crisis and Pathway to Peace. I am enclosing a copy of this book as a gift for you.

With best wishes and with prayers,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথ ফীল্ড্স, লণ্ডন
SW18 5QL, U.K

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩

হিজ এক্সিলেন্সী
মি. ভ্লাদিমির পুতিন
রাষ্ট্রপতি রাশিয়া ফেডারেশন
দি ক্রেমলিন
২৩, ইলিনকা স্ট্রীট
মস্কো ১০৩১৩২, রাশিয়া

রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

সারা বিশ্বে ২০৪টি* দেশে ছড়িয়ে থাকা শান্তিপ্রিয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী আন্তর্জাতিক আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং অস্থিরতার কারণে আমি আমার বিভিন্ন অলোচনা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষকে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে স্মরণ করাচ্ছি। দুঃখজনক এই যে, আপনার সঙ্গে আমার কখনো সরাসরি কথা বলার সুযোগ হয় নি। যাইহোক, বর্তমানে সিরিয়ার অবস্থার ক্রমাবনতি আমাকে আপনার নিকট পত্র লিখতে প্রণোদিত করেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রকে এড়িয়ে সারা বিশ্বকে আলাপ আলোচনার বৈঠকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে আপনার যে প্রচেষ্টা তার প্রশংসা করছি।

কোন একটি অঞ্চলে একটি আক্রমণ শুধু যে সেই অঞ্চলে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে তা নয় বরং তা একটি বিশ্ব যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আমি পাশ্চাত্যের একটি খ্যাতনামা সংবাদ পত্রে আপনার একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধ পাঠ করে খুশি হয়েছি, যেখানে আপনি এই বলে

* বর্তমানে ২১০টি

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এহেন আক্রমণের পদক্ষেপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী করবে। আপনার এই অবস্থানের কারণে বিশ্বের বৃহৎ ক্ষমতাধর দেশগুলি নিজেদেরকে সংযত করে আরো শান্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং কুটনৈতিক পদ্ধতিতে এই সমস্যা সমাধানে সম্মত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, এর ফলে বিশ্ব একটি বিরাট অঘটন এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আমি বিশেষ করে আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে সহমত পোষণ করি যে, যদি বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন ও একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করে তাহলে জাতিসংঘের অবস্থায়ও লিগ অব নেসন্স-এর মতই হবে এবং অবশেষে তা হয়ে ব্যর্থ হবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সম্প্রতি যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখন তা সৌভাগ্যক্রমে কিছুটা প্রশমিত হয়েছে বলে মনে হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলস্বরূপ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নির্মূল করুন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ করুন যেন শক্তিশালী দেশগুলি শুধুমাত্র তাদের ভেটো ক্ষমতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন না থেকে ছোট ছোট দুর্বল দেশগুলিকে গুরুত্ব এবং শ্রদ্ধার সাথে তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করুক।

যাইহোক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা আমাকে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপক পত্রটি লিখতে বাধ্য করেছে। আমি প্রার্থনা করি যে, এটি যেন একটি ক্ষণস্থায়ী প্রচেষ্টা না হয়। আমি আশা করি ও দোয়া করি যে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। আল্লাহতা'লা আপনার এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে থাকুন। আমীন।

শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমি যেখানে যখনই সুযোগ পাই ন্যায় বিচারের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। আমার কিছু বক্তৃতা 'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ' নামক বই-তে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি উপহার স্বরূপ এই বইয়ের একটি কপি এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আপনার হিতকামনায়,

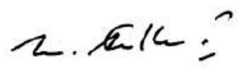

মির্যা মাসরূর আহ্মদ
নিখিল-বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা